অভিনয় করবেন ? না দেশের সেবা করবেন ?

দুটো আশাই আপনার পূর্ণ করবে ঃ—

নাট্যকার প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রচিত

মাধবী নাট্য কোম্পানিতে অভিনীত

বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক

রক্ত দিয়ে কিনলাম

হীরা জহর, মণি-মাণিক, টাকা কড়ি দিয়ে কেনা যায় অনেক কিছু, কিন্তু রক্ত দিয়ে কেনার বস্তু কি আছে ? তা জানতে হলে কিনে নিয়ে যান "রক্ত দিয়ে কিনলাম" অভিনয় করুন "রক্ত দিয়ে কিনলাম !" নিজ সাফল্যের শীর্ষে দাঁড়িয়ে রক্ত সিক্ত দেশের দুর্দ্দিনে দেশবাসীকে উপহার দিন "রক্ত দিয়ে কিনলাম"। দাম ৩·৫০।

শ্রীসত্যপ্রকাশ দত্ত রচিত

নাগিনীর বিষ

অম্বিকা নাট্য কোম্পানির গৌরবাধার। কাল্পনিক নাটক। "নাগিনীর বিষ" নামেই নাটকের পরিচয়। অংকে অংকে দৃশ্যে দৃশ্যে বিষ তবে সত্যিকারের নাগিনীর বিষ নয়, এ বিষ নাগিনীর মত ক্রুর মানুষের। রাজা শিলাজিত আর রাণী কঙ্কাবতীর জীবনে বিষ ঢেলে দিল বিরূপাক্ষ আর রণরাও। ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠল বিষবৃক্ষ। ফুল হল, ফল ধরল। সেই বিষাক্ত ফল খেয়ে শিলাজিতের আজন্মের বন্ধু রাজা শক্তি শঙ্কর হয়ে গেল শত্রু। ভাই সব্যসাচী হল পর। কঙ্কাবতীর নবজাত কন্যার হল নির্ব্বাসন। কারাগারে জীবন দিল মধুরাও আর কঙ্কা। কিন্তু সত্যিই কি রাণী কঙ্কা মৃত ? অভিনয় করুন, পড়ুন। দাম ৩·৫০ টাকা।

—প্রকাশক—

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

৩৬৮, (পুরাতন ১০৫) রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা—৬

—প্রচ্ছদ—

রঞ্জিত দত্ত

প্রকাশের অপেক্ষায়

সত্যপ্রকাশ দত্তের

নাগিনীর বিষ, জব চার্ণক

গৌর ভড়ের

জলসাঘর বা জীবন্ত কবর

ভৈরববাবুর

পদধ্বনি, রক্তে রোয়া ধান

দেবেন নাথের

রক্তের জবাব

পাঁচকড়ি বাবুর

সরমা বা তরণীসেন বধ

অনিল দাসের

তীরভাঙ্গা ঢেউ

—মুদ্রাকর—

কে, সি, ধর,

"ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্"

৩৭১ নং, রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা—৫

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী—

দ্বিতীয় সেকেন্দার—শ্রীশম্ভুনাথ বাগ প্রণীত। তরুণ অপেরার বিজয় বৈজয়ন্তী। কে এই দ্বিতীয় সেকেন্দার? অভিশপ্ত দিল্লীর মসনদের লোভে হারিয়ে গেল রুকনুদ্দিন? শাহানার জীবনটা বিষাক্ত হয়ে গেল আলাউদ্দিন ও রুকনুদ্দিনের স্বামী আর ভাইয়ের দ্বন্দ্বে। রক্তে ভেসে গেল দিল্লীর প্রাসাদ। কৈলাসের প্রতিহিংসা আর ভবানী রায়ের প্রভুপুত্রপ্রীতি, মালিকাজাহানের অন্তর্বেদনাময় বাৎসল্য আর দিগ্বিজয়ী আলাউদ্দিনের এক সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্নে ভোর হয় সেদিনের দিল্লীর রাত। হাসি আর কান্না, যুদ্ধ আর রক্ত, প্রেম আর প্রতিহিংসার অপূর্ব্ব সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে দ্বিতীয় সেকেন্দার। দাম ৩·৫০ টাকা।

রক্তে রোয়া ধান—বিদ্রোহী নাট্যকার শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। নিউ প্রভাস অপেরার যশের উৎস। ভূমি আন্দোলনের রক্তাক্ত শপথের রক্তঝরা আলেখ্য। রক্তাক্ত মণিমহলের দ্বারদেশে পঙ্গু আজ বাংলাদেশের সর্ব্বহারা কৃষক। আপনি কি শুনেছেন অনুন্নত কাহার পাড়ার কাহিনী? শুনেছেন কি জোতদার ধনপতি হালদারের মুনাফার ফাঁসিখানায় ঝুলন্ত ভূমিদাসের কান্না? কান পেতে শুনুন বুর্জ্জোয়া বিলাসের বিষে সর্ব্বহারা কৃষাণী মেয়ের প্রাণের পাঁচালী। সমাজ মানসের অভিব্যক্তি মিঃ চাবুক। চাবুক মেরে চলেছে সমাজের দূষিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। দীপক হালদার, উপায় বিহীনা গৌরী, ভদ্রবেশী সমাজ বিরোধী ছোটরায়, দেহাতী যুবক যুবতি বৈজু আর বিন্তিয়া, হোটেল মালিক বচ্চন সিং, মানব দরদী অঙ্কুশ চৌধুরী এরা কেউ আপনার কাছে অচেনা নয়, অপরিচিতও নয়, এদের মধ্যে আপনিও আছেন। তাই সর্ব্বহারা কৃষক সমাজের মিছিলের সামিল হয়ে সোচ্চার কণ্ঠে বলবেন—এ ধান আমাদের রক্ত দিয়ে রোয়া, এ আমাদের রক্তে রোয়া ধান। দাম ৩·৫০ টাকা।

মাটির কেল্লা—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত এ কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক। দাম ৩·৫০।

ভূমিকা

বাঙলার ইতিহাসে হোসেন শা' একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁকে কেন্দ্র করেই এই নাটক। ভুল করে বেগম নাজমার কাছে কোরাণ শরিফ স্পর্শ করে শপথ করেছিলেন বলেই এতবড় একটা নাটক গড়ে উঠেছে। অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে, নাটকের নাম নাজমা-হোসেন হল কেন? হোসেন শাহ ত হতে পারত। দিইনি এই জন্য, অন্ধকার না থাকলে যেমন আলো প্রকাশ পায় না, তেমনি নাজমা না থাকলে হোসেনের প্রয়োজন হত না।

আমার এই সাহিত্য সাধনায় যিনি আমায় উৎসাহিত করেছেন সেই অগ্রজ প্রতিম শ্রীরবীন সেন মহাশয়কে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আর প্রণাম জানাই গুরুদেব নাট্যাচার্য্য শ্রীফণিভূষণ বিদ্যা-বিনোদ ও সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়কে। আর প্রণাম জানাই তাঁদের—যাঁরা এই নাট্যজগতে প্রবীণ নাট্যকার আছেন।

হাওড়ার সুপ্রসিদ্ধ "সাঁঝের আসর ও কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অম্বিকা নাট্য কোম্পানি" "মাকড়সার জাল" নামে এ নাটকটি অভিনয় করতে অজস্র অর্থব্যয় ও প্রচুর আয়াস স্বীকার করেছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। নাট্যামোদী সুধীজনের কাছে আমার পরিচিত করার জন্য বন্ধুবর শ্রীপঞ্চানন পাড়ুই ও নির্ম্মলচন্দ্র ধর মহাশয়গণ যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেজন্য আমি তাঁদের কাছে ঋণী হয়ে রইলাম। প্রকাশক শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর মহাশয় নাটকটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখলেন। ইতি—

গ্রন্থকার।

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী—

পদধ্বনি—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের যুগ-যন্ত্রণার বিস্ময়কর নাট্যরূপ। লোকনাট্যের একনিষ্ঠ সেবক সত্যাম্বর অপেরার অবিস্মরণীয় "পদধ্বনি"। আপনি কি শুনেছেন? আপনি কি দেখেছেন তাকে? যার কথা আজ সারা দেশের লোকের মুখে মুখে? দেখেননি মণি-মানিক দুই ভাই আর লক্ষ্মী প্রতিমা লক্ষ্মীকে? দেখেননি মণিলালের পাঁজর থেকে কুহকিনী পাপিয়া চৌধুরী কেমন করে কেড়ে নিয়েছে? কেমন করে লক্ষ্মী আজ অলক্ষ্মী সেজে বসেছে; আপনি কি সিষ্টার ছবি, তার বেকার ভাই শিশিরকে কখনও ভেবেছেন? না—ভাবেননি, জানেন না শিক্ষিত বেকার কিসের জন্য তার যুবতি বোনকে বিক্রি করে নিজেও বিক্রি হয়ে গেল? পল্লী বাংলার রাঙ্গামাটির পথ ধরে যদি কখনও গিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই দেখেছেন, সাঁওতাল যুবক ডমরু আর যুবতি কামিনী ফুলকিকে। প্রকৃতির স্বভাবসুলভ সৌন্দর্য্যে যারা ছিল অকৃত্তিম, কিসের চাপে পড়ে কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে তা কি চিন্তা করেছেন? বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের বিক্ষুব্ধ শিক্ষক আলম মাষ্টার সোচ্চার কণ্ঠে বলছে—ঝুটা শিক্ষা বাতিল কর। দেশপ্রেমিক মহান নেতা সূর্য্য শঙ্করের রাজনীতি নিয়ে ব্যবসা। নক্ষত্র শঙ্করের খেলোয়াড় জীবনের দৃষ্টিকোন থেকে সমাজ বিচার। ফেরিওয়ালার চিৎকার, "পুঁতির মালা", কোরবান দারোগার উচ্চাভিলাষ—আপনাকে হকচকিত করবেই। আপনি ভাববেন, কারণ মনের কথা কাউকে বলতে পারছেন না। শুধু অবক্ষয়ী সমাজ জীবনের যন্ত্রণার গ্যালারীতে বসে কান পেতে শুনছেন—কি শুনছেন? কখন শুনছেন? কার শুনছেন? পদ-ধ্বনি? এ ধরণের নাটক আর কখনও হয়নি। দাম ৩·৫০ টাকা।

জব চার্ণক—শ্রীসত্যপ্রকাশ দত্ত প্রণীত। শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানির দলে অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। আজব শহর কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা লীলা চার্ণকের বিচিত্র কাহিনী। দাম ৩·৫০ টাকা।

গঙ্গোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক নাটক

কবি বিদ্যাপতি

পরিচয়

—পুরুষ—
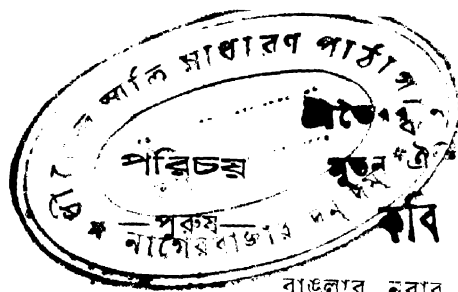
হোসেন শা'	... ...	বাঙলার নবাব।
আসগার আলি	... ...	সিপাহশালার।
সিরাজউদ্দিন	... ...	মনসবদার।
সনাতন মিশ্র	... ...	উদির।
আব্বাস	... ...	বান্দা।
সুবুদ্ধি রায়	... ...	ভূতপূর্ব্ব গৌড়াধিপতি।
মেদিনী রায়	... ...	সপ্তগ্রামের রাজা।
অবনী রায়	... ...	ঐ ভ্রাতা।
ভোলানাথ ত্রিলোচন	... ...	ঐ পার্শ্বচর।
জনার্দ্দন	... ...	ঐ পুরোহিত।
ঘনশ্যাম	... ...	জনার্দ্দনের শ্যালক।
মাধব রায়	... ...	পাণ্ডুয়ার অধিবাসী।
হরিদাস	... ...	সাধক।
আফজল	... ...	হাবসী দস্যু।

—স্ত্রী—

নাজমা	... ...	হোসেন শা'র বেগম।
মদিরা	... ...	সুবুদ্ধি রায়ের কন্যা।
ভদ্রাবতী	... ...	মেদিনী রায়ের মাতা।
কাদম্বিনী	... ...	জনার্দ্দনের স্ত্রী।

— এই নাটকে যাঁরা অভিনয় করেছেন—

হোসেন শা’— সর্ব্বশ্রীফণিভূষণ আশ।

সনাতন মিশ্র—নীলমণি পাল ও গৌর মণ্ডল।

সিরাজউদ্দিন—গৌরমোহন মণ্ডল ও সন্ন্যাসী চরণ দাস।

আসগার আলি—রবীন চক্রবর্ত্তী।

আব্বাস—শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল।

সুবুদ্ধি রায়—কার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেদিনী রায়—প্রসাদ কুমার ঘোষ ও গোপাল পোড়েল।

অবনী রায়—প্রফুল্লকুমার রীত।

ভোলানাথ - বিশ্বনাথ দত্ত।

ত্রিলোচন—বিভূতি দত্ত ও অভিমন্যু দলুই।

জনার্দ্দন—মণি চক্রবর্ত্তী।

ঘনশ্যাম—জয়দেব মান্না।

মাধব---বলরাম দত্ত।

আফজল খাঁ—পঞ্চানন পাড়ুই।

হরিদাস—কেশবচন্দ্র ঘোষ।

কৃষক—রবীন দত্ত।

ভদ্রাবতী—লক্ষ্মণচন্দ্র প্রামাণিক ও শঙ্কর দাস।

মদিরা—নিমাইচন্দ্র রায়।

নাজমা—গোবিন্দচন্দ্র মিত্র।

কাদম্বিনী—শ্যামসুন্দর গোস্বামী।

নৃত্যে—অজিতকুমার।

নাজমা-হোসেন

—:০(*)০:—

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য ।

মন্দির ।

পুরোহিত গৌড়েশ্বরী দেবীর পূজায় রত, দেবদাসীগণ আসিয়া দেবীকে নৃত্যগীত সহকারে আরতি করিতেছিল ।

দেবদাসীগণ । গীত ।

তব পূজা-আরতির ছন্দে !
পুলকিত বিশ্বের প্রাণ যেন নাচে কি আনন্দে ॥
সে নাচের লীলা সনে দোলে দেহ আনমনে,
নূপুরের নিক্কণ তারি সাথে তোমা আজি বন্দে ॥
শঙ্খ-ঘণ্টারবে মধুময় উৎসবে,
মন্দির আমোদিত চন্দন-পুষ্পের গন্ধে ॥

[আরতি শেষে দেবদাসীগণের প্রস্থান ।

পূর্ব্ব হইতে সুবুদ্ধি রায় আসিয়া করজোড়ে উপবিষ্ট ছিলেন ।

সুবুদ্ধি । সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে !
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ।

[প্রণাম]

পুরোহিত। ধর রাজা দেবীর চরণামৃত। [চরণামৃত দিতে গেল, পাত্রটি মাটিতে পড়িয়া গেল।]

সুবুদ্ধি। একি কুলক্ষণ!

পুরোহিত। পূজোর ত কোন ত্রুটি হয়নি।

সুবুদ্ধি। তবে মা কেন বিরূপ হলেন? কি অপরাধ করেছি আমি?

পুরোহিত। বুঝেছি, দেবী রুষ্টা।

সুবুদ্ধি। কেন ব্রাহ্মণ?

পুরোহিত। হিন্দু তুমি, ম্লেচ্ছের সেবা কচ্ছ; তাই দেহ-মনে তুমি অপবিত্র হ'য়ে গেছ।

সুবুদ্ধি। তাই যদি হয়, তবে রাজ কর্ত্তব্য আমি এতদিন পালন কচ্ছি কেমন করে ব্রাহ্মণ?

পুরোহিত। রাজ কর্ত্তব্য তুমি আর কতটুকু পালন করেছ রাজা? হাবসীর অত্যাচারে দেশ শ্মশান হয়ে গেল, তবু তার প্রতিকার তুমি কিছুই করনি। রাজকার্য্যে তোমার এই শিথিলতা দেখে মাও আজ চোখ ঢেকেছেন।

সুবুদ্ধি। মাকে জাগাও ব্রাহ্মণ! বার্দ্ধক্যে সুবুদ্ধি রায়ের শিথিলতা এলেও স্ববিরত্ব আসেনি। আমার বার্দ্ধক্য উপেক্ষা করে আমি এবার রাজ কর্ত্তব্য পালন করব।

পুরোহিত। যা করবে, শীঘ্র কর রাজা। মারতে না চাও অন্ততঃ দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

[প্রস্থান।

সুবুদ্ধি। শয়তানদের যে বাগে পাচ্ছি না, তা যদি পেতুম

তাহলে আকণ্ঠ প্রোথিত করে গোখরো সাপ দিয়ে দংশন করাতুম। কে আছ? সেনাপতি হোসেন খাঁকে সংবাদ দাও।

মদিরার প্রবেশ।

মদিরা। তোমার আদেশ পালন করতে এ প্রাসাদে আর কেউ নেই বাবা! সুযোগ বুঝে আজ সবাই বেইমানী করেছে। এত-কাল যাকে দুধ কলা দিয়ে পুষেছ, সেই হোসেন খাঁই আজ তোমায় ছোবল মারতে চায়।

সুবুদ্ধি। পাগলের মত কি বলছিস তুই? বড় উত্তেজিত হয়েছিস দেখছি। শান্ত হ' মা—শান্ত হ'। তুই বুঝি তার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস? [নেপথ্যে কোলাহল শোনা গেল।] ও কিসের কোলাহল মদিরা? একি, তোর সর্ব্বশরীর থর থর করে কাঁপছে কেন? কি হয়েছে বল্ মা—সত্যি করে বল্!

মদিরা। কি আর বলবো বাবা, আমাদের প্রাসাদে আজ আমরা কেউ নই। এ রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা এখন হোসেন খাঁ।

সুবুদ্ধি। চুপ কর্! ছেলেটাকে তুই দু'চক্ষে দেখতে পারিস নি! কেন, সে তোর কি করেছে বল্‌ত? নিশ্চয় তুই তাকে কিছু বলেছিস। কই কোথায় সে? হোসেন! হোসেন!

সিরাজউদ্দিনের প্রবেশ।

সিরাজ। বলো নবাব হোসেন শার জয়!

সুবুদ্ধি। সে একবার কেন, একশোবার। দুদিন পরে মেয়েটা পরের ঘরে চলে যাবে, আমার অবর্ত্তমানে রাজ্যটা তাকেই আমি দানপত্র করে যাব। তাকে ডাকত একবার! মদিরা তার সঙ্গে বুঝি ঝগড়া করেছে, তাই হয়ত সে রাগ করেছে। হোসেন! হোসেন!

[প্রস্থানোদ্যোগ]

সিরাজ। [বাধা দান] দাঁড়াও!

সুবুদ্ধি। এর অর্থ কি সিরাজউদ্দিন?

সিরাজ। তুমি বন্দী।

[illegible] কার আদেশে?

সিরাজ। নবাব হোসেন শা'র।

সুবুদ্ধি। হোসেন বুঝি নবাব হয়েছে? পথ থেকে তুলে এনে প্রাসাদে ঠাঁই দিয়েছিলুম। পুত্রের স্নেহে পালন করেছিলুম, বিধর্ম্মী বলে কখনও ঘৃণা করিনি—

মদিরা। তার কি এই প্রতিদান?

সুবুদ্ধি। আজ সে আমায় বন্দী করতে চায়? আর তার সে আদেশ পালন করতে এসেছ তুমি? বিশ্বাসঘাতক!

সিরাজ। বিশ্বাসঘাতক আমি নই সুবুদ্ধি রায়! দশ বছর আগের কথা। যেদিন হিন্দুসমাজের কঠোর অনুশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে আমি তোমার শরণাপন্ন হয়েছিলুম, মাথা গুঁজে থাকবার মত একটু আশ্রয় ভিক্ষা করেছিলুম, সেদিন ত আশ্রয় দাওনি? আমাকে ঠাঁই দিলে সমাজপতিরা রুষ্ট হবে, তাই তাদের সন্তোষ বিধানের জন্য তুমি আমাকে করেছিলে পদাঘাত।

সুবুদ্ধি। ভুল করেছি, আমার উচিত ছিল সেদিন তোমাকে হত্যা করা।

মদিরা। তাই কি তুমি আজ তার প্রতিশোধ নিতে চাও?

সিরাজ। অনাহার অনিদ্রায় কত রাত, কত দিন এমনি কেটে গেল। ক্ষুধার তাড়নায় ছেলেটা বল্লে—'বাবা আমায় কিছু খেতে দাও,—না হয় গলা টিপে মার!' মারতে আর হল না। দুদিন পরে [illegible] নিজেই সে মরে গেল। স্ত্রী আত্মহত্যা করলে, আমিও

মরতে চেয়েছিলুম; কিন্তু আমার মনিব হোসেন শা আমায় মরতে দিলে না। হিন্দুসমাজ আমার বুকে পদাঘাত করেছে, আর ইসলাম দিয়েছে সান্ত্বনা। তুমি করেছ শাসন, আর মনিব হোসেন শা' করেছে সোহাগ।

মদিরা। বেরিয়ে যাও নেমকহারাম বেইমান!

সিরাজ। স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার কর সুবুদ্ধি রায়!

সুবুদ্ধি। না। আমার ভালবাসার সুযোগ নিয়ে যে আমায় বন্দী করতে চায়, তার মাথায় আমি পদাঘাত করি।

সিরাজ। সুবুদ্ধি রায়!

সুবুদ্ধি। সুবুদ্ধি রায় বৃদ্ধ হলেও সিংহ। একখানা অস্ত্র আমায় ভিক্ষা দাও, তারপর দেখি কে আমায় বন্দী করে।

সিরাজ। সে সুযোগ আর আমি তোমাকে দেব না। তোমাদের দুজনকেই আমি বন্দী করব।

সুবুদ্ধি। সাবধান! আমাকে বন্দী করতে হয় কর, মেয়েটার গায়ে হাত দিও না। তাহলে প্রাসাদটা নড়ে উঠবে, মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

সিরাজ। ও ভয় ব্রাহ্মণ শিবচরণ শর্ম্মা করত সুবুদ্ধি রায়, ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক সিরাজউদ্দিন খাঁ করে না।

সুবুদ্ধি। সিরাজউদ্দিন! আমার আদেশ না মানো, আমার একটা অনুরোধ রাখ ভাই।

মদিরা। বাবা, যে তোমার পা চাটা কুকুর, তার কাছে তুমি অনুরোধ করছো?

সিরাজ। জাত গেছে—না? এ অহঙ্কার থাকবে না রাজকুমারী, আজই তা বুঝতে পারবে।

সুবুদ্ধি। সিরাজউদ্দিন আমি রাজা। ইচ্ছায় হোক, আর অনিচ্ছায় হোক, তোমরা আমার আদেশ পালন করে এসেছ। আজ আর সে দাবী করছি না, শুধু একখানা তরবারি তোমরা আমায় ভিক্ষা দাও।

মদিরা। বাবা!

সুবুদ্ধি। নিরুত্তর? বেশ, আমায় বন্দী কর!

সিরাজ। রক্ষি! [রক্ষীর প্রবেশ] বন্দী কর এই অহংকারী বৃদ্ধকে।

[রক্ষী সুবুদ্ধি রায়কে বন্দী করিল।]

সুবুদ্ধি। চল, দেখে আসি তোমাদের নবাবের বিচার। দেখে আসি, অন্নদাতা প্রভুর মুখের দিকে চেয়ে সে কেমন করে বিচার করে। চিনে আসি হোসেন খাঁ কোন শ্রেণীর বেইমান। মা মদিরা, যদি বেঁচে থাকিস মা, তাহলে—না—না, হোসেনকে কিছু বলিস নি। আহা, মাতৃ-পিতৃহারা বেচারা!

মদিরা। বাবা! [কাঁদিয়া ফেলিল]

সুবুদ্ধি। ভয় কি মা—ভয় কি? মা গৌড়েশ্বরীকে স্মরণ কর। মাগো গৌড়েশ্বরি! মেয়েটাকে তুমি দেখো মা—মেয়েটাকে তুমি দেখো।

[রক্ষিসহ প্রস্থান

সিরাজ। রাজকুমারী মদিরাকেও কি শৃঙ্খলিত করতে হবে?

মদিরা। কোন প্রয়োজন নেই। চল—বেইমানকে একবার মুখোমুখি দেখে আসি। সেবার পিঠে মেরেছি চাবুক, এবার মুখে মারবো লাথি।

সিরাজ। লাথি নয় রাজকুমারি, মালা গেঁথে রাখ। দুদিন পরে তুমিও হবে তার বেগম।

মদিরা। চুপ কর; ইতর—ছোটলোক!

[সিরাজউদ্দিনের গালে চপেটাঘাত]

সিরাজ। রাজকুমারি! [ধরিতে অগ্রসর হইল]

আসগার আলির প্রবেশ।

আসগার। সাবাস খাঁ সাহেব!

সিরাজ। কে, আসগার আলি? তুমি এখানে কেন?

আসগার। দেখতে এলুম। তোমার মত এমন করে নুনের দাম কেউ দিতে পারে না সিরাজউদ্দিন। যথার্থই তুমি ইসলামের সেবক। খোদাতালা তোমার মঙ্গল করুন।

সিরাজ। আমি কে আসগার? আমি যা করেছি, সব সেই খোদার মেহেরবানি।

আসগার। তোমার খোদা বোধহয় আলাদা সিরাজউদ্দিন?

সিরাজ। খোদা অদ্বিতীয়, আমার খোদাও যে,তোমার খোদাও সে।

আসগার। আমার খোদা ত দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করতে বলেনি সিরাজউদ্দিন! খোদার নাম নিও না ভাই!

সিরাজ। আসগার আলি!

আসগার। চোখরাঙিও না বীরপুরুষ। যান—রাজকুমারি, আপনার পথ মুক্ত।

সিরাজ। না,—তা হতে পারে না। জাঁহাপনার আদেশ, ওকে বন্দী করে হারেমে নিয়ে যেতে হবে।

আসগার। জাঁহাপনার উপরেও আর একজন জাঁহাপনা আছে, তাঁর আদেশে রাজকুমারীকে আমি মুক্তি দিলাম।

সিরাজ। তুমি মুক্তি দেবার কে?

আসগার। তোমার যদি কাউকে বন্দী করার ক্ষমতা থাকে, তাহলে আমারও ক্ষমতা আছে সিরাজউদ্দিন, তাকে মুক্তি দেবার।

সিরাজ। তুমি কাফের।

আসগার। কাফের বলেই তোমার এ অন্যায়কে বরদাস্ত করতে পারছি না। তোমার ধর্ম্ম তোমায় শিখিয়েছে—নারীকে বে-ইজ্জত করতে, আমার ধর্ম্ম আমায় শিখিয়েছে—নারীকে মায়ের মত সেলাম দিতে। যান রাজকুমারি, আপনি মুক্ত।

মদিরা। এতদিন যাকে অনুগ্রহ করে এসেছি, আজ তারই অত্যাচারে আমায় ঘর থেকে চোরের মত পালিয়ে যেতে হচ্ছে! ওঃ—ভগবান! তুমি আছ? যদি থাক, তবে পৃথিবীটাকে রসাতলে পাঠিয়ে দাও। বইয়ে দাও প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাস। ধ্বংস কর—ধ্বংস কর বেইমানের দল।

আসগার। আর বিলম্ব করবেন না রাজকুমারি। আপনি পালিয়ে যান।

সিরাজ। সাবধান রাজকুমারি! এক পাও এগিয়ে যেও না।

মদিরা। ওরে পাঠানের ক্রীতদাস, আমি যাচ্ছি; যাবার সময় রেখে যাচ্ছি এই প্রাসাদে একটা দীর্ঘশ্বাস। সে নিঃশ্বাস একদিন বিষবাষ্পের মত দুঃসহ করে তুলবে তোদের পার্থিব জীবন।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

সিরাজ। রাজকুমারি!

মদিরা। [ফিরিয়া] আর তোদের নবাবকে বলিস, যদি দিন পাই, এ শাঠ্যের চরম প্রতিশোধ আমি দেবো। [প্রস্থান।

[সিরাজউদ্দিন মদিরার পশ্চাদ্ধাবন করিতে উদ্যোগী হইল, আসগার আলি পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।]

সিরাজ। পথ ছাড় আসগার আলি!

আসগার। পথ নেই।

সিরাজ। আমি তোমাকে হত্যা করব। [অসি নিষ্কাসন]

আসগার। [পিস্তল তুলিয়া] আর আমি তোমাকে গুলি করব। তুমি আমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে প্রবেশ করে তার সর্ব্বাঙ্গে কালি ঢেলে দিয়েছ, তোমার সব অপরাধ আমি ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু এ অপরাধের মার্জ্জনা নেই।

সিরাজ। তোমার ক্ষমায় আমি সহস্র পদাঘাত করি। কি বুঝবে তুমি বে-কুব, কি দারুণ অন্তর্দ্দাহ আমার এই অন্তরের মধ্যে। একদিনে যদি সব হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষা দিতে পারতুম,—তাহলে এ জ্বালার কিছুটা উপসম হত। আমার কার্য্যে বাধা দিয়ে তুমি শুধু আমারই ক্ষতি করনি আসগার আলি, চরম ক্ষতি করেছ নবাব হোসেন শা'র। তোমার এ ঔদ্ধত্য আমি সহ্য করে গেলাম কিন্তু নবাব হোসেন শা' তোমার মাথা নেবেন। [প্রস্থান।

আসগার। মাথা দেব না, মাথা নেব। হে দীন দুনিয়ার মালিক খোদা! তোমার গড়া এ দুনিয়া এমন অন্ধকারে ভরে রেখেছ কেন? আলো দাও খোদা, বেহেস্তের আলো জ্বেলে দাও!

গীতকণ্ঠে মাধবের প্রবেশ।

মাধব। গীত।

দৈত্য কূলে তুমি প্রহ্লাদ তুমি চির সুখী হও!
তোমার আলোকে ভরুক ভুবন সবার আশীষ তুমি পাও।
ন্যায়ের দণ্ড ধরেছ যে হাতে,
ছাড়িও না তারে কলুষ কু-মতে,
যশ গাঁথা তোমার গাহিবে বিশ্ব, তুমি মানুষের গান গাও।

মাধব। খাঁ সাহেব যে দেখছি মক্কার পথে চলেছেন!

আসগার। পাণ্ডুয়ার মাধব রায়?

মাধব। রাজকুমারী কোথায় বলতে পার? রাজাকে ত বন্দী করে নিয়ে গেল, রাজকুমারীকে ত দেখলুম না। কোথায় গেল সে?

আসগার। পালিয়ে গেছে।

মাধব। পালিয়ে গেছে? কোন পথে গেল?

আসগার। পাণ্ডুয়ার পথে। যাও—যাও, পার ত তাকে লুকিয়ে রাখ। রাহু মুখব্যাদান করে ছুটে আসছে;—দেখো—পূর্ণিমার চাঁদকে যেন গ্রাস করতে না পারে।

[প্রস্থান।

মাধব। হাজার রাহু একসঙ্গে এলেও—আমি বেঁচে থাকতে কেউ তাকে গ্রাস করতে পারবে না।

[প্রস্থান।

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

[নেপথ্যে "মার মার" কোলাহল এবং "দস্যু দস্যু, হায় হায়" ইত্যাদি আর্ত্তনাদ শোনা যাইতেছিল।]

মেদিনী রায়ের প্রবেশ।

মেদিনী। কোথায়—কোন দিক থেকে এল এই কোলাহল? শান্ত সুষুপ্ত রাত্রির অন্ধকারে কার ঘরে দস্যু হানা দিলে? নির্ভয়! কার

সাহায্য চাই? কই, আর ত কোন সাড়া নেই! জনহীন পথ। আলোর চিহ্নও নেই। এ কোথায় এসে পৌঁচেছি? দূরে কতকগুলো গম্বুজ দেখা যাচ্ছে না? ওটা কি আদিনা মসজিদ? তাহলে ত পাণ্ডুয়ায় এসেছি। [নেপথ্যে নারীকণ্ঠে আর্ত্তনাদ শোনা গেল] ওই ত আর্ত্তস্বর শোনা যাচ্ছে! নির্ভয়! নির্ভয়!

[প্রস্থান।

মদিরা ও তৎপশ্চাতে একজন দস্যুর প্রবেশ।

মদিরা। কে আছ আমাকে বাঁচাও—বাঁচাও!

দস্যু। কেউ নেই নারি! যদি বাঁচতে চাও ত আমার সঙ্গে চলে এস। সর্দ্দারের কাছে পৌঁছে দিলেই মোটা টাকা বকশিস পাব। [ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল]

মদিরা। [দূরে সরিয়া গিয়া] উঃ, ভগবান! কে আছ বিপন্নের রক্ষক—নির্য্যাতিতের বন্ধু, আমায় রক্ষা কর—আমায় বাঁচাও।

মেদিনী রায়ের পুনঃ প্রবেশ।

মেদিনী। নির্ভয়! কে তুমি দস্যু?

দস্যু। তুমি কে?

মেদিনী। তোমার যম। [আক্রমণ, কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলিবার পর দস্যুর পলায়ন] কে তুমি দেবি? নিশুতি রাত্রে একা পথে বেরিয়েছ কেন?

মদিরা। পথে আমি বেরুই নি; ঘর থেকে ওরাই আমাকে টেনে এনেছে।

মেদিনী। চল—আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

মদিরা। কোথায়?

মেদিনী। তোমার ঘরে।

মদিরা। ঘর নেই। পথই আমার ঘর। অসহায় ভেবে একজন আশ্রয় দিয়েছিল—ভগবানের তাও সইল না, ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে।

মেদিনী। তোমার পরিচয়?

মদিরা। দেবার মত পরিচয় আজ আর কিছু নেই। শুধু জেনে রাখুন—অভাগিনীর নাম মদিরা। এর বেশী আর কিছু জানতে চাইবেন না।

মেদিনী। কোথায় যাবে?

মদিরা। আশ্রয় যদি না মেলে, নদীর জলে আশ্রয় নেব।

মেদিনী। মরবে কেন? ভগবানের বিশাল সাম্রাজ্যে বেঁচে থাকার মত এতটুকু স্থানও কি তুমি পাবে না?

মদিরা। কে দেবে আশ্রয়? দুর্ভাগ্য আমায় ঘিরে রেখেছে। যেদিকে চাই, আগুন জ্বলে ওঠে। যার কাছে যাই, সেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

মেদিনী। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে?

মদিরা। পারব?

মেদিনী। ভয় নেই; অজ্ঞাতকুলশীলের হাতে নিজের জীবনের দায়িত্বভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকতে পার দেবি। তোমার নির্ভরতার অসম্মান হবে না, নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটবে না।

মদিরা। কিন্তু—

মেদিনী। আমি বাঙালী, আমি হিন্দু। আশ্রিত রক্ষাই আমার ধর্ম্ম। শরণাগতের রক্ষায় আমার জীবন উৎসর্গিত। যদি বিশ্বাস কর, সে বিশ্বাসের অমর্য্যাদা হবে না।

মদিরা। ভুল বুঝবেন না। আমি আপনাকে অবিশ্বাস করিনি। আমি শুধু ভাবছি—আমাকে আশ্রয় দিলে আপনার বিপদের অন্ত থাকবে না।

মেদিনী। বাংলার বুকে যেদিন বিদেশী দস্যুরা এসে ঠাঁই নিয়েছে, সেদিন থেকেই বাঙ্গালীরা বিপন্ন! তাই বলে প্রাণভয়ে বাঙালী গৃহকোণে লুকিয়ে থাকবে না, বিপদকে সম্মুখে রেখেই সে তার লক্ষ্যপথে ছুটে যাবে।

মদিরা। আপনার জয় হোক। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আমি প্রস্তুত। আপনি আমাকে আশ্রয় দিন।

[নেপথ্যে পুনঃ কোলাহল ও আগুন আগুন চীৎকার।]

মেদিনী। ওকি!

মদিরা। হাবসীরা গাঁয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

মেদিনী। তুমি অস্ত্র ধরতে জান?

মদিরা। জানি, কিন্তু কখনও ত শত্রুর সম্মুখীন হইনি।

মেদিনী। আগে তার প্রয়োজন হয়নি, কিন্তু আজ প্রয়োজন হয়েছে। ধর অস্ত্র।

মদিরা। আমাকে অস্ত্র দিলে আপনার হাতে কি থাকবে?

মেদিনী। আমি একটা লাঠি জোগাড় করে নেব।

মদিরা। না—না, আপনি যাবেন না। অগণিত সৈন্যের সংগে নিরস্ত্র আপনি একা কি করবেন?

মেদিনী। কারা সৈন্য? ওরা দস্যু। কতকগুলো ক্রীতদাস দস্যু এসে আমার দেশের বুকে লুঠতরাজ করছে—দেশবাসীকে হত্যা করছে—আর আমি চোখ বুজে তাই দেখবো? এত বড় কাপুরুষ মেদিনী রায় নয়।

মদিরা। [স্বগত] মেদিনী রায়! কোন্ মেদিনী রায়? একি সেই—যার পরাক্রমে বাংলার রাজা সুবুদ্ধি রায় আতংকিত। যাকে বশীভূত করবার জন্য রাজসরকার প্রধান সেনানায়কের পদে অভিষিক্ত করতে চেয়েছিল?

মেদিনী। কি ভাবছ দেবি। বাঙলা বিপন্ন। বাঙালীরা আজ বিদেশীর হাতে লাঞ্ছিত—নির্য্যাতিত। তুমিও ত এই বাঙলা মায়েরই সন্তান, তোমার প্রতিবেশী ভাই বোনদের এই লাঞ্ছনা দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু কাঁদবে? অস্ত্র ধরবে না? প্রতিশোধ নেবে না, তোমার মা-বোনের অপমানের?

মদিরা। আমি যে অসহায় নারী।

মেদিনী। কে বলেছে তুমি অবলা? তুমি যে বাঙলার নারী—বাঙলার মেয়ে। [নেপথ্যে পুনঃ "আগুন—আগুন"] ওই দেখ বহ্ন্যুৎসব সুরু হয়েছে। নির্বিচারে হত্যা আর লুণ্ঠন চলেছে। ব্যাধ-তাড়িত পশুর মত বিপন্ন নরনারী শিশু-সন্তান বুকে নিয়ে প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। তাদের পরিধেয় বস্ত্রখানাও কেড়ে নিচ্ছে। বল, বল দেবি এখনও কি তুমি নিরস্ত্র থাকতে চাও? এ অপমান, এ লাঞ্ছনা শুধু কি ওদের, না সমগ্র বাঙালী জাতির?

মদিরা। অস্ত্র দিন, আমি যুদ্ধ করব।

মেদিনী। ধর অস্ত্র। এ মেদিনী রায়ের অস্ত্র। বহু শত্রুর রক্ত পান করেছে। মা ভবানীকে প্রণাম করে উপযাচক হয়ে আমি তোমাকে দীক্ষা দিচ্ছি। উগ্রচণ্ডার মত শত্রু নিপাত কর। আমার জীবন থাকতে তোমার কোন ভয় নেই। আমি মরে গেলে নিজের মর্য্যাদা নিজে রক্ষা করো। জয় মা ভবানি! জয় মা ভবানি!

[প্রস্থান ।

মদিরা। [আভূমিণত হইয়া ধূলিকণা মস্তকে স্পর্শ করিল] জয় মা ভবানি। মাগো শক্তিরূপা সনাতনি—শক্তি দে মা, শক্তি দে। আমি যেন এই অস্ত্রে আমার দেশের শত্রুর তাজা রক্তে বাঙলা মাকে স্নান করাতে পারি।

[প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে ভোলানাথ ও দস্যুর প্রবেশ।

[উভয়ের যুদ্ধ, ভোলানাথের হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল।]

দস্যু। মর্ তবে বে-কুব। [অস্ত্র উত্তোলন]

[পশ্চাৎ হইতে মেদিনী রায় আসিয়া তাহার হস্তে লাঠির আঘাত করিল, দস্যুর হাত হইতে অস্ত্র পড়িয়া গেল, মেদিনী রায় তুলিয়া লইল। দস্যু কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পলায়ন করিল।]

ভোলানাথ। মহারাজ?

মেদিনী। হ্যাঁ, তুমি এখানে কেন এসেছিলে?

ভোলানাথ। আমি একা নই; আমার সঙ্গে আরও আঠারো-জন লাঠিয়াল আছে। তোমার ফেরার সময় পেরিয়ে গেছে। আমরা যাচ্ছিলাম তোমার সংবাদ আন্‌তে। হঠাৎ আর্ত্তনাদ শুনে ছুটে এলুম।

মেদিনী। তারা কোথায়?

ভোলানাথ। দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ছে।

মেদিনী। হাঁটা পথে এসেছ?

ভোলানাথ। না, ঘোড়ায় চড়ে।

মেদিনী। ঘোড়া কোথায়?

ভোলানাথ। শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করবার জন্য একসঙ্গে উনিশটা ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছি।

মেদিনী। বুদ্ধিমানের কাজই করেছ। কতজন হাবসী এসেছে সংবাদ পেয়েছ?

ভোলানাথ। পঞ্চাশ জন।

মেদিনী। সকলকে ডাকো। নারীদের ছেলেমেয়ে নিয়ে চটীর ছাদে উঠ্‌তে বল। আর বাকী সকলকে হাতিয়ার নিয়ে আড়ালে আবডালে ওৎ পেতে থাক্‌তে বল। আমার সংকেত পাওয়া মাত্র চারপাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। যেন একটা হাবসীও জীবিত ফিরতে না পারে। আর একটা কাজ করবে ভোলানাথ!

ভোলানাথ। আদেশ কর।

মেদিনী। আমার পশ্চাতে এক নারী অস্ত্র নিয়ে ছুটে আসছে, তাকে এখানেই অপেক্ষা কর্‌তে বলবে। আর শোন, কয়েকটা মশাল যোগাড় কর্‌তে হবে। মশাল নিয়ে একদল সরাইএর চার-পাশে অপেক্ষা করবে। আমরা আক্রমণ করলে তারা মশাল জ্বালিয়ে চারিদিক আলোকিত করে তুলবে।

ত্রিলোচনের প্রবেশ।

ত্রিলোচন। আর তার প্রয়োজন হবে না মহারাজ। সর্দার ছাড়া আর সকলেই আমাদের তলোয়ারের তলায় মাথা দিয়েছে।

ভোলানাথ। কোথায় সর্দার?

ত্রিলোচন। পালিয়ে গেছে।

মেদিনী। এতবড় শত্রু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল?

ত্রিলোচন। হ্যাঁ রাজা। আমাদের সঙ্গে এক নারী ছিল, কি

অসীম সাহস তার! সে একাই অনেক দস্যুকে নিপাত করেছে। সাক্ষাৎ মা ভবানী যেন রণক্ষেত্রে নেমেছেন।

ভোলানাথ। কে সে শক্তিময়ী নারী?

ত্রিলোচন। জানি না। তবে তাকে আস্ফালন করে বলতে শুনেছি, তার হাতেই নাকি মহাবীর মেদিনী রায়ের অস্ত্র।

মেদিনী। মদিরা! কোথায় সে?

ত্রিলোচন। তাঁকেও আর পাওয়া যাচ্ছে না।

মেদিনী। পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কি দস্যুসর্দ্দার মোহন সিং তাকে হরণ করে নিয়ে গেল?

মদিরার পুনঃ প্রবেশ।

মদিরা। না রাজা! আপনার দেওয়া অস্ত্র যার হাতে, আপনার আশীর্ব্বাদ যার মাথায়, যমও তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আপনার দেওয়া তরবারির অমর্য্যাদা আমি করিনি। আপনি আমায় মারণ যজ্ঞে দীক্ষিত করেছিলেন, তার প্রণামী দেওয়া হয়নি, প্রণামী নিন এই হাবসী সর্দ্দারের ছিন্নশির। [মেদিনী রায়ের পদপ্রান্তে ছিন্নশির স্থাপন]

সকলে। জয় মা ভবানী!

মেদিনী। ত্রিলোচন! ঘরগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে, দেখেছো? যেগুলো পুড়ছে সেগুলো বাঁচাতে পারবে না। বাকিগুলোকে রক্ষা কর ভাই!

ত্রিলোচন। অনুরোধ কেন মহারাজ, আদেশ করুন? আপনার আদেশ আমরা দেবতার নির্দ্দেশ বলে মনে করি।

[প্রস্থান।

মেদিনী। ভোলানাথ, তুমিও ত্রিলোচনের সঙ্গে যাও।

ভোলানাথ। উত্তম! আমরা নেভাব পোড়াঘরের আগুন, আর আপনি নেভান দেশের বুকে অত্যাচারের আগুন।

[প্রস্থান।

মদিরা। আশ্রয়দাতার ঘরখানাও পুড়ে গেছে, কিন্তু তারা গেল কোথায়? কাউকেই ত দেখলুম না।

গীতকণ্ঠে মাধবের প্রবেশ।

মাধব। **গীত :**

নাই, কেহ নাই।

আপন বলিতে যারা ছিল মোর সবাই হয়েছে ছাই ॥

মদিরা। কে, মাধব রায়? একি দশা তোমার!

মেদিনী। তোমাকে দগ্ধ করলে কে?

মাধব। মানুষের সুখ যাদের সহ্য হয় না। ছেলেটার জ্বর হয়েছিল, আমি গিয়েছিলাম ওষুধ আনতে, ফিরে এসে দেখি ঘরখানা দাউ দাউ করে জ্বলছে। বউ ছেলেটাকে নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে। বাঁচাবার জন্যে ছুটে গেলুম, আড়কাঠটা ভেঙ্গে মাথায় পড়ল।

মদিরা। তারপর?

মাধব। যখন জ্ঞান হলো, দেখলুম লোকেরা আমায় ঘিরে বসে আছে। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলুম, কাউকে দেখতে পেলুম না। দেখলুম পোড়া কাঠ আর ছাইগাদা।

মেদিনী। কোথায় তারা—তোমার বউ আর ছেলেরা?

মাধব। জানি না। ছাই সরিয়ে দুটো নোয়া পেয়েছি, আর কিছুই পাইনি।

মদিরা। তবে কি—

মাধব। পূর্ব্বগীতাংশঃ

সোনার স্বপন গিয়েছে ভাঙিয়া, বাঁশরীর ধ্বনি গিয়াছে থামিয়া,
এ দুটি নয়ন মিছে খুঁজে ফিরে কোথা গেলে তারে পাই॥

মাধব। খোকা—খোকা!

[প্রস্থান।

মদিরা। মাধব—মাধব!

[প্রস্থান।

মেদিনী। এমনি করেই বাঙলার ওপর দিয়ে দিনের পর দিন অত্যাচারের ঢেউ বয়ে চলেছে। সর্ব্বংসহা বঙ্গজননী সব নীরবে সহ্য করে নিচ্ছেন। কিন্তু বাঙলার মানুষ কি সব সয়ে যাবে? না—না! চোখের জল মুছে ফেল বাঙালি! মনে জাগাও রক্তের নেশা—বুকে জাগাও মরার সাহস। জাগো বাঙালি—জাগো বাঙালি!

[প্রস্থান।

—:•:—

তৃতীয় দৃশ্য।

গৌড়-প্রাসাদ।

পুরনারীগণের প্রবেশ।

পুরনারীগণ। **গীত।**

কোন পাপে হলো এ কঠিন সাজা হে নিঠুর ভগবান।
এত আঁখিজলে গলিল না হায় তোমার পাষাণ প্রাণ॥
যেজন তোমার ভজন-পূজনে কভু নাই হেলা কথনো জীবনে,
কেন তার চোখে বহালে এমন অশ্রুজলের বান॥
বল বল বল ওগো দয়াময়, সুখ-শশী পুনঃ হবে কি উদয়?
হবে কিগো কভু বুকভাঙা এই দুঃখের অবসান॥

দ্রুত নাজমার প্রবেশ।

নাজমা। দূর হ শয়তানীর দল! চীৎকার করতে হয় খোলা ময়দানে গিয়ে চীৎকার কর। যা দূর হ'—দূর হ! [সকলকে চাবুক মারিয়া তাড়াইয়া দিল।] ভগবান! হুঁ! বান্দা!

আব্বাসের প্রবেশ।

আব্বাস। ফরমাইয়ে হুজরাইন!

নাজমা। বে-কুব সিরাজউদ্দিন করছে কি! এখনও শয়তানী মদিরাকে ধরে আনতে পারলে না?

আব্বাস। কি করে ধরবে হুজরাইন, মেয়েছেলে কিনা!

নাজমা। হলই বা মেয়েছেলে।

আব্বাস। গায়ে হাত দিলে দেশের লোক যদি চাঁদা করে চাটায় হুজরাইন! হেঁদুর মেয়ে বলে কথা।
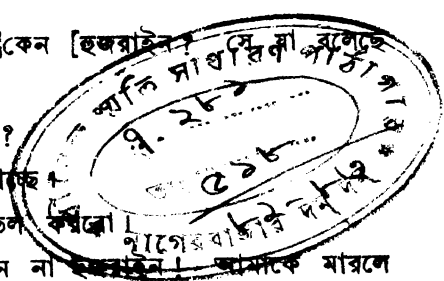
নাজমা। হেঁদুর মেয়ে—তাতে হয়েছে কি? সে জাঁহাপনার পিঠে চাবুক মেরেছে—আমি তার গর্দ্দান নেব!

আব্বাস। সেই ভাল হুজরাইন। নইলে সে আপনার মুখে লাথি মারবে বলেছে।

নাজমা। বান্দা?

আব্বাস। তেড়ে আসছেন কেন [হুজরাইন? সে যা বলেছে তাইত বল্লুম।

নাজমা। কোথায় সে বে-কুব?

আব্বাস। আজ্ঞে—তেল মাখাচ্ছে।

নাজমা। আমি তোকে কোতল করবো।

আব্বাস। অমন কাজ করবেন না হুজরাইন। আমাকে মারলে দোজাকে যেতে হবে।

নাজমা। দোজাকে যেতে হবে কেন বান্দা?

আব্বাস। কারণ—আমিও মুসলমান আর আপনিও মুসলমান। তার চেয়ে বরং ওই হেঁদুর মেয়েটাকে কোতল করুন, বেহেস্তের পথ একেবারে সাফ হয়ে যাবে।

নাজমা। সিরাজউদ্দিনকে ডাক বান্দা।

আব্বাস। আপনার চাবুকটা দিন হুজুরাইন, শুধু হাতে গেলে যদি কামড়ে দেয়?

নাজমা। কামড়াবে কেন?

আব্বাস। জানেন না? মাথা খারাপ হয়ে গেছে। গৌড়েশ্বরীর মন্দির ভাঙ্গতে গিয়েছিল, তাই পুরুতঠাকুর মাথায় সুপুরি রেখে খড়ম-পেটা করেছে।

নাজমা। এ বে-আদবী সে গায়ে মেখে নিলে? হত্যা করতে

পারলে না? দুর্ব্বল কাপুরুষ নিয়ে আমার কাজ চলবে না। আমি কালই তাঁকে বরখাস্ত করবো।

সিরাজউদ্দিনের প্রবেশ।

সিরাজ। কাকে বরখাস্ত করছেন বেগমসাহেবা?

নাজমা। তোমাকে।

সিরাজ। আমার অপরাধ?

নাজমা। পুরুতঠাকুর তোমায় খড়ম-পেটা করলে, আর তুমি নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের মত চলে এলে? হাতে কি অস্ত্র ছিল না কাপুরুষ?

সিরাজ। অস্ত্র ছিল বেগমসাহেবা। আর কাপুরুষও আমি নই। কিন্তু আমাকে খড়ম-পেটা করেছে এ কথা আপনাকে কে বল্লে?

আব্বাস। প্রাসাদের সবাই।

সিরাজ। তারা মিথ্যাবাদী।

নাজমা। সবাই মিথ্যাবাদী, আর তুমি সত্যসন্ধ মহাপুরুষ। শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করছো, আমি জানি তুমি অপদার্থ। হিন্দু বামুনের অপমান সয়ে পালিয়ে এলে? মন্দিরটা ধ্বংস করতে পারলে না? রাজকুমারীকে আমার হাতে তুলে দিতে পারলে না? আমার ইচ্ছে হচ্ছে এই মুহূর্ত্তে তোমায় গলা টিপে হত্যা করি।

সিরাজ। অপদার্থ আমি নই বেগমসাহেবা। মন্দির আমি ধ্বংস করেছি, মহাকালীর বিগ্রহ ভাগীরথীর জলে নিক্ষেপ করেছি, ব্রাহ্মণকেও হত্যা করেছি আমি। আর রাজকুমারীকে—

নাজমা। বল? রাজকুমারীকে কি?

আব্বাস। তার ল্যাজে কামড় দিয়েছেন, এই ত? কিন্তু

আপনার কান দুটো অমন ঝুলে পড়েছে কেন? রাজকুমারী লম্বা করে দিয়েছে বুঝি?

সিরাজ। আমি তোকে কোতল করব।

আব্বাস। আমাকে সবাই কোতল করে।

নাজমা। কোথায় রাজকুমারী?

সিরাজ। পালিয়ে গেছে।

নাজমা। পালিয়ে গেছে!

আব্বাস। পালাবে না? ছেলে যে ধরতে পারে না, তাকে দিয়েছেন কেউটে ধরতে।

সিরাজ। আব্বাস! [অসি নিষ্কাসন]

আব্বাস। থাম। বাপ দাদা যার ঘণ্টা নাড়ে, তার হাতে তরবারি মানায় না।

[প্রস্থান।

সিরাজ। আমি এই বে-আদবকে হত্যা করব।

নাজমা। থাম। রাজকুমারীকে ধরে আনতে পারলে না?

সিরাজ। পারতুম, বাধা দিলে আসগার আলি।

নাজমা। মনসবদার আসগার আলি? কোথায় সেই নেমকহারাম বেইমান?

আসগার আলির প্রবেশ।

আসগার। কিসে আমি নেমকহারাম হলুম বেগমসাহেবা?

সিরাজ। কিসে নও? জবাব দাও।

নাজমা। কোন অধিকারে তুমি রাজকুমারীকে মুক্তি দিয়েছ?

আসগার। মানুষের অধিকার।

নাজমা। একটা হিন্দুর মেয়ের জন্য তোমার কিসের এত দরদ? সে না কি তোমায় চাবুক মারত।

আসগার। তবু তিনি বাঙলার মেয়ে—বাঙালী, তাঁর চাবুক আমি পিঠ পেতে নেব, তবু আপনার রক্তচক্ষু আমি সইব না।

সিরাজ ও নাজমা। আসগার আলি।

আসগার। বাঙলায় আমি জন্মেছি, তার দানাপানি খেয়ে জীবনটাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। আর সেই বাঙলার মেয়ে একটা বিদেশিনী তুর্কীর হাতে লাঞ্ছিত অপমানিত হবে, এ আমি কেমন করে সইব বেগমসাহেবা?

সিরাজ। সইতে না পার—মরবে।

আসগার। মরব, তবু বাঙালী হয়ে বাঙলার বুকে বেইমানি করব না।

নাজমা। কথা শোন আসগার! যদি মদিরাকে আমার হাতে অর্পণ কর, আমি তোমাকে প্রচুর ইনাম দেব।

আসগার। শুধু ইনাম কেন বেগমসাহেবা, বাঙলার মসনদটাও যদি আমায় দান করেন, তবুও নয়। আমি গরীব, গরীবখানায় মানুষ হয়েছি, ঐশ্বর্য্যে আমার প্রয়োজন নেই। আমি ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখব, তবু মনিবের বুকে বেইমানির ছুরি তুলব না।

সিরাজ। হুঁসিয়ার আসগার আলি! তোমার ঔদ্ধত্য বাদশা বেগম সহ্য করলেও আমি করব না।

আসগার। আমিও সহ্য করব না সিরাজউদ্দিন, বাঙলার বুকে তোমার এই শয়তানী। এ দেশে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করে, তুমি এর ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ হয়ে জমে উঠেছ।

কিন্তু সাবধান! মেঘ অপসারিত করতে বাঙলার ঘুমন্ত শক্তি আবার জেগে উঠেছে।

নাজমা। খোয়াব দেখে আসছ? শোন আসগার আলি! আমাদের সাহায্য কর আর নাই কর, তাতে কিছু যায় আসে না; কিন্তু আমাদের যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করো না। তাহলে আমি তোমাকে সমুচিত দণ্ড দেব।

আসগার। কি দণ্ড দেবে তুমি তুর্কী? শাস্তির ভয় বাঙালী করে না। বিদেশীর অত্যাচারে বাঙলা আজ ক্ষত-বিক্ষত, হাবসীর অত্যাচারে পল্লী বাঙলা মুমূর্ষু। বিদেশীর লোলুপ লিপ্সায় বাঙলার ক্ষেত-খামার আজ শ্মশানে পরিণত হয়েছে। আর কত দণ্ড দেবে তুমি বাঙলার বেগম? তোমাদের সৌজন্যে বাঙলা শুধু শোষিতই হবে, সোহাগ করতে তোমরা পারবে না।

নাজমা। চুপ রহ কমবক্ত! অনেকক্ষণ তোমার ঔদ্ধত্য সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়, এবার তোমাকে আমি—

হোসেনের প্রবেশ।

হোসেন। কোতল করব।

আসগার। আমার অপরাধ জাঁহাপনা?

হোসেন। অনেক অপরাধ নফর। মুসলমান হয়ে তুমি মুসলমান নবাবের আনুগত্য স্বীকার করতে ইতস্ততঃ করেছ। নবাবের বিরোধিতা করতে রাজকন্যা মদিরাকে পলায়নের সুযোগ দিয়েছ। সবার ওপরে তোমার এত স্পর্দ্ধা যে তুমি বাঙলার রাজ্ঞীকে অপমান করতে সাহস কর।

নাজমা। মাথাটা উড়িয়ে দাও না!

সিরাজ। মাথা নিলে আর কতটুকু শাস্তি! জাঁহাপনা, ওর গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে লবণের মধ্যে বসিয়ে দিন।

হোসেন। আসগার আলি।

আসগার। অপরাধ করে থাকি, তার জন্য যে শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেব জনাব। কিন্তু জাঁহাপনা, আমার দেশের বুকে বসে যদি আমার দেশের মেয়ের ধর্ম্মে আঘাত দিতে চান, তাহলে আমি আপনাকে ওই সিংহাসন শুদ্ধ মহানন্দার জলে ডুবিয়ে মারব।

সিরাজ। তার আগেই আমি তোমাকে হত্যা করব বেয়াদব! [অসি নিষ্কাসন]

হোসেন। সিরাজউদ্দিন!

নাজমা। বাধা দিলে কেন নবাব? ওকে হত্যা করাই উচিত। ও বেঁচে থাকলে রাজ্য নিষ্কণ্টক হবে না।

হোসেন। সত্য। বাঙলার দণ্ডমুণ্ডের মালেক নবাব হোসেন শা'র মুখের ওপর এতবড় কথা বলতে এই প্রথম আমি তোমাকেই দেখলাম। বুঝলাম, বাঙলার ঘুমন্ত শক্তি এবার জাগবে। আমি তোমার সাহসের প্রশংসা করি আসগার আলি! তবু দণ্ড তোমাকে দিতেই হবে। উপায় নেই! আমি তোমাকে বন্দী করলাম।

নাজমা। সিরাজউদ্দিন, বন্দীকে শৃঙ্খলিত কর।

হোসেন। না—না, লৌহ-শৃঙ্খলে হবে না। ও বন্দী থাকবে আমার এই বক্ষ কারায়। আলিঙ্গন]

আসগার ও নাজমা। জাঁহাপনা!

সিরাজ। এ বিচার না প্রহসন?

হোসেন। বিচারের দিন এখনও আসেনি সিরাজউদ্দিন। এক

এক করে বহু নালিশ জমা হয়েছে সেই বিচারকের বিচারশালায়। ডাক যখন আসবে, তখন আমাদের সকলকেই জমায়েৎ হতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে। আসগার আলি! সিংহাসন আমি দখল করেছি সত্য, কিন্তু তার মর্য্যাদা আমি কতটুকু রাখতে পারব জানি না। এই নাও অস্ত্র, রাজকার্য্যে যখনই আমার শিথিলতা আসবে তখনই আমার কাঁধে একটা ঘা বসিয়ে দিও। রাজা শাসন করে রাজ্য, রাজাকে শাসন করবার কেউ থাকে না বলেই রাজ্য হয় ধ্বংস।

আসগার। জাঁহাপনা!

হোসেন। আজ থেকে সে ভার রইল তোমার উপর। আর একটা ভার তোমায় দেব আসগার; মহারাজ সুবুদ্ধি রায়ের সিপাহ-শালার ছিল বিশ্বাসঘাতক হোসেন খাঁ, আর নবাব হোসেন শা'র সিপাহশালার আজ থেকে তুমি।

সিরাজ। জাঁহাপনা!

হোসেন। বাঙলার সৈন্যদল শিথিল হয়ে পড়েছে, নিস্তেজ হয়ে পড়েছে তাদের যুদ্ধক্ষম বাহু। চাবুকের আঘাতে তাদের সতেজ করে তোল। দস্যুর অত্যাচারে সোনার বাঙলা শ্মশান হয়ে গেছে। বাঙলাকে বাঁচাও হাবসীর অত্যাচার হতে, রক্ষা কর বাঙলার মান —বাঙলীর মর্য্যাদা।

আসগার। জাঁহাপনার হুকুম তামিল করতে বান্দার জান কবুল। কিন্তু আপনি সাবধান হোন বেগমসাহেবা! সিরাজউদ্দিন বাঙলার আকাশে কালো মেঘ হয়ে জমে উঠেছে; আর আপনি বাঙলার বুকে তুলেছেন ঝড়। এই ঝঞ্ঝা ঝটিকার সম্মিলিত আঘাতে বাঙালী আসগার আলি সৃষ্টি করবে এক শান্তির রাজ্য! [প্রস্থান।

সিরাজ। তোমার সেই শান্তির রাজ্যে—

হোসেন। সিরাজউদ্দিন! ইসলাম ধর্ম্মে তোমায় দীক্ষিত করেছি তার মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য, তাকে নিম্নগামী করবার জন্যে নয়। যাও, উজির সাকর মল্লিককে সংবাদ দাও।

সিরাজ। জো হুকুম খোদাবন্দ্! [স্বগত] ইসলামের মর্য্যাদা বৃদ্ধি! হোসেন খাঁ, তুমি সাপের মাথায় পা দিয়েছ, ছোবল একদিন খাবেই।

[প্রস্থান।

হোসেন। বেগমসাহেবা কি অসন্তুষ্ট হলেন?

নাজমা। আমার সন্তোষ অসন্তোষে তোমার কি আসে যায় নবাব? আমার মর্য্যাদাই বা কতটুকু? একজন নগণ্য রাজ কর্ম্মচারীর কাছে বাঙলার রাজ্ঞী নাজমা অপমানিত অপদস্থ হল, আর যে অপমান অপদস্থ করল, সে পেল বাহবা, আর তাকেই নবাবসাহেব দিলেন খেলাত!

হোসেন। খেলাত তুমিও পাবে বেগম।

নাজমা। রহস্য কচ্ছো?

হোসেন। ছিঃ, তোমার সঙ্গে কি রহস্য করতে পারি? তোমার জন্যই বাঙলার মসনদ পেয়েছি, তোমাকে সাদী করে বেহেস্তের অনেক কাছাকাছি এগিয়ে গেছি, আর তোমার সঙ্গে করব রহস্য? তবে কি জান বেগম, ওকে চোখ রাঙিয়ে বশ করা যাবে না, ওকে বশ করতে হলে চাই ভালবাসা।

নাজমা। আজ ও সৈন্যাপত্য পেলে কাল তুমি মসনদে বসতে পারবে ভেবেছ? তোমার সৈন্য দিয়ে ও তোমাকেই বন্দী করবে নবাব।

হোসেন। বাঙালীরা আর যাই হোক, নেমকহারাম নয়। সুবুদ্ধি রায়ের নফর হোসেন আর বাঁদী নাজমা যে ভাবে বেইমানি করে বাঙলার মসনদ অধিকার করেছে, বাঙালীরা অন্ততঃ তা কর্‌বে না, এ তুমি নিশ্চিন্ত থাকৃতে পার। বাঙালী বিদ্রোহ করে, কিন্তু গোপনে ষড়যন্ত্র করে না। আর এই জন্যই সব দেশের শীর্ষে তাঁর আসন।

নাজমা। নবাব কি ভুলে গেছেন যে তিনি আমার কাছে প্রতিশ্রুত—

হোসেন। ভুলিনি বেগম। কোরাণ শরিফ স্পর্শ করে শপথ করেছি, মদিরাকে তোমার হাতে তুলে দেব। কিন্তু সাবধান বেগম! বিদ্রোহের দেশ এই বাঙলা; তার মাটি তুমি অধিকার করেছ, তার ধর্ম্মে তুমি আঘাত দিতে যেও না; তাহলে বাঙালীরা তোমাকে এই বাঙলার মাটিতে জ্যান্ত কবর দেবে।

[প্রস্থান।

নাজমা। আমি পাঠান হোসেন শা' নই, আমি তুর্কী নাজমা বেগম। আমারই চক্রান্তে সুবুদ্ধি রায় কারাগারে। আমার মেহের-বানিতেই বান্দা হোসেন খাঁ আজ বঙ্গেশ্বর। অত সহজে হটবার পাত্র আমি নই। আমি মরবো সেইদিন, যেদিন বাংলায় হিন্দু বলতে আর কেউ থাকৃবে না। আজ যেখানে পূজার মন্ত্র পাঠ হচ্ছে, কাল সেখানে মুসলমানের আজানধ্বনি শুন্‌তে পাবে। হিন্দুর দেবালয় ভেঙ্গে চুরমার করে আমি মসজিদ বানাবো; তাদের হিন্দুয়ানীর দর্প আমি গুঁড়ো করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব—তবে আমার নাম নাজমা বেগম।

গীতকণ্ঠে মাধবের প্রবেশ।

মাধব। **গীত ;**

আকাশ-কুসুম কল্পনা তব, শূন্যে প্রাসাদ রচনা।
বাস্তবে কভু ঘটিবে না ওগো অমন মধুর ঘটনা॥
তোমার জ্বালানো ভীম হুতাশন,
গ্রাসিবে যে শেষে তোমারি জীবন,
সময় থাকিতে বুঝে চল তুমি—ত্যজিয়া কুটিল বাসনা॥

নাজমা। কে তুমি? বেরিয়ে যাও এখান থেকে। নইলে আমি তোমাকে কোতল কর্‌বো।

মাধব। **পূর্ব্বগীতাংশ ;**

তোমার পাপের সাক্ষী যে আমি
আঁখিজলে সদা ভাসি দিবাযামী,
তবু অনুরোধ, ভেবো না অমন সর্ব্বনাশের ভাবনা॥

নাজমা। চুপ রহ বেয়াদব! [চাবুক মারিল]

মাধব। আঃ—আজ তুমি ক্ষমতা পেয়েছ, তাই সবাইকে চাবুক মারছ। কিন্তু একদিন আমাদেরও আস্‌বে, সেদিন আমরা তোমাকে চাবুক মারবো না, মাথাটাই ছিঁড়ে নেব।

[প্রস্থান।

নাজমা। মাথা নিতে হলে মাথা দিতে হবে বাঙালি! আমি বাংলার রাজ্ঞী নাজমা বেগম, এ কথা মনে রেখো।

[প্রস্থান।

—:•:—

চতুর্থ দৃশ্য।

সপ্তগ্রাম—রাজপ্রাসাদ।

অবনী রায়ের প্রবেশ।

অবনী। **গীত।**

আমার আঁধার জীবনের পথে তব দীপশিখা জ্বালো॥
তাহার আলোকে দূর কর প্রভু মনের যা কিছু কালো।
আমার জ্বালানো দীপ-শিখা হায়,
বারে বারে শুধু নিবে নিবে যায়,
তুমি দয়া করে ওগো সুন্দর জ্বালো করুণার আলো॥
মোর চলা পথে ঘোর অমা-নিশা,
ধ্রুবতারা হ'য়ে দাও মোরে দিশা,
তোমা ছাড়া মোর কেহ নাই আর, তাই তোমা বাসি ভালো।

ভদ্রাবতীর প্রবেশ।

ভদ্রাবতী। কাঁদছিস কেন অবনি! গুরুমশায় মেরেছে বুঝি?

অবনী। না ত।

ভদ্রাবতী। তবে?

অবনী। দাদা কবে আসবে মা?

ভদ্রাবতী। এই ত গেছে। কুচবিহার কি একটুখানি পথ? আর তা ছাড়া ভোলানাথ ত্রিলোচন এরা সবাই গেছে তার সংবাদ আনতে, হয়ত আজই ফিরে আসবে।

অবনী। কুচবিহার কোন্ পথে যেতে হয় মা? আমি যাব।

আমি স্বপ্ন দেখেছি মা, আমার দাদা যেন একা আসছে, আর হাজার হাজার লোক দাদাকে ঘিরে বর্শা তুলে দাঁড়িয়েছে। দাদা পালাবার পথ পাচ্ছে না। আমি তাদের হত্যা করে দাদাকে নিয়ে আসবো।

মদিরা সহ মেদিনী রায়ের প্রবেশ।

মেদিনী। তাদের হত্যা করে তোমার দাদাকে বাঁচাতে পারবে অবনি?

ভদ্রাবতী। এসেছ মেদিনি? পথে কোন বিপদ ঘটেনি ত?

মেদিনী। তোমার আশীর্ব্বাদ যার অক্ষয় বর্ম্ম, তার আবার বিপদ কি মা! [প্রণাম] মদিরা! ইনিই আমার মা। [মদিরাও প্রণাম করিল]

ভদ্রাবতী। এ কে বাবা?

মেদিনী। গৌড়াধিপতি মহারাজ সুবুদ্ধি রায়ের কন্যা, শত্রুর চক্রান্তে বিতাড়িত। মহারাজ কারাগারে।

ভদ্রাবতী। কে সেই শত্রু যে, মহারাজ সুবুদ্ধি রায়কে কারারুদ্ধ করেছে?

মদিরা। সেনাপতি হোসেন খাঁ।

ভদ্রাবতী। হোসেন খাঁ? এত স্পর্দ্ধা তার যে, সে মহারাজ সুবুদ্ধি রায়কে বন্দী করে? দেশে কি মানুষ নেই? এই অন্যায়ের টুঁটি কেউ কামড়ে ধরতে পারলে না? সিপাই, শান্ত্রী, পাত্রমিত্র— সবাই এ অত্যাচার মুখ বুজে সয়ে গেল? কেউ একটা প্রতিবাদও করলে না?

মদিরা। কে করবে প্রতিবাদ? হিন্দুর রাজপ্রাসাদে বেশীর ভাগ

মুসলমান কর্ম্মচারী, স্বধর্ম্মপ্রীতির জন্য তারা ত বেইমানি করবেই। আর যারা হিন্দু তারা চাকরির মাহাত্ম্য বজায় করছে।

ভদ্রাবতী। রামকেলির সনাতন মিশ্রও কিছু বলছে না? বলছে না যে, এ অন্যায় আমরা সইবো না?

মদিরা। আর সকলে প্রতিবাদ করলেও, সনাতন মিশ্র যে করবে না, এ আমি হলপ করেই বলতে পারি। রাজসরকারে নিজের পদোন্নতির জন্য সে করতে পারে না—এমন কোন কাজ এ জগতে নেই।

মেদিনী। এই সব দেশদ্রোহী বিভীষণদের হত্যা করাই উচিত।

ভদ্রাবতী। বাঙলার বাঙালীরা কি সব মরে গেছে মেদিনী? স্বাধীন বাঙলার মুক্তহস্তে বিদেশী পাঠান পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল পরিয়ে দেবে—আর তারা একটা প্রতিবাদও করবে না?

মদিরা। সমগ্র বাঙলা যদি সম্মিলিত ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই বিশ্বাসঘাতক হোসেন খাঁর ওপর, তাহ'লে একটা হোসেন খাঁ কি মাটির সঙ্গে মিশে যাবে না? বাঙালীর সমবেত হুঙ্কারে তুর্কী নাজমা কি ভয়ে মূর্চ্ছিত হবে না?

ভদ্রাবতী। কোথায় সে বাঙালী, যাদের অমিত বিক্রমে সাগরপারে সিংহলের বুকে জয়ধ্বজা প্রোথিত হয়েছিল? তারা কি মরেছে? তাদের শ্মশান থেকে টেনে নিয়ে এস, জাগিয়ে তোল তাদের তোমার একাগ্র সাধনায়। চেতনা যদি না আসে, চাবুকের ঘায়ে সচেতন করে তোল। বল—এই বাঙলার জন্যে আর একবার মরতে হবে তোমাদের।

অবনী। একখানা অস্ত্র দাও ত মা, আমি যুদ্ধে যাব।

মেদিনী। তুমি যুদ্ধে যাবে অবনী? শিশু তুমি, তুমি অস্ত্র ধরবে?

আঃ—কবে আসবে সে শুভদিন, যেদিন বাঙালী তার মিথ্যা মানের খোলস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জাতির মান—জাতির মর্য্যাদারক্ষায় শিশু, বৃদ্ধ, যুবা দলে দলে মৃত্যুর মুখে ছুটে যাবে।

ভদ্রাবতী। দিন এসেছে মেদিনী, তুমি প্রস্তুত হও। [অবনীর প্রতি] যাও বাবা, সাত গাঁয়ের মাঠে ঘাটে যেখানে যত স্বেচ্ছাসৈনিক আছে, তাদের সবাইকে ডেকে নিয়ে এস। সকলের কানে কানে এই মন্ত্র দাও, পাঠান দস্যু হোসেন খাঁ আমাদের দেশের মেয়েকে অপমান করেছে; আমরা তার মাথা নেব।

মন্দিরা। শুধু কি তাই, প্রাসাদের মধ্যে মহাকালীর মন্দির ছিল, তাও ধ্বংস করেছে, বিগ্রহ নদীর জলে ফেলে দিয়েছে, ব্রাহ্মণকে করেছে হত্যা।

অবনী। এর একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।

[প্রস্থান।

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। মহাদেবি! মহাদেবি!

ভদ্রাবতী। কি হয়েছে ঠাকুরমশাই? ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন কেন? কি হয়েছে বলুন।

জনার্দ্দন। ঘোর অমঙ্গল!

মেদিনী। কিসের অমঙ্গল ঠাকুরমশায়?

জনার্দ্দন। মা ভবানীর পূজা আরম্ভ করেছিলুম, সবে মন্ত্র উচ্চারণ করেছি, দেখলুম মায়ের মূর্ত্তি দুলছে। দাঁড়িয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের হাত থেকে খাঁড়াটা পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে গেল।

মেদিনী। বেশ ত, গোষ্ঠ স্বর্ণকারকে ডেকে নূতন খড়্গ তৈরী করিয়ে নিন।

ভদ্রাবতী। সোনার খড়্গো হবে না মেদিনি, ওতে আর কতটুকু ধার? স্বর্ণকারে হবে না—চাই কর্ম্মকার। আপনি রামদাস কামারকে ডাকুন; সে ইস্পাতের খড়্গ তৈরী করে দিক। মা ভবানী রক্ত চায় মেদিনী—মা ভবানী রক্ত চায়। আজ থেকে তাই হবে তোমার একমাত্র ব্রত! মায়ের তৃষিত রসনা সিক্ত করতে চাই পাঠান দস্যু হোসেন খাঁর তাজা রক্ত।

জনার্দ্দন। তাহলে আমি রামদাস কামারকে ডেকে আনি। [মদিরাকে দেখিয়া] এ মেয়েটি কে? একে ত কখনও দেখিনি!

মেদিনী। মহারাজ সুবুদ্ধি রায়ের কন্যা।

জনার্দ্দন। সুবুদ্ধি রায়! ও—গৌড়ের কায়স্থ বংশের সেই ম্লেচ্ছ রাজাটা? শুনেছি লোকটার নাকি কোন জাতের বিচার ছিল না। মুসলমান দাস দাসী তার অন্তঃপুরে কাজ করতো। [মদিরার প্রতি] তা—হ্যাঁগা, তোমাদের খানাটানাও বানিয়ে দেয় ত?

মদিরা। যদিই দেয়, তাতে ক্ষতি কি? তারাও ত মানুষ।

জনার্দ্দন। তা ত বটেই। তা—বাপ ত শুনেছি কারাগারে, তুমি এখানে থাকবে বুঝি?

মেদিনী। হ্যাঁ, যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে।

জনার্দ্দন। কিছু না—কিছু না। তাতে আর ক্ষতি কি? সুবুদ্ধি রায়ও কায়স্থ, মেদিনী রায়ও কায়স্থ। ভালই হবে। মা ভবানীর খাঁড়া তাহলে শুধু শুধু ভেঙ্গে যায়নি, পাপ তাহলে ঢুকেছে। আমি তবে আসি মহাদেবি! মা—এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে ম্লেচ্ছের ছায়া কখনও পড়েনি।

মেদিনী। কি বলতে চান?

জনার্দ্দন। সে মা জানেন, মা বুঝতে পেরেছেন! কালী কৈবল্য দায়িনী মা!

[প্রস্থান।

মেদিনী। হিন্দুধর্ম্ম যদি ধ্বংস হয়, এই ব্রাহ্মণ হতেই হবে।

সনাতন মিশ্রের প্রবেশ।

সনাতন। এই যে মেদিনী রায়?

মেদিনী। কে তুমি?

ভদ্রাবতী। জাতির শত্রু, দেশের কলংক, রামকেলির মূর্ত্তিমান কুগ্রহ মহামান্য সনাতন মিশ্র না?

মেদিনী। মেঘমুক্ত সাতগাঁয়ের আকাশে মহাশয়ের আবির্ভাবের কারণ জানতে পারি?

সনাতন। বাঙলার নবাব মহামান্য হোসেন শা তোমার শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা শুনেছেন, তাই তিনি—

মেদিনী। আমাকে তাঁর প্রধান সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করতে চান?

সনাতন। হ্যাঁ। তিনি তোমাকে প্রচুর ইনাম দিতে চান।

ভদ্রাবতী। বিদেশীর পক্ষপুটে আশ্রয় লাভ করে সনাতন মিশ্র নিজেকে ধন্য মনে করতে পারেন, কিন্তু সাতগাঁয়ের রাজা মেদিনী রায় সে ইনামে সহস্র পদাঘাত করে।

সনাতন। ভদ্রাবতী!

ভদ্রাবতী। বেরিয়ে যাও পাঠানের উচ্ছিষ্টভোজি ক্রীতদাস! তোমার স্পর্শে প্রাসাদ কলংকিত হয়েছে। আমি সমগ্র প্রাসাদটা গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে দেব।

সনাতন। তোমারও কি ওই জবাব মেদিনী রায়?

মেদিনী। উত্তর যা দেবার মা-ই ত দিয়েছেন; আমাকে জবাব দিতে হলে—অসি আর কোষবদ্ধ থাকবে না, সূর্য্যালোকে ঝলসে উঠবে।

মদিরা। যদি মঙ্গল চান, এই মুহূর্ত্তে স-সম্মানে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করুন, নইলে মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

সনাতন। কে, রাজকুমারী মদিরা? প্রাসাদ থেকে পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে? মেদিনী রায় তোমাকে বাঁচাবে? ক্ষুদ্র পতঙ্গের এতবড় দুঃসাহস!

ভদ্রাবতী। অনধিকারচর্চ্চা করো না জাতিদ্রোহী বিভীষণ! যাও, বেরিয়ে যাও প্রাসাদ থেকে।

সনাতন। যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে আমি নবাবের পক্ষ থেকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি মেদিনী রায়, মদিরাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ?

মেদিনী। হ্যাঁ।

সনাতন। ত্যাগ করবে না?

মেদিনী। না।

সনাতন। কেন সাধ করে আগুনে ঝাঁপ দেবে যুবক! ভাল চাও ত রাজকুমারীকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। যে ভুল তুমি করেছ, তার জন্য আমি নবাবের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব।

মেদিনী। কথায় কথায় যে এত ক্ষমা চাইতে পারে, সে নিজের ভাইকে পর করে দেয় কি করে?

মদিরা। সেখানে যে স্বার্থের গন্ধ ছিল। অর্থ আর ঐশ্বর্য্যের লালসা এদের এত বেশী যে, অর্থের জন্য এরা নিজের মেয়েকে

বিদেশী বিধর্ম্মীর হাতে তুলে দিতেও দ্বিধা বোধ করে না। হিন্দুদ্বেষী হোসেন খাঁ একটা পা বাড়িয়েছে—তাতেই এরা স্বঃতস্ফূর্ত্ত হয়ে চাটতে সুরু করেছে। বল্লে না কেন, আমি দুটো পা-ই বাড়িয়ে দিতুম।

সনাতন। মদিরা!

মেদিনী। যান যান! যদি এতটুকু আত্মমর্য্যাদা থাকে, তাহলে হোসেন খাঁর চুলের মুঠি ধরে মশানে টেনে আনুন, তাকে হত্যা করুন। মহারাজ সুবুদ্ধি রায়কে আবার গৌড়ের সিংহাসনে বসান। বাঙলা আবার হাসি আনন্দে ভরে উঠুক। বাঙলার বুকে সে যে আগুন জ্বালিয়েছে—তার রক্ত দিয়েই সে আগুন নেভান।

মদিরা। আগুন নেভাবে সাকর মল্লিক খেতাবধারী উজির সনাতন মিশ্র? মহারাজ! আপনি শুধু তরবারিই চিনেছেন, মানুষ চেনেন নি।

সনাতন। তুমি তাহলে যাবে না?

মদিরা। যাব। আমার পিতাকে সে কারারুদ্ধ করেছে, আমাকে করেছে অপমান, সবার উপরে আমাদের বিগ্রহ সে নদীর জলে ফেলে দিয়েছে, তার প্রতিশোধ নিতে যাব না? যাব, তার রক্ত দিয়ে গৌড়ের অপবিত্র সিংহাসন মুছে দেব। শয়তানী নাজমার হাত পা বেঁধে আমি ডালকুত্তার মুখে ফেলে দেব।

[প্রস্থান।

সনাতন। রাজকুমারী মদিরা!

ভদ্রাবতী। দাঁড়াও; মদিরার সঙ্গে আর তোমার সাক্ষাৎ হবে না।

সনাতন। তাকে একটা কথা বলে যাব।

ভদ্রাবতী। প্রাসাদের বাইরে গিয়ে বল। যাও,—নইলে দারোয়ান দিয়ে বার করে দেব!

মেদিনী। অতোটা আর করো না মা। ভদ্রলোক এখুনি চলে যাবেন। [প্রস্থান।

সনাতন। এও আমি গায়ে মেখে নিলুম ভদ্রা! আমরা একই পাঠশালে পড়েছি, তোমায় ছোট বোনের মত স্নেহ করে এসেছি। তোমার স্বামী আমার পরম বন্ধু ছিলেন, তোমার ছেলে আমার শত্রু নয়। সে জাতির আদর্শ, বাঙলার সূর্য্য। তার আলোকে সারা বাঙলা আলোকিত হয়ে উঠুক, এই কামনাই আমি ভগবানের কাছে জানাব। রাহু তার করাল গ্রাস বিস্তার করে ছুটে আসছে। সেই গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সে কতখানি প্রস্তুত, শুধু সেই পরীক্ষাই এতক্ষণ করেছি। আশীর্ব্বাদ করি ভদ্রা, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

ভদ্রাবতী। জাত আর দেশকে যদি সত্যই ভালবাস, তবে পাঠানের গোলামী করছো কেন?

সনাতন। কেন করছি জানো? 'অলস বাঙালী' এই অপবাদ খণ্ডন করবার জন্য। বাঙলার জীবনী শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে, অন্ধকার যুগের স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ায় সে ব্যাধিগ্রস্ত, তাকে আরোগ্য করতে এই বিষাক্ত সর্পের প্রয়োজন ছিল। সে ছোবল মেরেছে, তাই রোগমুক্ত বাঙালী আজ গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, ফিরে পেয়েছে বাঙালী তার জীবন প্রাচুর্য্য। এবার মেদিনীকে বলো —সাপকে বধ করতে যদি নাও পারে, সাপুড়ে হয়ে অন্ততঃ যেন তার বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়; নইলে পাল্টা ছোবলে সে বাঙলাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। [প্রস্থান।

ভদ্রাবতী। পাঠান দস্যু হোসেন খাঁ যদি সাপ হয়, তাহলে সাতগাঁয়ের রাজা মেদিনী রায়ও নকুল, তার নখাঘাতে সে সাপকে খণ্ডখণ্ড করে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেবে; আর তা যদি না পারে, তাহলে পৃথিবীর বুক থেকে আমি মুছে দেব আমার সন্তান মেদিনী রায়ের নাম।

[প্রস্থান।

—:০:—

পঞ্চম দৃশ্য।

কারাগার।

সুবুদ্ধি রায়ের প্রবেশ।

সুবুদ্ধি। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! কাল যে ছিল রাজা—আজ সে ভিক্ষুক! একবিন্দু জলের কাঙাল! গঙ্গাতীরে বসে আছি—তবু একবিন্দু জল পাচ্ছি না! মাগো সুরধনী! তুমি কি শত তরঙ্গ তুলে ওই গবাক্ষ পথে আসতে পার না? একটু জল, গলাটা শুকিয়ে গেল। রক্ষী! নাঃ, নিষ্ফল কান্না। ওগো পাষাণের কারা-গার, তুমি চৌচির হও—আমি বাহিরে যাব। আঃ! কে আছো, একফোঁটা জল—শুধু একফোঁটা জল।

নাজমার প্রবেশ।

নাজমা। হাঃ-হাঃ হাঃ! [হাস্য]

সুবুদ্ধি। কে, কে ওখানে? কথা কও, সাড়া দাও।

নাজমা। আমি নাজমা বেগম।

সুবুদ্ধি। নাজমা! এসেছ, এসেছ নাজমা? এস এস? পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, আমি কখন থেকে চীৎকার করছি—কেউ একফোঁটা জল দিচ্ছে না। তুমি ওদের বলে দাও ত মা, আমায় এক ফোঁটা জল দিতে।

নাজমা। জল? হাঃ-হাঃ-হাঃ! [বিদ্রূপসূচক হাসি]

সুবুদ্ধি। তুমি হাসছো? রাজা সুবুদ্ধি রায়ের বন্দীদশা দেখে তুমি হাসছো নাজমা?

নাজমা। বন্দী! হাঃ-হাঃ-হাঃ! বন্দী কে বল্লে? তুমি আমাদের মাননীয় অতিথি, আমাদের অতীতের প্রভু! তোমার নিরাপত্তার জন্যই তোমাকে সতর্ক প্রহরায় রাখতে হয়েছে। চারিদিকে শত্রু, পাছে কেউ রাজাকে হত্যা করে তাই এই সতর্কতা।

সুবুদ্ধি। জানি নাজমা, জানি। হোসেন আমার তেমন ছেলে নয়। সে আমার পুত্রাধিক প্রিয়। তুমি তার বেগম। আমিই পছন্দ করে হোসেনের জন্য তোমাকে নির্ব্বাচিত করেছিলুম। এর চেয়ে ভাল বউ হোসেনের হতে পারতো না। তুমি তার ভাগ্যলক্ষ্মী।

নাজমা। সে ত স্বীকার করে না।

সুবুদ্ধি। বল কি? কোথায় সে? তাকে একবার পাঠিয়ে দাও ত মা, আমি তাকে শাসন করে দেব। ভাগ্যের এ দান সে যদি অস্বীকার করে, তাহলে সে তার চরম দুর্ভাগ্য, তাকে বলো—রাজা সুবুদ্ধি রায় বলেছে, নাজমাই তার নসীব। আর নাজমার নসীবেই তার এই নবাবী।

নাজমা। ধারণা ছিল, রাজা শুধু হোসেনকেই ভালবাসেন। আজ দেখছি আমিও রাজার অন্তরে ঠাঁই পেয়েছি।

সুবুদ্ধি। নিশ্চয়। নইলে তোমাকে আমি হোসেনের বউ করব কেন ?

নাজমা। হোসেনকে আমায় দিয়ে আমার হাত থেকে তুমি রেহাই পেতে চেয়েছিলে। আমিও রাজরোষের ভয়ে তোমার সেই নির্দ্দেশ মানতে বাধ্য হয়েছিলুম।

সুবুদ্ধি। আমার সেই নির্দ্দেশ আজ আশীর্ব্বাদ বলে মনে হচ্ছে ত ?

নাজমা। না। যা ঘটেছে সব আমার নসীবে, কারুর সদিচ্ছায় নয়। তুমি আমায় নির্ম্মম হয়ে আঘাত করেছিলে, আজও তার ক্ষত শুকোয়নি। আমাকে তুমি ভুল বুঝেছিলে রাজা, তাই তোমার এই দুর্দ্দশা। নাজমা তোমার পাশে থাকলে কারও সাধ্য ছিল না তোমাকে সিংহাসনচ্যুত করে।

সুবুদ্ধি। তুমি ভুল করছো নাজমা—

নাজমা। ভুল আমি করিনি রাজা। স্বীকার কর আর নাই কর আমি জানি, তুমি আমাকে চেয়েছিলে। তোমাকে আড়াল করে দাঁড়াল তোমার হিন্দুত্বের সংস্কার! মুসলমানী বলে তুমি করলে আমাকে প্রত্যাখ্যান।

সুবুদ্ধি। ছিঃ ছিঃ, ও কথা মুখে এনো না নাজমা। তুমি আমার কন্যাস্থানীয়া। ধর্ম্মের প্রশ্ন আমার নেই, জাতির প্রশ্ন আমি কোনদিন করি নি। তা যদি করতুম, তাহলে তোমরা আমার অন্তঃপুরে স্থান পেতে না।

নাজমা। মুসলমানের প্রতি তোমার কোন বিদ্বেষ নেই ?

সুবুদ্ধি। না।

সিরাজউদ্দিনের প্রবেশ।

সিরাজ। তাহলে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করতেও আপত্তি থাকতে পারে না?

সুবুদ্ধি। নাজমা! আমার সর্ব্বস্ব নাও, আমি কোন আপত্তি করব না। কিন্তু আমায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করো না। আমি ধর্ম্মত্যাগ করতে পারব না।

নাজমা। আলবাৎ করবে।

সিরাজ। তুমি ত করবেই, আর সেই সঙ্গে তোমার সেই আহ্লাদে মেয়েটাও ধর্ম্ম ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

সুবুদ্ধি। মদিরা! কোথায় সে? সে কি বেঁচে আছে?

সিরাজ। বেঁচে থাকলে একদিন তাকে আসতেই হবে।

সুবুদ্ধি। তাহলে সে প্রাসাদে নেই? পালিয়ে গেছে? ভগবান্! তুমি সত্যই আছো।

নাজমা। পালাবে কোথায়? চারিদিকে চর পাঠিয়েছি, ধরা তাকে পড়তেই হবে। তাকে আমার চাই। আমি তাকে বাঁদী করে রাখব আমার বেগম-মহলে। হোসেনকে সে যে হাতে চাবুক মেরেছে, তার সেই হাতটা পিঠে দাওয়াই মালিশ করবে।

সুবুদ্ধি। তার আগেই হবে তার মৃত্যু।

নাজমা। তারপর নিজে কি করবে?

সিরাজ। আমরা জোর করে যদি তোমায় ধর্ম্মান্তরিত করি?

সুবুদ্ধি। জোর করে আমায় হত্যা করতে পার, বিকলাঙ্গ করতে পার—ধর্ম্মচ্যুত করতে পারবে না।

নাজমা। বে-সক! সিরাজউদ্দিন, শৃঙ্খলিত কর। [সিরাজউদ্দিনের

তথাকরণ] যাও—বাবুর্চিখানায় নিয়ে যাও; গরুর তাজা রক্তে বানানো শুরুয়া মুখে ঢেলে দাও। ওর হিন্দুত্বের অহংকার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাক।

সুবুদ্ধি। আমাকে তুমি হত্যা কর নাজমা, ধর্ম্মচ্যুত করো না। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

সিরাজ। ভগবানকে ভুলে খোদার শরণ নাও সুবুদ্ধি রায়!

সুবুদ্ধি। সিরাজউদ্দিন, তুমি আমাকে মুসলমান করবে? তুমিও ত একদিন হিন্দু ছিলে, যেদিন তুমি তোমার পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্ম ছেড়ে মুসলমান হলে, সেদিন কি তোমার চোখে জল আসেনি? সেদিন কি তোমার বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠেনি? সেদিন কি তুমি অনুভব করনি যে, আকাশটা ভেঙ্গে তোমার মাথায় পড়ছে? যে যন্ত্রণা তুমি নিজে সহ্য করেছ, সে আঘাত তুমি আমার বুকেও দিতে চাও?

সিরাজ। শুধু আকাশটা ভেঙ্গে মাথায় পড়েনি সুবুদ্ধি রায়, পায়ের তলা থেকে মাটিও সরে গিয়েছিল। সেদিন আমিও হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতাকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলুম, কেউ ধরা দেয়নি। কোন রক্ষক আমায় রক্ষা করতে চায়নি। তুমি করেছিলে পদাঘাত। এ বিষবৃক্ষ সেইদিনই রোপণ করা হয়েছে সুবুদ্ধি রায়, আজ সে শাখা-পল্লবে গজিয়ে উঠেছে। চলে এস। [আকর্ষণ]

সুবুদ্ধি। মা গৌড়েশ্বরি! অপরাধ মার্জ্জনা করলি না মা? সব ধর্ম্মের মানুষকে সমান অধিকার দিয়ে আমি কি তোর কাছে অপরাধ করেছি মা? অভিমানে তাই কি নদীর জলে মুখ লুকোলি? বেশ, আজ থেকে আমি ভুলে যাব মা ডাক। ওগো আমার

পূর্ব্ব পুরুষের তেত্রিশ কোটি দেবতা, তোমরা মুখ ঢাকো! যে হাতে হিন্দুত্বের দাবী নিয়ে তোমাদের ফুল জল দিয়েছি, সে হাত আর তোমাদের সেবা করবে না, আর তোমাদের প্রণাম করবে না।

নাজমা। সিরাজউদ্দিন, বিলম্ব করো না। যাও—নিয়ে যাও।

সুবুদ্ধি। শোন—শোন তুমি দর্পিতা নারী! আমি তোমাকে কন্যার মত ভালবাসা দিয়েছিলুম, কিন্তু তুমি আমার বুকে বাজ হেনেছ। যে দুরাকাঙ্ক্ষার জন্য আজ তুমি আমায় আঘাত করলে, সে আকাঙ্ক্ষা তোমার পূর্ণ হবে না। আমার বুকে তুমি শেল বিদ্ধ করেছ, তোমার দুরাকাঙ্ক্ষা তোমার মাথায় পাহাড় ছুঁড়ে মারবে।

সিরাজ। খোদা আর ভগবান! এবার তোমরা দুজনেই সাবধান হও—ঝড় আসছে।

[সুবুদ্ধি রায় সহ প্রস্থান।

নাজমা। ইতিহাস, লিখে নাও তোমার বুকে বাঙলার সুলতানী নাজমার নাম। নাজমা কূটকৌশলী—কুচক্রী। তার উচ্চাশা—আশমানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। সুলতানা রিজিয়ার মতই একদিন সে বাঙলার শাসনরশ্মি নিজের হাতে গ্রহণ করবে। হোসেনের সে বাঁদী হবে না। সে করবে শাসন। শাসন করতেই জন্মেছে নাজমা বেগম।

ছদ্মবেশে আফজল খাঁর প্রবেশ।

আফজল। সেলাম বেগমসাহেবা।

নাজমা। কে তুমি?

আফজল। চিনতে পারছ না? [ছদ্মবেশ খুলিয়া] এইবার দেখ ত, বোধহয় চিনতে পারবে।

নাজমা। আফজল খাঁ! তুমি এখানে কেন?

আফজল। কেন, জায়গাটা ত বেশ নির্জ্জন।

নাজমা। এখানে প্রবেশ করলে কি করে?

আফজল। সুড়ঙ্গ কেটে। সাতদিন ধরে গঙ্গার তীর থেকে প্রাসাদ পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ কেটেছি। ক্ষিধে পেয়েছে, ভ্রূক্ষেপ করিনি; পিপাসা পেয়েছে, মাটির রস নিঙড়ে খেয়েছি; ঘুম পেয়েছে চোখে আঙুল গুঁজে দিয়েছি; তবু তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করতেই হবে।

নাজমা। প্রাসাদ থেকে গারদখানায় এলে কি করে? কেউ তোমাকে বাধা দিলে না?

আফজল। বাধা দেবে আমাকে? হাঃ-হাঃ-হাঃ, তুমি ভুলে যাচ্ছ শেহ্রিনা যে, আমি দস্যু। আমাকে বাধা দেবে এমন প্রহরী আজও তামাম বাঙলায় জন্মায়নি।

নাজমা। আমার কাছে এসেছ কেন?

আফজল। আজ তোমার সঙ্গে একটা বোঝা পড়া করতে হবে।

নাজমা। কিসের বোঝা-পড়া?

আফজল। তুমি আমার কাছে কি কবুল করেছিলে, তা মনে আছে? সারা বাঙলায় আমি অত্যাচারের ঢেউ বহিয়ে দেব, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিচারে হত্যার তাণ্ডবলীলা সুরু করে দেব এই বাঙলার বুকে। ত্রাসিত বাঙালীরা ছুটে যাবে রাজার কাছে, রাজা তাদের রক্ষা করতে পারবে না; ফলে প্রজারা হবে বিদ্রোহী। রাজা সুবুদ্ধি

রায়ের স্থান হবে কারাগারে। আমি হব রাজা আর তুমি হবে আমার রাণী, আমার বেগম। কাজ শেষ, কিন্তু তুমি এ কি করলে শেরিনা? হোসেনকে তুমি সাদী করলে কি বলে?

নাজমা। সে যে আমার সঙ্গে আসনাই করেছে। তার মহব্বৎ আমায় পাগল করে তুলেছে। তার সেই তৃষ্ণাতুর চোখের দিকে চেয়ে পাথর গলে জল হয়ে গেল। তাকে আমি বিমুখ করতে পারলুম না।

আফজল। আর আজ যদি আমি তাকে হত্যা করি?

নাজমা। হত্যা করবে, কেন?

আফজল। তা না হলে তোমাকে পাচ্ছি কি করে?

নাজমা। আমাকে আর তুমি পাবে না আফজল, আমার আশা তুমি ত্যাগ কর।

আফজল। কেন?

নাজমা। যে শেরিনা তোমার কাছে কবুল করেছিল, তার মৃত্যু হয়েছে। এখন যার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছ, সে বাঙলার রাজ্ঞী নাজমা বেগম।

আফজল। শেরিনা! তুমিই কি সেই শেরিনা—শৈশবের খেলার সাথী, কৈশোরের বন্ধু, যৌবনের সহচরী?

নাজমা। না—না, আমি শেরিনা নয়; আমি নাজমা বেগম।

আফজল। বেগম তুমি আজ হয়েছ, আগে কি ছিলে তা কি একবার ভেবে দেখেছ? শুনেছি একই গ্রাম থেকে ওস্তাদ আমাদের দু'জনকে চুরি করে এনেছিল। তখন আমার বয়স দশ আর তোমার বয়স পাঁচ। ক্রমে আমরা বড় হয়ে উঠলুম, পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসলুম। একথা যেদিন সর্দ্দারের কানে গেল, সর্দ্দার সইতে

পারলে না, কারণ সে তোমাকে সাদী করবে ভেবেছিল। তাই সে আমার কাছে লড়াই চাইল, আমার হাতে সর্দ্দার খতম হল। আর তুমি পালিয়ে এসে বাঁদীর হাটে বিক্রি হলে।

নাজমা। তোমাকে সাদী করলে আমায় ডাকাতের বিবি বলত, রাজ্ঞী কেউ বলত না।

আফজল। আমি ত তোমাকে রাজ্ঞী করতেই চেয়েছিলাম শেরিনা, আমি রাজা হলে তুমি ত রাজ্ঞীই হতে। তুমি যদি বল— আমি এক লহমায় হোসেনকে খতম করে দেব।

নাজমা। আর আমিও পারি এই মুহূর্ত্তে তোমাকে কয়েদ করতে।

আফজল। শেরিনা!

নাজমা। বেরিয়ে যাও।

আফজল। তুমি যাবে না?

নাজমা। না—না। আমি বাঙলার রাজ্ঞী, একটা জঘন্য দস্যুর সঙ্গে যে এতক্ষণ কথা বলেছি, এই তার সৌভাগ্য; আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করলে আমি তোমাকে কয়েদ করতে বাধ্য হব। যাও— বেরিয়ে যাও।

আফজল। যেতে হয় আমি একা যাব না, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। তোমার সর্ত্ত পূর্ণ করতে আমি আমার ভাইকে হারিয়েছি। তোমার জন্য আমি জান কবুল করেছিলুম; আর সেই তুমি আজ আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে?

নাজমা। চোপরাও কমবক্ত।

আফজল। এ শয়তানী আমি ভুলব না শেরিনা! আমার সঙ্গে প্রতারণা করে তুমি যে হোসেনকে নিয়ে মজা লুটবে, আমি

তা হতে দেব না। তোমার সে মধুচক্র আমি ভেঙ্গে চুরমার করে দেব। প্রাসাদ থেকে তোমাকে পথে টেনে নিয়ে যাব, তবে আমার নাম হাবসী আফজল খাঁ।

নাজমা। কই হ্যায়?

আফজল। চুপ! চিৎকার করলে টুঁটি ছিঁড়ে নেব। সাতদিন সময় দিলুম, এই সাতদিনের মধ্যে বেছে নেবে—কাকে তুমি চাও। পাঠান হোসেন খাঁ—না হাবসী দস্যু আফজল খাঁকে। হোসেন খাঁকে চাইলে কবরে যেতে হবে। আর যদি আফজল খাঁকে চাও, তাহলে পাবে বহুৎ বহৎ মহব্বৎ।

নাজমা। আফজল খাঁ!

আফজল। এখন আমি যাচ্ছি। সাতদিন পরে আমার আমি আসবো। মনে থাকে যেন। সেলাম!

[প্রস্থান।

নাজমা। রক্ষি—প্রহরি—সিপাই! শয়তানকো পাকড়ো!

[প্রস্থান।

—ঃ০ঃ—

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। কাদম্বিনি! কাদম্বিনি! না, এত বেলা হল—এখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে! আমি যে রোদে শোলমাছ পোড়া হয়ে এলুম, সেদিকে খেয়াল নেই। মেয়ে জাতটাই এমনি স্বার্থপর। যতদিন না বিয়ে হয়, ততদিন শিবের মাথায় জল ঢেলে হাত হাজিয়ে ফেলে, আর যেই বিয়ে হয়ে যায়—আর স্বামীকে গ্রাহ্যই করে না। কাদম্বিনি! বলি ও গিন্নি!

কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদম্বিনী। এসেছ? এস এস প্রাণেশ্বর! আমার ফুল চন্দন যে শুকিয়ে গেল, তাড়াতাড়ি চল—তোমায় পূজো করব।

জনার্দ্দন। ঠাট্টা কচ্ছ?

কাদম্বিনী। ছিঃ, তুমি যে আমার দেবতা, আমার পরম গুরু—তোমায় কি ঠাট্টা করতে পারি?

জনার্দ্দন। শীগগির আমায় কিছু খেতে দাও, এখনি আবার রাজবাড়ী যেতে হবে।

কাদম্বিনী। উনুনের ছাই ছাড়া আর ত কিছু নেই প্রাণনাথ!

জনার্দ্দন। চুলোমুখী বলে কি?

কাদম্বিনী। বলছি তোমার মাথা। শুধু হাতে ঘরে ফিরলে কি বলে?

জনার্দ্দন। কেন?

কাদম্বিনী। যাবার সময় বলে দিলুম না—ঘরে কিছু নেই।

জনার্দ্দন। কেন নেই?

কাদম্বিনী। তুমি আনলে ত থাকবে?

জনার্দ্দন। তাও ত বটে।

কাদম্বিনী। পূজো করতে যাওনি?

জনার্দ্দন। কেন যাব না? পূজো করা হয়নি। মায়ের খাঁড়া ভেঙ্গে গেল। এই নাও—এগুলো রেখে দাও। [গামছায় জড়ানো সোনার খণ্ডগুলি দিল।]

কাদম্বিনী। [গামছা খুলিয়া] ও মা—এ যে সোনা গো! তুমি ঘরে আনলে কি বলে?

জনার্দ্দন। ঠাকুরের জিনিষ ত বামুনেরই প্রাপ্য।

কাদম্বিনী। খাঁড়া ভাঙলো কি করে?

জনার্দ্দন। পড়ে গিয়ে ভেঙে গেছে।

কাদম্বিনী। পড়ে গিয়ে ভেঙেছে—না তুমি ইচ্ছে করে ভেঙে ফেলেছ?

জনার্দ্দন। আঃ, চুপ কর না! কেউ শুনতে পাবে যে!

কাদম্বিনী। চুপ করব? ঠাকুরের জিনিষ তুমি ঘরে আনলে কি বলে? তোমার হাতটা একটু কাঁপলো না? রাজাকে ঠকাও, তা বলে ঠাকুরের সঙ্গেও ঠকবাজী!

জনার্দ্দন। আরে চুপ কর না।

কাদম্বিনী। তুমি যে মরেও জল পাবে না গো!

জনার্দ্দন। তুমি ত শান্তি পাবে? তাহলেই হল। এখন দয়া করে একটু চুপ কর ত গিন্নী!

কাদম্বিনী। এই জন্যই বামুনের পেটে অন্ন জোটে না। শেষে তুমি চুরি করতে গেলে?

জনার্দ্দন। তবে রে—এই খাঁড়া দিয়ে আজ তোকে—[খাঁড়া উত্তোলন]

ঘনশ্যামের প্রবেশ।

ঘনশ্যাম। খুন—খুন, কে কোথায় আছো, দিদিকে খুন করলে, বাঁচাও—বাঁচাও!

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলানাথ। বাঁচাও বাঁচাও বলে কে চিৎকার করলে?

জনার্দ্দন। মাথায় খুন চেপেছে। আজ আমি রক্তগঙ্গা হব।

ভোলানাথ। থাম—থাম, খুব হয়েছে, বলি ব্যাপার কি?

জনার্দ্দন। ব্যাপার গুরুতর। বলি তুমি ঘরে ঢুকলে কি বলে।

ভোলানাথ। কেন, অপবিত্র হয়ে গেছ না কি?

জনার্দ্দন। হব না? ব্যাটা ডোমের ছ্যানা—এই ছোঁড়া, গোবর জল নিয়ে আয়—জায়গাটা ধুয়ে দে?

ভোলানাথ। তুমি নিজেও একটু গোবর খাবে না? আমার সঙ্গে কথা বল্লে—এতে জাত গেল যে!

জনার্দ্দন। পাকামো করতে হবে না। যাও, বেরোও!

ভোলানাথ। জাত মানুষের সঙ্গে যায় না। তুমি মলে ছাই হবে, আমি মলে পাথর হব না। তবে কেন এত ঘেন্না? ভগবান আমার রক্ত লাল করেছে, তোমার ত সাদা করেন নি।

জনার্দ্দন। তা করবে কেন? মানুষের রক্তও লাল আর জন্তু

জানোয়ারের রক্তও লাল, তা বলে জানোয়ারকে কেউ ত আর মানুষ বলে না।

ভোলানাথ। আমরা কি জানোয়ারের চেয়েও অধম?

জনার্দ্দন। ক্রিমি কীটের চেয়েও অধম। বলি যাবে ত যাও না। মেয়েটির মাথাটা ত কাঁচা খেয়েছ, আবার বউটাকেও কি— বলি ওগো, ও ভালমানুষের মেয়ে! পর পুরুষের দিকে ফ্যাল-ফেলিয়ে চেয়ে থাকৃতে লজ্জা করে না?

[কাদম্বিনীর প্রস্থান।

ঘনশ্যাম। তুমি মানুষ না আর কিছু? মানুষ হলে এমন বেহায়া হয়?

জনার্দ্দন। চুপ কর। তুই শালাই ত চেঁচিয়ে ভীড় জমালি। কত লোক কত রকম মতলবে ঘোরে জানিস?

ঘনশ্যাম। আমার অত জানবার দরকার নেই।

জনার্দ্দন। কি করে বোঝাই বল ত? ওরে বাঁদর, তোর দিদির বয়সটা যে খারাপ। যাকে তাকে ঘরে ঢুকতে দিলেই হল?

ভোলানাথ। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ আর কি কেউ করেনি?

জনার্দ্দন। কি বল্লে?

ভোলানাথ। বলছি তোমার মাথা। এখন রাজবাড়ীতে চল, রাণীমা ডেকেছেন।

জনার্দ্দন। কেন?

ভোলানাথ। তুমি পূজো করে আসনি কেন?

জনার্দ্দন। দুবেলার পূজো এক বেলায় সারব।

ঘনশ্যাম। তুমি একবেলা না খেয়ে থাকতে পার? ভয় নেই, তুমি যাও। আমি তোমার ঘর পাহারা দিচ্ছি।

ভোলানাথ। রাণীমা কি বলেন শুনে আসবে চল।

জনার্দ্দন। আরে বাপু, এই ত কামার বাড়ী থেকে এলুম। বিশ্বাস না হয় এই দেখ! [খাঁড়া দেখাইল] কামার বাড়ী থেকে একেবারে শান দিয়ে এনেছি।

ভোলানাথ। তা ত বুঝলুম।

জনার্দ্দন। তবে চল। এই ছোঁড়া, সব দেখিস্।

ঘনশ্যাম। তোমাকে ভাবতে হবে না।

জনার্দ্দন। ভাবনায় যে আমার ঘুম হচ্ছে না। ওগো, জানলা-দরজাগুলো বন্ধ করে দাও। এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি মেরো না। কালি কৈবল্যদায়িনী মা! চল।

[ভোলানাথ সহ প্রস্থান।

ঘনশ্যাম। বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে। [উদ্দেশ্যে] দিদি! আমি নদীর চড়ায় ড্যাংগুলি খেলতে যাচ্ছি। সাবধানে থাকিস।

[প্রস্থান।

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সপ্তগ্রাম-প্রাসাদ।

মেদিনী রায়, ত্রিলোচন ও ভোলানাথের প্রবেশ।

মেদিনী। চিনতে পারেনি ত?

ত্রিলোচন। না। আমি তুর্কী প্রহরীর ছদ্মবেশে ছিলাম।

ভোলানাথ। মহারাজ স্নুবুদ্ধি রায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

ত্রিলোচন। হ্যাঁ। আমি তাঁকে উদ্ধার করতে চাইলুম, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না।

মেদিনী। কি বল্লেন?

ত্রিলোচন। বল্লে, হোসেন আমায় বন্দী করে সিংহাসন কেড়ে নিয়েছে, আর তুমি মুক্তি দিয়ে ধর্ম্মটা কেড়ে নিতে চাও?

মেদিনী। বল্লে না কেন যে, তুমি হিন্দু—তুমি বাঙালী।

ত্রিলোচন। বলেছিলুম, শুধু মুচকি হেসে আমার মুখের দিকে দেখলেন, কোন জবাব দিলেন না।

মেদিনী। তাহলে পারলে না, ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে?

ত্রিলোচন। ফিরে এলুম তোমাকে নিয়ে যেতে। তুমি পাশে না থাকলে আমি কোন কাজে ভরসা পাই না। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি; গঙ্গাতীরে আমাদের পাঁচখানা বজরা বাঁধা থাকবে, গভীর রাত্রে আমরা কারাগার আক্রমণ করব। প্রহরীদের হত্যা করব, তারপর রাজাকে উদ্ধার করে সোজা সাতগাঁয়ে চলে যাব।

মেদিনী। চুরি করে উদ্ধার করতে হবে?

ত্রিলোচন। শক্তি যেখানে কম, সেখানে ছলনার আশ্রয় ছাড়া উপায় কি রাজা?

ভোলানাথ। ছলনার প্রয়োজন হতো না—যদি নবদ্বীপের বুদ্ধিমন্ত, বারলক্ষের গোবর্দ্ধন দাস, কুলিন গাঁয়ের বসুবংশ, খেতুরের দত্তবংশ, সাতগাঁয়ের মেদিনী রায় এক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো ওই গৌড়ের বুকের উপর। তাহলে বাঙলায় পাঠান রাজত্বের স্বপ্ন একদিনেই ঘুচে ষেত।

মেদিনী। তা হবে না ভোলানাথ। যে দেশে ভায়ে ভায়ে মিল নেই, সে দেশে জাতির মিল হওয়া অসম্ভব। ভেবেছিলুম হিন্দু-রাজাকে বন্দী করে পাঠান সিংহাসন অধিকার করেছে, হিন্দুরা অন্ততঃ তা সহ্য করবে না। আমার আহ্বানে তারা সাড়া দেবে। কিন্তু সবই নিষ্ফল! মরে গেছে বাঙালী জাত।

গীতকণ্ঠে মাধবের প্রবেশ।

মাধব। **গীত।**

মরেনি বাঙালী,—মরেনি এখনো ওরে।
অহিংসা তারে আফিঙের মতো রেখেছে বেহুস করে॥
পরকাল ভেবে ইহকাল ভুলে
মালা জপে গুণে হাতের আঙুলে,
টিকি চৈতন ফোঁটা ও তিলকে দেশটা গিয়েছে ভরে॥
কঠিন আঘাতে করি সচেতন
কে খুলিবে তার মুদিত নয়ন,
ঘরের চালে যে আগুন লেগেছে, কে দেখাবে ক্ষণতরে॥

মেদিনী। মাধব?

মাধব। একি হল দাদা, দেশ যে বৈষ্ণবে ভরে গেল। কেউ আর অস্ত্র ধরতে চায় না।

ভোলানাথ। কি বলছে তারা?

মাধব। বলে—রাখে হরি মারে কে?

মেদিনী। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে দেশটা রসাতলে গেল। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ কত হিন্দুর মন্দির আর বৌদ্ধ বিহারের কঙ্কাল দিয়ে গড়া। দেশের অগণিত দেবালয় বিধর্ম্মীর কলুষিত স্পর্শে অপবিত্র হল। দেশের ধনরত্ন লুণ্ঠিত হল, দেব-বিগ্রহ ভগ্ন হল। তবু দেশের মানুষ জাগল না। এরা দেশকে পরের হাতে তুলে দিয়ে ধর্ম্মের জৌলুষ বাড়াতে চায়।

ভোলানাথ। পৃথিবী হাসবে, শত্রুর মুখোজ্জল হবে। নির্বিঘ্নে তাদের রক্তাক্ত শকট আমাদের বুকের উপর দিয়ে চলে যাবে, আমরা মরবো—আর দেশের লোক গদ্‌গদ্ হয়ে বলবে—হরের্নাম—হরের্নাম—হরের্নামৈব কেবলম্।

মাধব। বেনাপোলের যবন হরিদাস প্রতিদিন বহু লোককে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করছে। যে সব হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছিল, তারা আবার ইসলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করে হরিদাসের কাছে আশ্রয় নিচ্ছে।

ত্রিলোচন। মনসবদার সিরাজউদ্দিন এ বেয়াদবী সহ্য করতে না পেরে হরিদাসকে কারারুদ্ধ করেছে।

মাধব। যারা হরিদাসের শরণাপন্ন হয়েছিল, তাদের কাউকে হত্যা করেছে, কারোর হাত পা ভেঙ্গে দিয়েছে, কাউকে অন্ধ করেছে।

মেদিনী। একি নিষ্ঠুর অত্যাচার! এ অত্যাচার দমন করতে বাঙলার আর কেউ এগিয়ে না আসুক, সাতগাঁয়ের দুরন্ত ছেলের দল মুখ বুজে থাকবে না। তারা উল্কার বেগে ব্যাঘ্রের মত ছুটে যাবে, অত্যাচারীর টুঁটি টিপে ধরতে। সে নিয়েছে বাঙলার প্রাণ-মান-ধর্ম্ম, আর বাঙলার ছেলেরা নেবে তার মাথা।

মাধব। **গীত:**

তবে ওঠ, জেগে ওঠ,
বাঙলা মায়ের দামাল ছেলের দল।
হাতে থাক শুধু খোলা তলোয়ার, নয়নে ছুটুক অনলোৎসার,
এদিক ওদিক তাকাসনে আর সামনে তোরা এগিয়ে চল॥
মরতে যখন হবেই ভবে,
মিছে ভাবনার কাজ কি তবে,
পথের বাধা সরিয়ে দিয়ে শত্রুর মাথা চরণে দল॥

[প্রস্থান।

মেদিনী। জাগো বাঙালি, জাগো! দেশের বুকে যারা আগুন জ্বেলেছে, তাদের তাজা রক্তে বাঙলার মাটি সিক্ত হোক।

[প্রস্থান।

ত্রিলোচন। যে বিদেশী বাঙলার ওপর অত্যাচার করেছে বাঙলার মানুষ তাদের রক্তে নদী বহিয়ে দেবে।

[প্রস্থান।

ভোলানাথ। বাঙলার ধনসম্পদ যারা লুণ্ঠন করে, বাঙালী তাদের ক্ষমা করে না।

[প্রস্থান।

মদিরার প্রবেশ।

মদিরা। ভগবান, কি নির্ম্মম হাতে রচনা করেছ রাজকুমারীর

ভাগ্যলিপি ! সৌভাগ্যের জোয়ারে জন্মগ্রহণ করেও তাকে ভাটার টানে ছিদ্র পানসীর মত তীর খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে। তীর সে পেয়েছে, কিন্তু নোঙর ফেলার অধিকার ত নেই।

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। কে এখানে? রাজকুমারী মদিরা? এখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছো? মেদিনী রায় বুঝি প্রাসাদে নেই?

মদিরা। আছে, মন্ত্রণাকক্ষে পরামর্শ করছে।

জনার্দ্দন। তুমি যাওনি? শুনেছি তুমিই ত এখন তার প্রধান মন্ত্রণাদাতা।

মদিরা। কে বলেছে?

জনার্দ্দন। লোকে বলে, নইলে আমি কি করে জানবো!

মদিরা। যদি তাই হয় তাতে আপনার ক্ষতি কি?

জনার্দ্দন। কিছু না—কিছু না। কথা-বার্ত্তা পাকাপাকি হয়ে গেছে ত?

মদিরা। কিসের কথা-বার্ত্তা?

জনার্দ্দন। তোমাদের বিয়ের গো। তুমি ত আর ঝমুনের মেয়ে নও যে, অন্য জাতের ছেলেকে ভালবেসে আত্মহত্যা করতে যাবে। তুমিও কায়স্থ, মেদিনী রায়ও কায়স্থ। সমাজের কোন বাধাই নেই। শুধু বাপটাই যা ম্লেচ্ছ। তাতে আর হয়েছে কি? কলিকালে অমন কত হয়।

মদিরা। কি বলতে চান?

জনার্দ্দন। হোসেন খাঁ নাকি তোমায় সাদী করতে চেয়েছিল, আর তুমি তার পিঠে চাবুক মেরেছ? কেন, গায়ে হাত-টাত দিয়েছিল বুঝি?

মদিরা। বেরিয়ে যান।

জনার্দ্দন। নিজের চোদ্দপুষকে ত নরকস্থ করেছে, এদের মাথাগুলো না খেলে কি চলছে না?

মদিরা। আপনার মাথার চুলগুলোও ত সাদা হয়ে গেছে, আর কটাদিন না বাঁচলে কি চলবে না?

জনার্দ্দন। হারামজাদী বলে কি?

মদিরা। বলতে আর পারছি কই? ধর্ম্ম আর সমাজের দোহাই দিয়ে অনেক নারীকে তার স্বামীর বুক থেকে টেনে এনে বিপথে পাঠিয়েছেন, অনেক মেয়েকে তার বাপ-মায়ের কাছ ছাড়া করে পাপের পঙ্কে ডুবিয়ে দিয়েছেন। আপনাদের নিষ্ঠুর আঘাতে সনাতন ধর্ম্ম আজ জীর্ণ হয়ে গেছে।

জনার্দ্দন। ছুঁড়ির বড় তেজ! তবু যদি মোছলমানে না খেদিয়ে দিত।

মদিরা। কি বলব আপনি ব্রাহ্মণ, নইলে—

জনার্দ্দন। নইলে কি?

মদিরা। ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতুম।

জনার্দ্দন। কি, এতবড় স্পর্দ্ধা! আমাকে মারবে ঝাঁটা? হারামজাদীকে আমি খড়ম-পেটা করব।

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলানাথ। খবরদার! পুরোহিত বলে এত ক্ষমতা হয়নি যে, রাজপ্রাসাদের মধ্যে মহিলার অসম্মান করবে।

জনার্দ্দন। কেলো ডোমের ব্যাটা ভেলো ডোম?

ভোলানাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে ব্রাহ্মণকুলে

জন্মেছেন। মনটা উঁচু করুন; নইলে এবার মুচির জুতোই মাথায় তুলতে হবে।

জনার্দ্দন। ডোমের ছ্যানা, ভাগ্যগুণে রাজবাড়ীতে ঠাঁই পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিস্? তোর সর্ব্বনাশ হবে।

ভোলানাথ। আর কি সর্ব্বনাশ করবে? তোমাদের সর্ব্বনাশের ঠ্যালায় দেশ ত উজোড় হয়ে গেল।

জনার্দ্দন। কি বললি ছোটলোক?

ভোলানাথ। ক্ষতি ছাড়া কারো ভাল করেছ কোনদিন? পরের সর্ব্বনাশ করে এমন অভ্যাস হয়েছে যে নিজের মেয়েটাকে পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়ে মারলে। অপরাধ—সে বিধবা, ডোমের ছেলের সঙ্গে দুটো কথা বলেছিল। এখনও ফের। লোক দেখান ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে দেশটাকে রসাতলে পাঠিও না।

জনার্দ্দন। তার আগে তোদের ব্যবস্থা কচ্ছি। তোর জন্যই মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে। রাজার কাছেও বিচার পাইনি। দেশে আগুন জ্বলছে, প্রাসাদটা কবে ছাই হবে তার দিন গুণছি। মা ভবানি, আমি তোর পায়ে ফুল জল দিয়ে এই প্রার্থনা কচ্ছি—ব্রাহ্মণের মুখ রাখিস মা—ব্রাহ্মণের মুখ রাখিস্।

[প্রস্থান।

মদিরা। ভোলানাথ।

ভোলানাথ। বলুন রাজকুমারি।

মদিরা। রাজা কোথায়?

ভোলানাথ। গৌড়যাত্রার আয়োজন করছেন।

মদিরা। গৌড়যাত্রার প্রয়োজন নেই, রাজাকে ফিরতে বল।

ভদ্রাবতীর প্রবেশ।

ভদ্রাবতী। কেন মা? মেদিনীকে ফিরতে বলছো কেন?

মদিরা। আমার জন্য কাউকে বিপন্ন করতে চাই না! আমি গৌড়েই ফিরে যাব।

ভদ্রাবতী। সেখানে গেলে হোসেন ত তোমায় ছাড়বে না মা, হারেমে ধরে নিয়ে যাবে।

মদিরা। আমার ভাগ্যলিপি যদি আমায় মুসলমানী করে থাকে, তাহলে আপনারা হাজার চেষ্টা করেও তা খণ্ডন করতে পারবেন না।

ভদ্রাবতী। এখানে বুঝি তোমার ভাল লাগছে না মা?

মদিরা। এত ভাল আর কোথাও লাগেনি মা। ছোটবেলা থেকে মাতৃহারা আমি, মায়ের স্নেহ যে কি, তা কোনদিন অনুভব করিনি এখানে এসে তা বুঝতে পাচ্ছি। সরস্বতী নদীর জলোচ্ছ্বাস আমায় দেখে নৃত্য করে, তার নাচ দেখতে দেখতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। পাখীরা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। চাঁদের জোছনা আমার গায়ে মুক্তো ছড়ায়। একে ছেড়ে যেতে প্রাণ কাঁদে, তবু যেতে হবে।

ভোলানাথ। যেখান থেকে একদিন চোরের মত চলে এসেছেন দুদিন পরে সেখানেই যাবেন মাথা উঁচু করে।

[প্রস্থান।

ভদ্রাবতী। মাথা নীচু করে আমরা তোমাকে যেতে দেব না। তুমি রাজা সুবুদ্ধি রায়ের কন্যা বলে নয়, তুমি বাঙলার মেয়ে, এই তোমার একমাত্র পরিচয়।

মদিরা। আমাকে আশ্রয় দিয়ে আপনারা বিপদকেই ডেকে আনছেন মা! হোসেন খাঁ শক্তিমান, তার সঙ্গে পেরে উঠবেন না।

ভদ্রাবতী। মরব, তবু আশ্রিতকে ত্যাগ করব না।

মেদিনী রায়ের পুনঃ প্রবেশ।

মেদিনী। আবার বল মা, আবার বল। মরব তবু আশ্রিতকে ত্যাগ করব না।

ভদ্রাবতী। এসেছ মেদিনী? ভালই হয়েছে। শোন, পাগলী মেয়েটা কি বলছে শোন।

মেদিনী। শুনেছি মা, ভোলানাথ আমায় সব কথাই বলেছে। গৌড়ে ফিরে যাবে মদিরা? আর কটা দিন অপেক্ষা কর। একটা সংবাদ অন্ততঃ নিয়ে যাও, মেদিনী রায়ের জয় কিংবা মৃত্যু।

মদিরা। রাজা!

মেদিনী। ওকি, চমকে উঠলে কেন?

মদিরা। মা!

ভদ্রাবতী। আমাকে আর ওর মধ্যে টেনো না বাছা, যে সঙ্কল্প করেছ, তা প্রত্যাহার কর। আমি যাই, আমার আবার আহ্নিকের সময় হয়ে এল।

[প্রস্থান।

মেদিনী। হোসেন খাঁ শক্তিমান, তাকে জয় করা আমার মত ভেতো বাঙালীর পক্ষে সম্ভব নয়; মৃত্যু আমার অনিবার্য্য। মরণটা নিজের চোখে দেখবে না?

মদিরা। ঘাট হয়েছে। গৌড়ে ফিরে যাবার কথা আর এক দিনের জন্যও বলবো না, অপরাধ মার্জ্জনা কর।

মেদিনী। হাঃ-হাঃ-হাঃ। সত্য বলছো? [হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিল]

মদিরা। সত্য—সত্য—সত্য! হয়েছে ত? নাও—হাত ছাড়। কেউ দেখে ফেল্লে অন্য কিছু ভাববে।

মেদিনী। মদিরা! আমার এই যাত্রাই যদি শেষ যাত্রা হয়, তাহলে তুমি কি করবে?

মদিরা। ও কথা বলে আর আমায় দুঃখ দিও না। তোমরা পুরুষ, আমাদের দুঃখ দিয়ে তোমরা আনন্দ পাও, তবু আমার অনুরোধ, ও কথা আর বলো না।

মেদিনী। তবে আমায় বিদায় দাও।

মদিরা। বিদায় দেব আমি? না। মা ভবানীর মন্দিরে চল; মাকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ফুল তোমার সঙ্গে দিয়ে দিই।

মেদিনী। আর খানিকটা মাটির চাঁই দেবে না? যা আমায় বর্ম্মের মত ঘিরে রাখবে!

মদিরা। ঠাট্টা হচ্ছে? ঠাকুর দেবতা নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই; চল।

মেদিনী। যথাদেশ দেবি!

[উভয়ের প্রস্থান।

—:*:—

তৃতীয় দৃশ্য।

দরবার।

সিরাজউদ্দিন ও সনাতন মিশ্রের প্রবেশ।

সিরাজ। মেদিনী রায় তাহলে জাঁহাপনার প্রস্তাবে সম্মত হন নি ?

সনাতন। না উজির।

সিরাজ। কি বলেছে ?

সনাতন। বলেছে, বিদেশীর গোলামীর চেয়ে মরাও ভাল।

সিরাজ। এত দর্প ?

সনাতন। বীর বলেই তার এ অহঙ্কার।

সিরাজ। সেটা মুখে, আসলে সে তলোয়ার ধরতে জানে না।

সনাতন। তা বটে। তবে সেবার তোমার পা দু'টো বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

সিরাজ। বে-কায়দায় ধরে ফেলেছিল তাই, নইলে মাথাটাই উড়িয়ে দিতুম।

সনাতন। তা ঠিক, তবে ত্রিবেণীর মুকুন্দ ঘাটে মাথা নেড়া করে গাধার পিঠে চড়িয়েছিল, সেটাকে কেমন করে বে-কায়দা বলবে ?

সিরাজ। সে অপমান আজও আমি ভুলিনি উজিরসাহেব। যদি

দিন পাই, শয়তানের বাচ্ছাকে আমি উপযুক্ত শাস্তি দেব। বেকুব জানে না যে, কার গায়ে সে হাত দিয়েছে। তার ভিটেমাটি আমি চাটি করবো, তবেই আমার নাম সিরাজউদ্দিন খাঁ!

সনাতন। কেন? সে তোমার কি পাকা ধানে মই দিয়েছে? কেন তাকে যেচে অপমান করতে গিয়েছিলে?

সিরাজ। অপমান! আমি তার গায়ের চামড়া তুলে নিয়ে মশক বানাব, নইলে আমি—

হোসেন শার প্রবেশ।

হোসেন। মুসলমান নই! তাই না সিরাজউদ্দিন?

সিরাজ। ঠিক তাই জাঁহাপনা। শয়তানের বাচ্ছাকে আমি—

হোসেন। জাঁহান্নামে পাঠাবে—এই ত! জাঁহান্নামের পথ চেন সিরাজউদ্দিন?

সনাতন। জাঁহাপনা!

হোসেন। উজির সাহেব তাহলে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছেন? মেদিনী রায়কে রাজী করাতে পারলেন না?

সনাতন। না জনাব।

সিরাজ। সে নাকি আপনাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিয়েছে? কুকুর লেলিয়ে দেয়নি ত?

সনাতন। মানুষ দেখলে কুকুর তাড়া করে না।

সিরাজ। উজির সাহেব!

হোসেন। আস্তে মনসবদার! চীৎকার করলে নিজের গলাটাই কাটবে, উজির সাহেবের মুখে চাবি দেওয়া যাবে না।

সিরাজ। হিন্দুর এ বেয়াদবী আপনি সহ্য করতে বলেন?

হোসেন। বলি। হিন্দুরা যদি মুসলমানের কসুর মাফ করে, তাহলে মুসলমানই বা কেন হিন্দুর বেয়াদবী সহ্য করবে না?

সিরাজ। এ মুসলমানের রাজত্ব; এখানে হিন্দুদের কিসের অধিকার জাঁহাপনা?

হোসেন। হিন্দু বলেই তার অধিকার। হিন্দুর লীলাভূমি এই হিন্দুস্থানে আমি অনধিকার প্রবেশ করে তার বুক লক্ষ্য করে অস্ত্র তুলে ধরেছি, তবু তারা কথা কয়নি।

সিরাজ। হিন্দুরা দুর্ব্বল জাঁহাপনা, তাই তারা প্রতিবাদ করে না।

সনাতন। এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়েই কি মহারাজ সুবুদ্ধি রায়কে মুসলমান করেছ?

হোসেন। যার রাজ্য তাকে করেছ বন্দী। ধর্ম্মটা নিয়ে কারাগারে অশ্রু বিসর্জ্জন করছিল, তাও তোমাদের সইলো না? হাজার হাজার হিন্দুকে কলমা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়েছ, এই একটা লোককে না হলে কি তোমাদের চল্‌তো না? আজ যদি ছ'কোটি হিন্দু এক হয়ে কৈফিয়ৎ চায়, কে দেবে জবাব? নবাব হোসেন শা, না মনসবদার সিরাজউদ্দিন খাঁ?

সিরাজ। জবাব নেবে কে?

সনাতন। হিন্দুর পক্ষ থেকে আমিই নেব জবাব।

সিরাজ। চলুন, মসজিদে গিয়ে জবাব দেব।

সনাতন। জাঁহাপনা!

হোসেন। জাঁহাপনা নয়। সাধ করে দস্যুকে ঠাঁই দিয়েছেন, আজ যদি সে আপনার সর্ব্বস্ব হরণ করে, তার জন্য আপনারাই

দায়ী। সিঁদ কেটে যারা আপনার ঘরে ঢুকেছে, আপনি তাদের মাথা কেটে নিন।

সিরাজ। সে কি জাঁহাপনা! আপনি মুসলমান হয়ে মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে উত্তেজিত করছেন?

হোসেন। প্রকৃত মুসলমান যদি আমি হতুম সিরাজউদ্দিন, তাহলে বহু পূর্ব্বেই আমি তোমায় জ্যান্ত কবর দিতুম।

সিরাজ। বাঙলায় আপনার রাজত্ব তাহলে আর বেশীদিন নয় জনাব।

গীতকণ্ঠে প্রহরিবেষ্টিত হরিদাসের প্রবেশ।

হরিদাস। গীত :

কে আছ হিন্দু, কে আছ মুসলমান।
সবাই মানুষ, সবাই এক সমান॥
একই বিধাতা গড়েছে সবারে;
সবাই রয়েছে একই আধারে,
একই রবিশশী সকলে সমান আলোক করে যে দান॥

হোসেন। হজরত, আপনি হিন্দু না মুসলমান?

হরিদাস। আমি হিঁদুও নই, মুসলমানও নই, আমি হরিদাস।

সিরাজ। তোমার ধর্ম্ম কি পুতুল পূজো?

সনাতন। আর তোমার ধর্ম্ম কি সিরাজউদ্দিন, শুধু হিন্দুর ঘর পোড়ানো?

সিরাজ। আপনি চুপ করুন।

সনাতন। কেন? রাজার সঙ্গে প্রজার কথা, তার মধ্যে তুমি কথা বলবার কে?

সিরাজ। আমি মুসলমান, আমার ধর্ম্ম নিয়ে আমি মাথা ঘামাবো, না—ঘামাবেন আপনি?

হরিদাস। ওগো, মাথা তোমাদের কাউকেই ঘামাতে হবে না, যার মাথা সেই ঘামাচ্ছে। তোমরা মিছে দাপাদাপি করছো। আমার হরি আমাদের মনের অন্ধকার দূর করবার জন্যে দু'টো আলো জ্বেলে রেখেছেন, চন্দ্র আর সূর্য্য! পাছে আমরা আলোকিত হয়ে উঠি, তাই হিংসুক পৃথিবী কেবলই ঘুরে মরছে; ঘোরার তার শেষ নেই। তই বলি—যে খুঁটিটা ধরেছ তাকে শক্ত করে ধর। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মাথায় মেরো না।

হোসেন। বাঃ, সুন্দর যুক্তি! তবু লোকে আপনাকে পাগল বলে হজরৎ?

হরিদাস। পাগল হতে আর পাচ্ছি কই? হলে ত সর্ব্বক্ষণ তার চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতুম। হরি আমায় পাগল করছে কই?

সিরাজ। জাঁহাপনা, যার তার সঙ্গে আপনার এই বাক্যালাপ—

হোসেন। সহ্য হচ্ছে না? মনসবদার সিরাজউদ্দিন কি পছন্দ করেন আর কি করেন না, তাই নিয়ে নবাব হোসেন শা' মাথা ঘামায় না। আমি জিজ্ঞাসা করছি, তুমি এঁকে শৃঙ্খলিত করেছ কেন?

সিরাজ। এ কাফের। মুসলমান হয়ে হিন্দুর ঠাকুর পূজো করে।

হোসেন। হু?

সিরাজ। আমাদের বহু মুসলমানকে ও বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা দিয়েছে।

সনাতন। তুমিও ত জোর করে কত হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়েছ, কই—তোমাকে ত কেউ বাঁধছে না?

হোসেন। ধর্ম্ম মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ। ভালবেসে যে যে ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হবে, তাতে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু জোর করে কেউ যদি কাউকে ধর্ম্মান্তরিত করে, তার শাস্তি আমি মুকুব করলেও খোদা সইবে না। যাও সিরাজউদ্দিন! বাইশ বৈঠার বজরায় সাধক ঠাকুরকে বেনাপোলে পৌঁছে দাও।

সিরাজ। [স্বগত] বাইশ বৈঠার বজরায় পৌঁছে দেব, না বাইশ বাজারে কশাঘাত করবো? [প্রকাশ্যে] জাঁহাপনা, কাফেরের কোন শাস্তি হবে না?

হোসেন। ওকে শাস্তি দিলে খোদার কাছে আমায় শাস্তি নিতে হবে সিরাজ। আমার হাফেজ বলেছে—"শোলয়ে ইশক লগা আগ না দিলমে মেরা, ইয়ে হ্ তো আল্লাহ্ ক্যা ঘ্যর হ্যায়, কিশী দুষমনকা নহাঁ।" যান হজরৎ, [বন্ধনমোচন] আপনি মুক্ত! অপরাধ যা হয়েছে তার জন্য আমায় মার্জ্জনা করবেন।

হরিদাস। অপরাধী ত আমরা সকলেই। ঈশ্বর আমাদের সাধনতীর্থ মর্ত্ত্যধামে পাঠিয়েছেন সাধনা করবার জন্য। আমরা তা না করে নিজেরাই কামড়াকামড়ি করছি। গাছের ফল গাছেই রয়ে গেল, অমৃতের স্বাদ পাচ্ছি কই। কামনা করি, ঈশ্বর আমাদের সে স্বাদের অধিকারী করুন।

গীত।

মরমে হামারা রাজত তুম্হে গুণমণি হে।
ধন্য করত নয়ন যুগল পরশ তুম্হে দানি হে।
কহত মধুর মধুর ভাষ,
বহুত হামে পিয়াব আশ
অভিলাষ পুরাওয়ে হামারা দরশ দিখাও নীলমণি হে॥

[প্রস্থান।

সিরাজ। জনাব! একে ছেড়ে দিলে বাঙলায় ইসলাম ধর্ম্ম বলতে আর কিছুই থাকবে না।

হোসেন। তবু ওকে শাস্তি দিতে পারবো না সিরাজ, আমি যে খোদার খিদমদ্‌গার; ধর্ম্মের মুখ চেয়ে খোদার গায়ে আঘাত দিতে পারবো না। আমি শুধু মুসলমান নই, আমি যে নবাব।

সনাতন। দেখবেন জাঁহাপনা, রাজার কর্ত্তব্য পালন করতে গিয়ে প্রজাদের মাথায় যেন বাজ হানবেন না।

[প্রস্থান।

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। জাঁহাপনার জয় হোক!

হোসেন। মূর্খ ব্রাহ্মণ, যে রাজ্যে প্রজারা নিগৃহীত, প্রাণ, মান, ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত, সে রাজার মঙ্গলকামনা করতে নেই। বল, তার ধ্বংস হোক।

সিরাজ। কি বলতে এসেছ?

জনার্দ্দন। আমি বিচারপ্রার্থী।

হোসেন। কিসের বিচার ব্রাহ্মণ? কেউ তোমায় ধর্ম্মচ্যুত করেছে? কলমা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়েছে? তা যদি হয়, তার বিচার আমার কাছে পাবে না। বিচার যদি পেতে চাও—এই ভদ্রলোককে ধর, ইনি হিন্দুর ত্রাণকর্ত্তা, মুসলমানের পীর।

সিরাজ। কি অভিযোগ তোমার?

জনার্দ্দন। হুজুর, আমি সাতগাঁয়ের রাজা মেদিনী রায়ের কুল-পুরোহিত।

হোসেন। পুরোহিত! পরের হিতে যারা আত্মনিয়োগ করে?

সিরাজ। তারপর। মেদিনী রায় তোমায় কি অপমান করেছে?

জনার্দ্দন। মেদিনী রায় নয়, গৌড়ের রাজকুমারী মদিরা; অকারণ সে আমায় প্রহার করেছে।

হোসেন। অর্থাৎ ঝেঁটিয়ে দিয়েছে।

সিরাজ। কোথায় মদিরা?

জনার্দ্দন। সপ্তগ্রামে মেদিনী রায়ের প্রাসাদে।

সিরাজ। ও, তাই বুঝি মেদিনী রায় জাঁহাপনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, তাই সে রাজশক্তিকে অগ্রাহ্য করতে চায়। কই উজির সাহেব ত বল্লে না কিছু?

জনার্দ্দন। বলবে না হুজুর।

সিরাজ। কেন, স্বধর্ম্মপ্রীতির জন্য?

হোসেন। এবার ধর্ম্ম তার রসাতলে গেল, কি বল সিরাজউদ্দিন? এমন খোস খবরটা সে অনায়াসে দিতে পারতো। আচ্ছা ব্রাহ্মণ, তোমাদের রামায়ণে আছে, লঙ্কারাজ্য ধ্বংস হয়েছিল কার সাহায্যে যেন?

জনার্দ্দন। ঘরশত্রু বিভীষণের।

সিরাজ। জাঁহাপনা!

হোসেন। কি, ফৌজ সাজাতে বলবো?

সিরাজ। এতবড় স্পর্দ্ধা এই মেদিনী রায়ের যে জাঁহাপনার বিরুদ্ধাচরণ করতে চায়?

হোসেন। আমার কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকেই ত আমার বিরুদ্ধাচরণ করে সিরাজউদ্দিন, এখনও তাদের নিঃশ্বাস আমার গায়ে লাগছে।

জনার্দ্দন। আবার বলে কিনা—নবাব হোসেন শা'কে আমি ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো।

হোসেন। রাজকুমারী তোমার মাথায় ঝাঁটা মেরেছে, কিন্তু মেদিনী রায় তোমার কি করেছে ব্রাহ্মণ?

জনার্দ্দন। তার কাছে বিচার পাইনি।

হোসেন। দোষ তাহলে বিচার না করার? আমার বিচারে সে যদি ধ্বংস হয়, তুমি সইতে পারবে?

জনার্দ্দন। পারব।

হোসেন। আচ্ছা, রাজকুমারী মদিরাকে যদি ধরে এনে সাদী করি, পারবে তুমি সইতে?

জনার্দ্দন। সে ত মোসলমানী হয়েই আছে জাঁহাপনা, হিন্দুর খোলস পরে আছে মাত্র।

হোসেন। যদি মুসলমানের সাদীতে তোমায় পৌরোহিত্য করতে বলি?

জনার্দ্দন। তা কি করে হবে জাঁহাপনা, আমি যে হিন্দু!

সিরাজ। তখন আর হিন্দুত্ব থাকবে না।

জনার্দ্দন। [স্বগত] এ ব্যাটা বলে কি!

হোসেন। কি, ভয় হচ্ছে? সিরাজউদ্দিন! ব্রাহ্মণ জীবনভোর ভগবানকে ডেকে মাথার চুল সাদা করে ফেলেছে, তবু তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পারেনি; তাই হিন্দু হয়ে হিন্দুর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছে। তোমার হিসেবের খাতায় এ ব্রাহ্মণের নামটাও জুড়ে দিও। ভগবানকে ডেকে আর কাজ নেই,—ভদ্রলোককে এবার খোদার দরগায় পৌঁছে দাও।

জনার্দ্দন। একি বিচার জাঁহাপনা?

হোসেন। এ খোদা আর ভগবানের বোঝাপড়া; আমি ক্ষুদ্র

মানুষ, আমি তার কি বিচার করবো ব্রাহ্মণ? বিচার যদি পেতে চাও, ত খোদার দরবারে নালিশ জানাও।

[প্রস্থান।

জনার্দ্দন। হায়-হায়, কেন মরতে গৌড়ে এসেছিলাম।

সিরাজ। এসে তুমি ভালই করেছ ব্রাহ্মণ।

জনার্দ্দন। ভাল আর হল কই? মরি দুঃখ নেই। কিন্তু ধর্ম্মই যদি যায় কি নিয়ে বাঁচবো আমি?

সিরাজ। মরতে হবে না ব্রাহ্মণ। আর ধর্ম্মও তোমার যাবে না—যদি রাজকুমারী মদিরাকে গৌড়ে নিয়ে আসতে পার। বল, পারবে?

জনার্দ্দন। চেষ্টা করে দেখবো।

সিরাজ। চেষ্টা নয়, এ কাজ তোমাকেই করতে হবে। নইলে ধর্ম্ম ত যাবেই, প্রাণটাও থাকবে না। [প্রস্থান।

জনার্দ্দন। বুড়ো বয়সে প্রাণটাও বে-ঘোরে যাবে?

আফজল খাঁর প্রবেশ।

আফজল। যেতে দেবে কেন? বুদ্ধি খরচ করলেই সবদিক রক্ষা পাবে। একা না পার, আমাকেও সঙ্গে নাও।

জনার্দ্দন। কে তুমি? কেন আমার সাহায্য করতে চাইছ?

আফজল। কারণ—আমরা দুজনেই এক পথের পথিক। রাজকুমারী তোমাকে করেছে অপমান আর আমার ভাইকে করেছে হত্যা। আমি তার চরম প্রতিশোধ নেব। চলে এস, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করো না। নদীর ঘাটে বজরা বাঁধা আছে।

জনার্দ্দন। চল।

আফজল। মিথ্যাকে সত্য করে সাজাতে পারবে ত? তাহলেই হবে। মেদিনী রায় এখন সৈন্য নিয়ে রামকেলীতে! এই সুবর্ণ-সুযোগ, এ সুযোগ হারালে প্রাণটা তোমার বে-ঘোরে যাবে ঠাকুর।

জনার্দ্দন। আর বিলম্ব নয়। কালী কৈবল্য দায়িনী, রক্ষা করিস মা, রক্ষা করিস।

[প্রস্থান।

আফজল। সুন্দরী শেরিনা! তোমার রূপে আমি পাগল হয়েছি সত্য, এবার আমিও তোমাকে পাগলিনী করব।

[প্রস্থান।

—ঃ০ঃ—

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

নাজমার প্রবেশ।

নাজমা। মরার পর তবে ত বেহেস্ত? বেঁচে থেকে কে তার চিন্তা করে? না, বাঙলার দানাপানি খেয়ে সুলতান বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। একে নিয়ে আর রাজত্ব করা চলে না।

আব্বাসের প্রবেশ।

আব্বাস। তবে তাঁকে তালাক দিচ্ছেন না কেন?

নাজমা। তোকে সব কথায় কান দিতে কে বলেছে বেয়াদব?

আব্বাস। বলবে আবার কে? আমি কি কান দিই, কানে আপনি আসে।

নাজমা। তোকে নিয়ে কি করবো বলতে পারিস?

আব্বাস। কোতল করুন!

নাজমা। তুই যে মুসলমান?

আব্বাস। তাতে আর কি হয়েছে? বেহেস্তে যেতেন, আমাকে মেরে না হয় দোজাকেই যাবেন। সবাই ত বেহেস্তে যেতে চায়, দু'একজন দোজাকে না গেলে চলবে কেন?

নাজমা। তুই যা না!

আব্বাস। আমি যে বাঙালী। আমাদের জন্য ত দোজাক খোলা থাকবে না। আর বেহেস্তের পথও বন্ধ। বাঙলার মাটিতে জন্মেছি, মরে এই বাঙলার মাটিতেই থাকতে হবে হুজরাইন্।

নাজমা। বাঙলা আর বাঙালীর ওপর যদি তোর এতই দরদ তবে পাঠানের গোলামী করছিস কেন?

আব্বাস। মরতে। বিদেশীরা বাঙালীকে মারতেই আসে, বাঙালীর জন্যে মরতে কেউ চায় না।

নাজমা। আব্বাস!

হোসেন শার প্রবেশ।

হোসেন। মেজাজ-শরিফ বেগম?

নাজমা। তুমি কি আমার কোন কথা শুনবে না নবাব?

হোসেন। কে বল্লে? তুমি একে গুরু, তার উপর জরু, তোমার কথা না শুনলে জাহান্নামেও যে আমার ঠাঁই হবে না।

নাজমা। মস্করা রাখ! রাজকুমারীকে ধরে আনছো কবে?

হোসেন। দিনস্থির এখনও করিনি। তবে রাজকুমারীকে নিয়ে কি করবে তা ত বল্লে না বেগম!

নাজমা। আমি তার মুখে লাথি মারবো।

আব্বাস। সাপের মুখে লাথি মারলে সাপ যদি আপনাকে কামড়ে দেয় হুজরাইন্?

হোসেন। বিষের জ্বালায় জ্বলে মরবে যে।

নাজমা। তাকে আনবে কি না আমি জানতে চাই।

হোসেন। নিশ্চয় আনবো। তবে বিষধর ফণিনী সে, তাই তাকে ধরে আনতে হলে চাই ওস্তাদ সাপুড়ে। কাকে পাঠাই বল ত বেগম?

নাজমা। কেন, আসগার আলি!

আব্বাস। আসগার আলি ত ভেক, তাকে যদি উদরস্ত করে?

নাজমা। জানি না। আসল কথা—আমি রাজকুমারীকে চাই।

আসগার আলির প্রবেশ।

আসগার। রাজকুমারীকে আপনার প্রয়োজন?

নাজমা। সে কৈফিয়ৎ কি তোমাকে দিতে হবে সিপাহশালার।

আসগার। পালিয়ে যে বাঁচতে চায়, তাকে জোর করে ধরে আনতে চান কেন? তিনি ত আপনার কোন অনিষ্ট করেন নি।

আব্বাস। ফিরে এসে ছোবল দিতেও ত পারে।

[প্রস্থান।

আসগার। জাঁহাপনা!

হোসেন। আমাকে নয়; যা বলার আছে বাঙলার দণ্ড মুণ্ডের মালেক সুলতানী নাজমার কাছে নিবেদন কর।

আসগার। আপনি তবে কে জাঁহাপনা?

হোসেন। পুতুল।

আসগার। পুতুলকে আমরা সিংহাসনে বসতে দেব না। যন্ত্রীর হাতের যন্ত্রের মত আপনি যদি পরিচালিত হন, তাহলে সে যন্ত্রকেও আমরা ভেঙ্গে চুরমার করে মাটিতে মিশিয়ে দেব।

নাজমা। আসগার আলি!

আসগার। রাজ্য নিয়েছেন, শান্তিতে প্রজাপালন করুন। অকারণ তাদের চোখরাঙাবেন না। আপনি তাদের এক আঙ্গুল দেখালে, তারাও ছু' আঙ্গুল দেখাতে জানে।

নাজমা। সিপাহশালারের কাজ রাজনীতি চর্চ্চা নয়, যুদ্ধ। এ কথা যদি এখনও না বুঝে থাকেন, জাঁহাপনা তাকে চাবুকের ঘায়ে বুঝিয়ে দিন!

আসগার। কটা চাবুক আছে বেগমসাহেবা? ক'জনকে আঘাত করবেন? বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে আজ হাজার হাজার লাঠি পাকানো হচ্ছে। একসঙ্গে ছ'কোটি লাঠির জবাব কি দিয়ে দেবেন বেগম সাহেবা?

নাজমা। তোপের মুখে দেব তার জবাব।

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে কোলাহল]

আব্বাসের পুনঃ প্রবেশ।

আব্বাস। হুজুর! হাজার হাজার লোক দখল দরজায় জমায়েৎ হয়েছে।

হোসেন। কি চায় তারা?

আব্বাস। বলছে—পাঠান-দস্যু হোসেন খাঁকে আমরা মানি না, আমরা রাজা সুবুদ্ধি রায়কে চাই।

হোসেন। এই কথা বলেছে? তুমি শুনে এলে আব্বাস?

আব্বাস। হ্যাঁ হুজুর! তাদের কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে বর্শা, কেউ কেউ তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

[প্রস্থান।

নাজমা। আসগার আলি! তাদের সবাইকে কামান দেগে উড়িয়ে দাও।

আসগার। আসগার আলি বেগমসাহেবার ভৃত্য নয়, নবাবের গোলাম। শুনুন জাঁহাপনা, যে কথা আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম, সপ্তগ্রামের রাজা মেদিনী রায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।

হোসেন। মেদিনী রায় কি এই বিদ্রোহীদের দলপতি?

আসগার। আমার তাই মনে হয় জনাব।

হোসেন। শুনেছি লোকটা খুব শক্তিমান।

আসগার। বাঙলার সবাই তাকে বাঘ বলে।

নাজমা। বাঘকে আসতে বল। তাকে ধরবার জন্য লোহার খাঁচাও প্রস্তুত আছে।

হোসেন। লোহার খাঁচায় হবে না বেগম, ফুলের মালা তৈরী করে রাখ। এ বাঘ—সে বাঘ নয়। এ দুর্ব্বল পশুকে শিকার করে না, শক্তিমান সিংহকে বধ করে।

নাজমা। বাঘের ভয়ে নবাব হোসেন শা মাটিতে সেঁধিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু নাজমা বেগম সে বাঘকে গ্রাহ্যই করে না।

[প্রস্থান।

হোসেন। আসগার আলি! তোমাকে বুদ্ধিমান বলেই জানতুম, কিন্তু তুমি যে এমন অপদার্থ, তা ত জানতুম না। মেদিনী রায় বীর, বীরের সম্মান সর্ব্বত্র। তুমি তাকে ফটকে দাঁড় করিয়ে রেখে এলে কোন আক্কেলে।

আসগার। জাঁহাপনার মেহেরবানী হলে তাকে এখানেই উপস্থিত করতে পারি।

হোসেন। এ কথাটাও কি বলে দিতে হবে সিপাহশালার? যাও—যাও, সসম্মানে তাকে নিয়ে এস।

আসগার। আমি এখনই যাচ্ছি জাঁহাপনা! [প্রস্থানোদ্যোগ ও ফিরিয়া] জনাব!

হোসেন। কিছু বলবে?

আসগার। এ সিংহাসন আপনি ত্যাগ করুন জনাব। ওর ওই কাঠামোর মধ্যে কত অভিশাপ লুকিয়ে আছে। কত রাজা ওই সিংহাসনে বসেছে, কেউ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে নি, কত নবাব খোদার দোয়া কামনা করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। কি হবে ও ছার মসনদে? খোদা জীব দিয়েছে, আহার কি দেবে না? না দেয়, আমরা না খেয়ে মরব, তবু লোকে আপনাকে বেইমান বলবে, এ আমি সইতে পারব না জনাব।

হোসেন। বেইমান যদি বলেই থাকে, তারা ত অন্যায় বলেনি আসগার? বেইমানি করেছি বলেই আজ আমি বেইমান। আমি মরে গেলেও বাঙলার ইতিহাস আমায় উজ্জ্বল করে রাখবে।

আসগার। সে ইতিহাস প্রণেতাকে আমি হত্যা করব।

হোসেন। তাকে হত্যা করলেও তার লেখনিকে স্তব্ধ করতে

পারবে না আসগার। কোরাণ-শরিফ স্পর্শ করে আমি তুফানের মুখে তরী ভাসিয়ে দিয়েছি, আর ত ফেরাতে পারবো না বন্ধু!

আসগার। দুঃখ নেই জাঁহাপনা, এই দীন বান্দার একটা আরোজ—আপনার চলার পথে আপামর সাধারণের আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে নিয়ে যান—কারোর অভিশাপ যেন মাথা পেতে নেবেন না জনাব।

[প্রস্থান ।

হোসেন। সত্যই কি হোসেন খাঁ বেইমান?

মেদিনী রায়ের প্রবেশ ।

মেদিনী। তোমার মত বেইমান তুমিই কি আর দেখেছ হোসেন খাঁ।

হোসেন। মেদিনী রায়? কি চাও তুমি?

মেদিনী। জিজ্ঞেস করতে এসেছি জাঁহাপনা, রাজা কোথায়?

হোসেন। কোন্ রাজা?

মেদিনী। তোমার প্রভু মহারাজ সুবুদ্ধি রায়।

হোসেন। ধর্ম্মত্যাগ করে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

মেদিনী। মিথ্যা বলো না হোসেন খাঁ, তুমি তাকে বন্দী করে রেখেছ।

সিরাজউদ্দিনের প্রবেশ ।

সিরাজ। যদি তাই হয়, তুমি কৈফিয়ৎ চাও কোন্ অধিকারে?

মেদিনী। মানুষের অধিকারে। বাঙলার হাজার হাজার মানুষের প্রতিনিধি হয়ে আমি ছুটে এসেছি। আমাদেরই তাজা রক্তে সিংহাসনের ভিত গড়ে উঠেছে, ও সিংহাসনে আমরা বেইমানকে বস্‌তে দেব না।

সিরাজ। মেদিনী রায়!

মেদিনী। তুমি বোধহয় ভেবেছিলে এ দেশে মানুষ নেই! রাজাকে বন্দী করেছ, রাজকুমারীর দিকে হাত বাড়িয়েছ; সবার ওপর হিন্দুর বিগ্রহ নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেলেছ; এতগুলো অপরাধের শাস্তি তোমাকে একসঙ্গে নিতে হবে মনসবদার।

সিরাজ। কে শাস্তি দেবে?

মেদিনী। কোটি কোটি বাঙালী। বল পাঠান, আমাদের রাজাকে ফিরিয়ে দেবে কি না?

হোসেন। যদি বলি দেব না?

মেদিনী। তাহলে গারদখানা ভেঙ্গে রাজাকে মুক্ত করে নিয়ে যাব।

সিরাজ। দিতে পারি, কিন্তু বিনিময় চাই।

মেদিনী। কিসের বিনিময়?

সিরাজ। রাজকুমারী মদিরা।

মেদিনী। তাকে কিসের প্রয়োজন?

সিরাজ। জাঁহাপনা তাকে সাদী করবেন।

মেদিনী। বেইমান কুত্তাকে সাদী করতে বাঙলার একটা কুক্কুরীও রাজী হবে না।

সিরাজ। সাবধান মেদিনী রায়! [অসি নিষ্কাশন]

হোসেন। সিরাজউদ্দিন! [ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন]

সিরাজ। এ বিদ্রোহ জাঁহাপনা।

হোসেন। হলেও, অতিথি।

মেদিনী। না পাঠান, আমি তোমার আতিথ্য গ্রহণ করতে আসিনি। আমি চাই রাজা সুবুদ্ধি রায়ের মুক্তি।

সিরাজ। পাবে না।

মেদিনী। পাবো না? তাহলে শোন হোসেন খাঁ! রাজাকে আমি মুক্ত করে নিয়ে যাব, সাধ্য থাকে বাধা দিও। [প্রস্থানোদ্যোগ]

সিরাজ। কে আছ? বিদ্রোহীকে বন্দী কর।

মেদিনী। [ফিরিয়া] পাঠানের পা-চাটা কুকুরের এত স্পর্দ্ধা হয়নি যে, বাঙলার বাঘ মেদিনী রায়কে বন্দী করে।

[প্রস্থান।

সিরাজ। জাঁহাপনা!

হোসেন। কি? হুকুম? আমি দেব না। বেগমসাহেবার কাছে যাও মনসবদার।

সিরাজ। আপনিই ত এ রাজ্যের মালিক জাঁহাপনা।

হোসেন। আমি মালিক হলে আমার আদেশের অপেক্ষা না করে বেগমের কথায় কেন মহারাজকে ধর্ম্মচ্যুত করেছ? সাধ করে তীর ছুঁড়েছ, বুক পেতে আঘাত সইবে না?

নাজমার পুনঃ প্রবেশ।

নাজমা। জাঁহাপনা!

হোসেন। কি খবর এনেছ বেগম? মেদিনী রায় কারাগার ধ্বংস করেছে?

নাজমা। হ্যাঁ জনাব। কারারক্ষীদের হত্যা করেছে, রাজাকে মুক্ত করে নিয়ে গেছে।

হোসেন। গেছে বেগম! মহারাজকে মুক্ত করে নিয়ে গেছে? মেহেরবান খোদা, ওদের যাত্রাপথ সুগম কর!

[প্রস্থান।

নাজমা। সিরাজউদ্দিন! হাঁ করে দেখছ কি? যাও—গতিরোধ কর। কিন্তু সাবধান! মেদিনী রায়কে হত্যা করো না। তাকে জীবিত অবস্থায় আমার কাছে নিয়ে আসবে।

সিরাজ। শুধু ধরে আনবো? চাবুকের ঘায়ে পিঠের ছাল তুলে নেব না!

[প্রস্থান।

নাজমা। নবাবের উপেক্ষা অসহ্য হয়ে উঠেছে। সে আমায় করুণা করতে চায়। আমার ওপর কর্ত্তৃত্ব করতে চায়। আমার ইচ্ছাকে সে তসলিম দেয় না। আমার দাবী সে কবুল করে না। আমিও তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেব—না-না, সে যে আমার খসম।

[প্রস্থান।

--:o:—

পঞ্চম দৃশ্য।

পথ।

সুবুদ্ধি রায়কে বেত্রাঘাত করিতে করিতে গ্রামবাসীর প্রবেশ।

সুবুদ্ধি। না—না, আর আমায় মেরোনা। আমি কোন অপরাধ করিনি।

গ্রামবাসী। অপরাধ করোনি? সরোবরের জল অপবিত্র করেছ? জানো না, ওই জলে গোবিন্দর পূজো হয়?

সুবুদ্ধি। আমি অস্পৃশ্য ?

গ্রামবাসী। চাঁড়ালের মত চেহারা, অস্পৃশ্য নয় ত কি ?

সুবুদ্ধি। চণ্ডাল—সেও বুক ফুলিয়ে বলতে পারে সে হিন্দু, সনাতন ধর্ম্মে তার অধিকার আছে, কিন্তু আমি ? আমার ত কোন অধিকার নেই। আমি যে মুসলমান। যবনী আমায় গোমাংস খাইয়েছে। কলমা পড়িয়েছে মুসলমান মোল্লা। দশদিন মসজিদে নামাজ পড়েছি। হিন্দু সুবুদ্ধি রায় আজ মুসলমান সামসুদজ্জুহা।

গ্রামবাসী। ঠিক ধরেছি। ব্যাটা মোসলমান হয়ে হিন্দুর জাত মারতে এসেছিস ? [প্রহার]

সুবুদ্ধি। ওঃ! ঈশ্বর! না-না, তোমাকে ডাকবো না, তুমি পাষাণ। ওই সরোবর কার নির্দ্দেশে খনন করা হয়েছিল জানো ? জানো না। আজ সবাই ভুলে গেছে। যারা আমার এতটুকু করুণা প্রত্যাশায় আমার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াত, তারাও আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। সরোবরে এত জল, কিন্তু আমার পিপাসার বারি একফোঁটাও নেই। কেন, কি করেছি আমি ?

গ্রামবাসী। কি করেছিস ? সরোবরের জল অশুদ্ধ করেছিস। তার ওপর আবার তম্বী! [প্রহার]

সুবুদ্ধি। মারো, আরো মারো! দেহটা কলুষিত হয়ে গেছে, একে বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই। পূর্ব্বজন্মে কারো তরী কূলে এনে ডুবিয়ে ছিলুম, এ তাঁরই শাস্তি।

সনাতন মিশ্রের প্রবেশ।

সনাতন। খবরদার শয়তান! যার করুণায় বেঁচে আছিস তাকে

বেত্রাঘাত করতে লজ্জা করে না? [বেত্র কাড়িয়া গ্রামবাসীকে প্রহার।]

গ্রামবাসী। ওরে বাবারে—

সনাতন। একঘায়েই বাপকে ডাকতে সুরু করলি?

গ্রামবাসী। ও মুসলমান হয়ে সরোবরের জল অপবিত্র করেছে।

সনাতন। জল অপবিত্র হয় না মূর্খ! গঙ্গার জলে কত আবর্জনা ভেসে যায়, তবু তাতে দেব পূজো হয়। যা দূর হ। [গ্রামবাসীর হানি] মহারাজ!

সুবুদ্ধি। কে মহারাজ? আমি ভিক্ষুক। একবিন্দু জলের প্রত্যাশী, একমুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল।

সনাতন। কে বলেছে আপনি কাঙ্গাল? আপনি রাজ রাজেশ্বর। কি করে এলেন মহারাজ?

সুবুদ্ধি। কারারক্ষীদের পিটিয়ে হত্যা করে বিদ্রোহীরা আমায় নিয়ে এল। ওদের না জানিয়ে আমি চলে এসেছি।

সনাতন। কেন এলেন মহারাজ? ওরা ত আপনার মঙ্গল চায়।

সুবুদ্ধি। এক বিন্দু বিশ্বাস করি না। স্বার্থের প্রয়োজনে আজ মুক্ত করেছে, কাল আবার স্বার্থের তাগিদেই হত্যা করবে।

সনাতন। কেন মহারাজ? বিশাল পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মত একটু জমিও কি আপনি পাবেন না? আমার ঘরে চলুন, আমি আপনাকে মাথায় করে রাখবো।

সুবুদ্ধি। আ ম যে মুসলমান।

সনাতন। আপনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন—আপনি মানুষ, আপনি দেবতা।

সুবুদ্ধি। আমাকে আশ্রয় দিলে সমাজ তোমায় ত্যাগ করবে। সে বড় মর্ম্মান্তিক ; তুমি সইতে পারবে না। উপকার যদি করতে চাও, এইটুকু করো, মদিরা যদি বেঁচে থাকে, তাকে আশ্রয় দিও।

সনাতন। মহারাজ!

সুবুদ্ধি। আর আমাকে ফেরাতে পারবে না সনাতন! আমার রাজ্য ঐশ্বর্য্য গেছে, শুধু ধর্ম্ম নিয়ে বেঁচেছিলাম, তাও রইল না। মেয়েটা হয়তো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর পরও কি আমায় বেঁচে থাকতে বল?

সনাতন। মদিরাকে দেখবেন মহারাজ?

সুবুদ্ধি। দেখবো—দেখবো? শুধু দূর থেকে দেখবো, কোথায় আছে সে?

সনাতন। সপ্তগ্রাম-রাজপ্রাসাদে।

সুবুদ্ধি। খুব রোগা হয়ে গেছে না? হবেই ত। কতদিন খায়নি? পাষণ্ড হোসেন আমার সাজানো বাগান ছাই করে দিলে। না-না, তাকে অভিশাপ দেব না। এ আমার কর্ম্মফল। মদিরা কোথায় বল্লে? সপ্তগ্রাম রাজপ্রাসাদে? রাজা মেদিনী রায়ের কাছে?

সনাতন। যাবেন মহারাজ?

সুবুদ্ধি। যাব। কোন্ পথে সপ্তগ্রাম যেতে হয়? মেয়েটাকে দেখবার বড় সাধ হয়েছে।

সনাতন। বেশ ত, আমি চৌষট্টি দাঁড়ের বজরা প্রস্তুত করতে বলি।

সুবুদ্ধি। বজরায় কাজ নেই, আমি পায়ে হেঁটে যাব। রাজা হয়ে আর হাঁটিনি। আজ হাঁটা পথেই দেখব, বাঙলার মাটি পাথরের মত কঠিন না ফুলের মত কোমল। [প্রস্থান।

সনাতন। রাজাকে রক্ষা কর ভগবান!

[প্রস্থান।

মেদিনী রায় ও ত্রিলোচনের প্রবেশ।

মেদিনী। পেলে না?

ত্রিলোচন। না। পথ-ঘাট হাট-বাজার তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি।

মেদিনী। কোথায় গেল তবে?

ত্রিলোচন। মনে হয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

মেদিনী। তাই কি ভাগীরথী কানায় কানায় ভরে উঠেছে? এত স্রোত বইতে আর ত কখনও দেখিনি। তাই কি ভাগীরথী রাক্ষসী ক্ষুধা নিয়ে ছুটে চলেছে।

ত্রিলোচন। সর্ব্বনাশ! ঝড় উঠেছে।

মেদিনী। ধূলোয় আকাশ ছেয়ে ফেলেছে।

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলানাথ। ঝড় নয় মহারাজ, নবাবীফৌজ ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে।

ত্রিলোচন। এ যে মেঘের সারি!

মেদিনী। সংখ্যায় কত হবে ভোলানাথ?

ভোলানাথ। দশ হাজার। সকলের হাতেই বন্দুক।

মেদিনী। তবু পিছিয়ে গেলে চলবে না। যেমন ক'রেই হোক ওদের গতিরুদ্ধ করতে হবে।

ত্রিলোচন। কি দিয়ে ফেরাবে রাজা? কি অস্ত্র আছে তোমাদের?

মেদিনী। মারতে না পারি, মরতেও ত পারব?

ভোলানাথ। মরতে হবে না, যদি একটা কাজ করতে পার, নদীর কিনারায় ক'টা বজরা আছে দেখেছো? ওতে বারুদ বোঝাই আছে। জালন্দরের সুলতান হোসেন শা'কে সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছে। জোয়ার ঠেলে যেতে না পেরে মাঝিরা নোঙর ফেলেছে।

মেদিনী। বজরা অধিকার কর। বারুদ এনে সারা মাঠে ছড়িয়ে দাও। নবাবীফৌজ আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাতে আগুন ধরিয়ে দেবে। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে নবাবসৈন্যরা। ভেঙ্গে যাবে পাঠানের বুকে গড়ে গঠা স্বপ্নের সৌধ।

[প্রস্থান।

ত্রিলোচন ও ভোলানাথ। জয় মা ভবানি! জয় মা ভবানি!

[উভয়ের প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য।

জনার্দ্দনের কুটির।

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। কাদম্বিনি! কাদম্বিনি! একি! দরজা খোলা; কারো সাড়া শব্দ নেই। কাদম্বিনি! কাদম্বিনি! ওরে শালা ঘনা—

ঘনশ্যামের প্রবেশ।

ঘনশ্যাম। কি হয়েছে, ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন?

জনার্দ্দন। কি, আমি ষাঁড়? আমি ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছি?

ঘনশ্যাম। তুমি আমায় শালা বল্লে কেন?

জনার্দ্দন। শালাকে শালা বলব না ত কি তালুই বলব?

ঘনশ্যাম। যে আমাকে এক আঙুল দেখাবে, আমি তাকে দু আঙুল দেখাব।

জনার্দ্দন। এসব তোকে কে শেখায়?

ঘনশ্যাম। জানো না? রাজার ছোট ভাই—কুমার অবনী রায়! তার দলে নাম লিখিয়েছি। সে আমাদের লাঠি খেলা, তরবারি চালানো, বন্দুক ছোঁড়া শেখাচ্ছে।

জনার্দ্দন। বন্দুক দিয়ে কি করবি রে ছোঁড়া?

ঘনশ্যাম। নবাবী ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

জনার্দ্দন। যুদ্ধ করবি? শেয়াল দেখে দূরে পালাস, তুই করবি যুদ্ধ!

ঘনশ্যাম। আদা-ছোলা খাই কি করতে? গুল দেখেছো? ছাতি দেখেছো—বেশী বুজরুকি করেছ কি চ্যাং-দোলা করে গোবর গাদায় ফেলে দেব,—হ্যাঁ।

জনার্দ্দন। কি বল্লি হারামজাদা?

ঘনশ্যাম। গাল দিও না বলছি। তাহলে বাকি দাঁত কটাও থাকবে না!

জনার্দ্দন। কি? আমার খাবে আর আমারই বুকে বসে দাঁত উপড়াবে শালা?

ঘনশ্যাম। ফের শালা? তবে এই চালালুম ঘুঁসি!

জনার্দ্দন। আরে—আরে, এই দেখ, আঃ—থামনা শালা!

ঘনশ্যাম। আবার শালা? [ঘুসি মারিতে উদ্যত]

জনার্দ্দন। ঘাট হয়েছে বাপ, ঘাট হয়েছে। আমার বাবাও আর তোমায় শালা বলবে না। তুমি আমার ঠাকুর, আমার বাপের ঠাকুর, আমার চোদ্দপুরুষের ঠাকুর। এখন বল ত মাণিক, তোমার দিদিটি কোথায়? আছে না কেউ হরণ করে নিয়েছে?

ঘনশ্যাম। কি বল্লে?

জনার্দ্দন। না বাপ, বলছিলুম তোমার দিদিমণিটি কোথায়?

ঘনশ্যাম। কুচকাওয়াজ করছে।

জনার্দ্দন। কুচকাওয়াজ!

ঘনশ্যাম। হ্যাঁ। দিদি যে রাজকুমারীর দলে নাম লিখিয়েছে। দেখে এস সবাই সরস্বতীর চড়ায় বন্দুক ছুঁড়ছে।

জনার্দ্দন। পনেরো দিন ঘরে নেই, এর মধ্যেই এত কাণ্ড?

আজই তাড়াবো! এক ধার থেকে সবাইকে তাড়াবো! বেরো— বেরো আমার বাড়ী থেকে। আমার খাবে আর আমারই সর্ব্বনাশ করবে?

ঘনশ্যাম। সর্ব্বনাশটা কি হল শুনি?

জনার্দ্দন। কিসে না হল? তুই ছোঁড়াই যত নষ্টের গোড়া। নইলে সে আমার কখনো পুকুরঘাটে যায় নি, আর আজ কি না একেবারে নদীর চড়ায়! ওরে হতচ্ছাড়া— পাড়ার ছোঁড়ারা যে ভাল নয়।

ঘনশ্যাম। কেন বোনাই?

জনার্দ্দন। [ভেংচাইয়া] কেন বোনাই? ওরা যে ছোটলোক!

ঘনশ্যাম। ছোটলোক ত তুমিও।

জনার্দ্দন। তবে রে শালা—

ঘনশ্যাম। খবরদার! ফের শালা বললে বোনাই বলে খাতির করব না বলে দিচ্ছি।

কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদম্বিনী। কি হয়েছেরে ঘনা? কার সঙ্গে কথা বলছিস্? ওমা, কি লজ্জা! তুমি! [ঘোমটা টানিল]

জনার্দ্দন। আর ঘোমটা দিয়ে কাজ নেই গো? ঢের হয়েছে! বলি রাসলীলা চলছে কতদিন?

কাদম্বিনী। কি বল্লে?

জনার্দ্দন। বলছি, কোথায় গিয়েছিলে?

কাদম্বিনী। তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

জনার্দ্দন। বলি ভাই-বোনে কি আরম্ভ করেছ? আমাকে পাগল না করে ছাড়বে না?

কাদম্বিনী। তুমি ত অনেককেই পাগল করেছ, এবার নিজে পাগল হবে। পনেরো দিন কোথায় ছিলে? কার সর্ব্বনাশ করে এলে?

জনার্দ্দন। কেন বাজে কথা বলছো! আমি কি শুধু সর্ব্বনাশই করি?

কাদম্বিনী। ভাল করতে ত কখনও শুনিনি! ভাল শব্দটাও তুমি জান না।

জনার্দ্দন। রাজকুমারীর কাছে বুঝি এই শিক্ষাই নিয়েছ? মুসলমানের সঙ্গে ঢলাঢলি করেও তার আশ মেটেনি? এবার হিন্দুর বৌ-ঝিদের মাথা খেতে বসেছে।

কাদম্বিনী। যা বলেছ—বলেছ, আর কখনও বলো না। রাজকুমারী মানবী নয়—দেবী। তাঁর সম্বন্ধে ও কথা বল্লে জিবটাই খসে যাবে।

জনার্দ্দন। ওই দেবীকেই ত হোসেন খাঁ—

ঘনশ্যাম। মুখ সামলে কথা কও! নইলে দেখেছো! [তরবারি দেখাইল] রাজকুমারীকে আমরা মা-মণি বলি। আর একবার যদি ওকথা উচ্চারণ কর, তাহলে তোমার মাথাটাও আমি দু-ফাঁক করে দেব।

জনার্দ্দন। দুধ কলা দিয়ে কালসর্প পুষেছি, ছোবল খেতেই হবে। শালার জাত কি বেইমান!

ঘনশ্যাম। বেইমান তোমার বাবা।

জনার্দ্দন। শূয়ারকে খড়ম-পেটা করবো?

কাদম্বিনী। করে দেখ না? পনেরো দিন কোথায় ছিলে?

জনার্দ্দন। তোমার মাসীর বাড়ী।

ঘনশ্যাম। মায়ের ত বোন নেই।

জনার্দ্দন। আছে আছে, তোমরা জান না।

কাদম্বিনী। আমি যে দেখলুম, তুমি নদীর ঘাটে বজরা থেকে নামছো?

জনার্দ্দন। সর্ব্বনাশ হয়েছে কাদম্বিনী! নবাব আমাদের রাজাকে বন্দী করেছে। সাতদিন পরে হবে তার প্রাণদণ্ড।

কাদম্বিনী। কি হবে গো?

জনার্দ্দন। পথে ভেলো ডোমের সঙ্গে দেখা, নবাব তার হাত দুখানা কেটে নিয়েছে। ত্রিলোচনের চোখ দুটো উপড়ে নিয়েছে।

কাদম্বিনী। তাহলে কি হবে গো? রাজাকে কি বাঁচানো যাবে না?

জনার্দ্দন। যাবে গিন্নি। যাবে। সাতদিনের মধ্যে রাজকুমারী মদিরা যদি নবাবের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

ঘনশ্যাম। কার কাছে শুনেছ গো?

জনার্দ্দন। ভেলো ডোম। সেই ত বল্লে বজরা নিয়ে যাও, যেমন করে পার রাজকুমারীকে নিয়ে এস।

ঘনশ্যাম। ওই যে মা-মণি যাচ্ছে। মা-মণি—মা-মণি!

[প্রস্থান।

জনার্দ্দন। কি করি বল ত? রাজকুমারীকে বলি কি করে?

কাদম্বিনী। না বল্লে ত হবে না।

জনার্দ্দন। আমি ত বল্‌তে পারবো না। যা বলতে হয় তুমিই বলো। আমাকে আর ওর মধ্যে জড়িও না। কালি কৈবল্য দায়িনী মা! মুখ রাখিস মা, মুখ রাখিস।

[প্রস্থান।

কাদম্বিনী। কি করলে ভগবান! মহারাজ ত কারো অমঙ্গল করে নি। তবে কেন তাকে এ শাস্তি দিলে? আহা অভাগী মেয়েটার কি হবে গো? অভাগীর মঙ্গল কর ঠাকুর—মঙ্গল কর!

ঘনশ্যামের পুনঃ প্রবেশ।

ঘনশ্যাম। দিদি—দিদি! সব কথা মা-মণিকে বললুম। শুনেই বজরার দিকে ছুটলেন আর রাজবাড়ীতে সংবাদ দিতে বললেন। খবরটা তুই দিস দিদি!

কাদম্বিনী। তুই কোথায় যাবি রে?

ঘনশ্যাম। দিদি! ছোটবেলায় মা মারা গেছে, তার কথা মনে নেই। এতদিন যাকে মা বলে ডেকেছি সে আজ বিপদের মুখে ঝাঁপ দিতে চলেছে, হয়তো বাঁচাতে পারবো না, কিন্তু মরতে ত পারবো দিদি!

কাদম্বিনী। বালাই! ষাট! ও কথা বলতে নেই রে।

ঘনশ্যাম। তুই আশীর্ব্বাদ কর দিদি! তোর আশীর্ব্বাদ পেলে আমি যমের কাছে যেতেও ভয় করি না।

কাদম্বিনী। ঘনশ্যাম!

ঘনশ্যাম। পিছু ডাকিসনি দিদি, দুর্গানাম জপ কর্!

[প্রস্থান।

কাদম্বিনী। দুর্গা! দুর্গা! পোড়া চোখে কেবলই জল আসছে। মনে হচ্ছে ঘনা বোধহয় আর ফিরবে না।

[প্রস্থান।

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সপ্তগ্রাম—প্রাসাদ।

অবনী রায়ের প্রবেশ।

অবনী। গীত।

বাঙলা মায়ের সাতকোটি সন্তান।
এক হোক আজ,—হোক আজ এক প্রাণ॥
ছোট বড় ভেদ হয়ে যাক আজি দূর,
সকল কণ্ঠে বাজুক একটি সুর,—
মায়ের দুঃখ ঘুচাতে আমরা করিব আত্মদান॥
ডরিব না মোরা শত্রু আস্ফালনে,
মরার আগেই মরিব না কোন ক্ষণে,—
দেশের শত্রু দলিতে চরণে কর সবে অভিযান॥

ভদ্রাবতীর প্রবেশ।

ভদ্রাবতী। এত বেলা হল মদিরা ফিরে এলো না কেন?
অবনী। সবাই ত ফিরে গেছে মা।
ভদ্রাবতী। তবে কোথায় গেল সে? তাকে একা রেখে কেন তুই চ'লে এলি? একবার যা বাবা, একটু এগিয়ে দেখ।

কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদম্বিনী। আর যেতে হবে না কুমার।
ভদ্রাবতী। একি, বামুনবৌ! তুমি হঠাৎ—

কাদম্বিনী। আসতে হল মা। দুঃসংবাদ শুনে চুপ করে থাকতে পারলুম না।

ভদ্রাবতী। কি সংবাদ বৌ?

কাদম্বিনী। বলছি মা—বলছি। অধীর হলে চলবে না। বুক বাঁধতে হবে মা—বুক বাঁধতে হবে।

ভদ্রাবতী। কি হয়েছে বল বামুনবৌ, আমার মন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কোথায় যেন কি অঘটন ঘটে গেছে। বল মা—বল!

কাদম্বিনী। বজ্রাঘাত হয়েছে মা। নবাব রাজাকে বন্দী করেছে।

ভদ্রাবতী। মেদিনী রায় বন্দী? বাঘিনীর সন্তান কারাগারে?

অবনী। না-না, মিথ্যা কথা। এতবড় ক্ষমতা তুচ্ছ পাঠানের হবে না যে, বাঙলার বাঘ মেদিনী রায়কে বন্দী করে?

ভদ্রাবতী। ত্রিলোচন ভোলানাথ গেল কোথায় সব?

কাদম্বিনী। ত্রিলোচনের চোখ উপড়ে নিয়েছে, আর ভোলানাথের হাত দুখানা কেটে ফেলেছে।

অবনী। এ মিথ্যা সংবাদ কে দিয়েছে?

কাদম্বিনী। আমাদের 'ও'। মাসীর বাড়ী যাচ্ছিল, পথে ভেলোর সঙ্গে দেখা, সেই ত বলেছে।

ভদ্রাবতী। মদিরা কোথায়?

কাদম্বিনী। ওই যাঃ! যার জন্যে আসা—সেই কথাটাই ভুলে যাচ্ছি। মা-মণি সব শুনেছে। শুনেই ভেলোর বজরায় গৌড়ের দিকে ছুটে গেছে।

ভদ্রাবতী। মদিরা চলে গেল? একবার দেখা করেও গেল না? জানতুম সে বনের পাখী, সোনার খাঁচায় তার ভাল লাগবে

না। সুযোগ পেলে সে উড়ে যাবে। কৃতজ্ঞতার দাবী করছি না, কর্ত্তব্যবোধও কি ভুলে গেল বৌ?

কাদম্বিনী। মাথা যার ভাঙ্গে, জ্ঞান তার থাকে না মা।

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলানাথ। কে মাথা ভেঙ্গেছে মা?

অবনী। ভোলাদা!

ভদ্রাবতী। তোমার হাত ত অক্ষতই রয়েছে। তবে যে—

অবনী। মিথ্যা কথা, সব শত্রুর চক্রান্ত। ঘরভেদী বিভীষণকে আমি হত্যা করবো। [প্রস্থানোদ্যোগ]

ভদ্রাবতী। ব্রাহ্মণকে হত্যা করলে মহাপাপ হবে বাবা!

অবনী। জাতিদ্রোহীকে হত্যা করলে যদি পাপ হয় মা, তাহলে সে পাপ আমি মাথা পেতে নেব। [প্রস্থান।

ভদ্রাবতী। অবনি!

কাদম্বিনী। বাধা দিও না মা! দেশের মেয়েকে যে বিদেশীর হাতে তুলে দিতে চায় তার মরাই ভাল।

ভদ্রাবতী। তুই যে বিধবা হবি হতভাগি।

কাদম্বিনী। দেশদ্রোহীর বউ হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বিধবা হওয়া অনেক ভাল মা।

[প্রস্থান।

ভোলানাথ। ব্যাপার কি মা? আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না।

ভদ্রাবতী। তুমি একা এলে ভোলানাথ, মেদিনী, ত্রিলোচন এরা সব গেল কোথায়?

ভোলানাথ। সব আছে মা। নবাবের দশহাজার সৈন্য আগুনে পুড়ে মরেছে। ক্রুদ্ধ হয়ে নবাব বিশ হাজার সৈন্য পাঠাচ্ছেন সাতগাঁ ধ্বংস করতে। আমরা ফিরে এসেছি মা। মহারাজও আসছেন।

ভদ্রাবতী। আবার গৌড়ে ফিরে যাও ভোলানাথ! জনার্দ্দন ঠাকুর মদিরাকে নবাবের বজরায় তুলে দিয়েছে। যাও ভোলানাথ, মেদিনীকে গিয়ে বল, যেমন করেই হোক সে যেন মেয়েটাকে উদ্ধার করে আনে। আর সেই সঙ্গে চাই আততায়ীদের ছিন্নশির!

ভোলানাথ। যাচ্ছি মা, কিন্তু নবাবফৌজ যদি প্রাসাদ আক্রমণ করে?

ভদ্রাবতী। আমিই তাদের গতিরোধ করব।

ভোলানাথ। তুমি সাতগাঁ রক্ষা করতে পারবে মা?

ভদ্রাবতী। সাতগাঁ ধ্বংস হোক, তবু শরণাগতকে রক্ষা কর।

ভোলানাথ। তাই হবে মা! প্রাণ যায় যাক, তবু বাঙলার মান, বাঙলার ঐশ্বর্য্য, বাঙলার সম্পদ আমরা বিদেশীর পায়ে উপঢৌকন দেব না।

[প্রস্থান।

ভদ্রাবতী। মা ভবানি! দেখিস মা, সাতগাঁয়ের রায়বংশে যেন কলংক আরোপ করিস নি মা!

[প্রস্থান।

—ঃ০ঃ—

তৃতীয় দৃশ্য।

রক্ষিসহ শৃঙ্খলিত হরিদাস ও মুলুকপতির প্রবেশ।

মুলুকপতি। এক এক করে একুশ বাজারে কশাঘাত করেছি, বাইশ বাজারের এই শেষ বাজার। এখনও তোমাকে সাবধান কচ্ছি হরিদাস, ও নাম আর তুমি মুখে এনো না।

হরিদাস। হরিনাম অমৃত, হরিনাম আমার জপ তপ, সে নাম আমি কখনও ভুলতে পারব না। হরি ক্ষুধা—হরি তৃষ্ণা—হরিই আমার প্রাণ।

মুলুকপতি। ওঃ! তুমি মানুষ না আর কিছু? প্রহারের ঘায়ে অবিশ্রান্ত রক্ত ঝরছে, তবু তুমি টলবে না? হরিদাস! একবার বল যে তুমি হরিনাম ত্যাগ করেছ, তাহলেই আমি তোমাকে মুক্তি দেব।

হরিদাস। আমার দেহটা আমি ত্যাগ করতে পারি, তবু হরি-নাম ত্যাগ করতে পারবো না।

মুলুকপতি। আর আমাকে চঞ্চল কর্‌্যো না ঠাকুর! কশাঘাতে তুমি কতটুকু বেদনা অনুভব করছ জানি না; কিন্তু তোমাকে আঘাত করে আমি বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। আমাকে তুমি দয়া কর ঠাকুর!

হরিদাস। হরি হরি, একি কর ভদ্র! আমি অজ্ঞান, আমি অভাজন, আর আমায় অপরাধী করো না। মহাপাপী আমি, সৃষ্টির জঞ্জাল; তাই হরি দেখা দিলে না। পাতকীর পাপভার আর বাড়িও না।

মুলুকপতি। একবার, শুধু একবার বল হরিদাস—তুমি ইসলামের সেবক!

হরিদাস। মিল্লতে ই শক অয হবী মিল্লত জুদাস্ত, আশি কাঁরা মজহবো মিল্লতে খুদাস্ত। ভক্তির পথ সম্প্রদায়ের ভেদ মানে না। স্বয়ং ভগবানই হলেন ভক্তের পথ ও সম্প্রদায়।

মুলুকপতি। হরিদাস! মরবে তবু হরিনাম ত্যাগ করবে না?

হরিদাস। বেঁচে থেকে যদি হরিকে ডাকতে না পাই, তবে সে বাঁচায় ফল কি? এ দেহটা কলুষিত হয়ে গেছে, দেখি পরজন্মে যদি তাঁর সাক্ষাৎ পাই।

মুলুকপতি। হরিদাস! না, চালাও কশা! [রক্ষীর বেত্রাঘাত]

হরিদাস। কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম। রাম রাঘব—রাম রাঘব—রাম রাঘব—রক্ষ মাম—

মুলুকপতি। থামিও না, চালাও কশা! [রক্ষী প্রহার করিতে লাগিল।

হরিদাস। **গীত :**

দুঃখ যদি তুমি দিতে চাও হরি, দাও গো শকতি সহিবারে॥
আঘাতে চরণ নাহি যেন টলে, আঁখি নাহি ভাসে আঁখিধারে॥
সুখ-দুখ সবি তোমারি তো দান,
তোমারি করুণা দুয়েতে সমান,
স্মরণ করায়ো আমারে দয়াল, এমনি করিয়া বারে বারে॥

[মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িলেন]

রক্ষী। হুকুম দিন হুজুর, নদীতে ফেলে দিয়ে আসি।

সনাতন মিশ্রের প্রবেশ।

সনাতন। সাবধান পাষণ্ডের দল! ধর্ম্মের ফতেয়া জাহির করবার

জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে বসে আছ? তোমাদের কশাঘাতে যে অচেতন, তাকে নদীতে ফেলে দিতে চাও? [রক্ষীর প্রতি] যাও মূর্খ, যদি বাঁচতে চাও, আগে ওকে বাঁচিয়ে তোল।

রক্ষী। জঁাহাপনার আদেশ—

সনাতন। মিথ্যা কথা। জঁাহাপনা তোমাদের মত মূর্খ নন যে, এমন নিষ্ঠুর আদেশ তিনি দেবেন। মুলুকপতি, আদেশনামা কই।

মুলুকপতি। আমি অপরাধী উজিরসাহেব, আদেশনামা না নিয়েই এ নিষ্ঠুর আচরণ করেছি।

সনাতন। আদেশ দিয়েছিল কে?

মুলুকপতি। মনসবদার সিরাজউদ্দিন আলি।

সনাতন। সিরাজউদ্দিনের হুকুমে তুমি একে কশাঘাত করেছ? মূর্খ, আমি তোদের কশাঘাত করবো! [রক্ষীর হাত হইতে কশা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা]

রক্ষী। ওরে বাবা রে!

সনাতন। ছাড় কশা!

রক্ষী। আজ্ঞে, ছাড়তে ত চাইছি, কিন্তু মুঠো যে খুলছে না, হাতের সঙ্গে জুড়ে গেছে। ও ঠাকুর! ও হরিদাস ঠাকুর! ক্ষমা কর বাবা, ক্ষমা কর।

হরিদাস। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] এসেছ দয়াল, এসেছ? কই তুমি? কত দূরে তুমি? হরি! হরি!

রক্ষী। হরি নয় বাবা, আমি। দয়া কর ঠাকুর! তোমাকে চাবুক মেরেছি বলে চাবুকও আমার হাত থেকে খুলছে না।

হরিদাস। হরিনাম কর, আপনি খুলে যাবে।

রক্ষী। আমি যে মুসলমান!

হরিদাস। আমার হরির কাছে হিন্দু-মুসলমানে কোন প্রভেদ নেই। যেমন প্রভেদ নেই জল আর পানিতে। বল হরিবোল।

রক্ষী। হরিবোল! হরিবোল! এই যে হাত খুলে গেছে। ঠাকুর, তোমার চরণে আমায় আশ্রয় দাও ঠকুর। [পদতলে পতন]

মুলুকপতি। হরিঠাকুর, আমি কি তোমার চরণে আশ্রয় পাবো না?

হরিদাস। হরি—হরি, একি করছো? ওঠ—ওঠ। শ্রীহরির চরণে আশ্রয় ভিক্ষা কর, হরি তোমাদের কোল দেবেন।

সনাতন। দেবতা হরি অনেক দূরে, মানুষ হরিকে কাছে পেয়েছি, তাঁর কাছে কি ঠাঁই পাব না?

হরিদাস। আমার দয়াল হরি দয়া করবেন। নাম নিতে চাও দিতে পারি। হরিপ্রেমে মন মজাতে চাও, বল—

গীত

দয়া কর দয়াল হরি আমরা অভাজন।
আমরা পাপী আমরা তাপী আমাদের দাও শ্রীচরণ।
তোমার প্রেমের অমিয় ধারায়
হৃদয় যেন যায় ভেসে যায়,
তোমার নামে আত্মহারা হয় যেন মোদের মন।

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান।

—:•:—

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রাসাদের একাংশ।

সিরাজউদ্দিন ও আফজল খাঁর প্রবেশ।

সিরাজ। তোমার সাহসের প্রশংসা করি ~~আফজল খাঁ~~।

আফজল। সাহস নয় হুজুর, সাহসের খেল।

সিরাজ। পথে কোন গোলমাল করেনি ত?

আফজল। না হুজুর। চীৎকার করবার আগেই মুখ বেঁধে ফেলেছিলুম।

সিরাজ। সাবাস দোস্ত, সাবাস! আমি তোমাকে বকশিস্ দেব।

আফজল। বকশিস্ নয় হুজুর; আমি গরীব, খাওয়া পরার বড় অভাব। মেহেরবানী যদি করেন ত রাজসরকারে একটা নক্‌রি দিন হুজুর!

সিরাজ। কি কাজ করতে পারবে?

আফজল। হুজুর, আমি মুখ্যু, লেখাপড়ার কাজ দিলে পারব না। তবে খুন জখম মারামারি করতে খুব পারব।

সিরাজ। বহুৎ আচ্ছা দোস্ত—বহুৎ আচ্ছা! হারেমের দ্বার রক্ষার ভার তোমাকেই দিলাম।

আফজল। হুজুর মেহেরবান!

সিরাজ। নামটা কি বললে?

আফজল। লোদী খাঁ?

সিরাজ। কপালে ও কিসের দাগ?

আফজল। আজ্ঞে হুঁজুর, ছোটবেলায় বাঘ ধরার বেজায় সখ ছিল। একবার একটা বাঘ ধরতে গিয়ে খপ্পরে পড়েছিলুম। অনেকক্ষণ তার সঙ্গে লড়াই চলল। পরে অবশ্য তাকে খতম করি। বে-কায়দায় বাঘটা থাবা বসিয়ে দিয়েছিল জনাব, ও তারই দাগ।

সিরাজ। তাহলে তোমাকে দিয়ে অসাধ্য সাধন হবে।

আফজল। হুজুরের হুকুমে আমি সবই করতে পারব। ক'জনকে খুন করতে হবে, কটাকে গাপ করতে হবে? আপনি শুধু একবার হুকুম করুন আর লোকগুলোকে চিনিয়ে দিন; দেখবেন এক লহমায় কাম ফতে করে দেব।

সিরাজ। সময় হলেই জানাব। এখন রাজকুমারীকে নিয়ে এস।

আফজল। যো হুকুম খোদাবন্দ। [স্বগত] সুলতানী নাজমা, এবার দেখব কেমন তুমি বাঙলার রাজ্ঞী।

[প্রস্থান।

সিরাজ। হিন্দুবিদ্বেষী সিরাজউদ্দিন, পালাও—পালাও। দুর্ব্বল শিবচরণ শর্ম্মা আজ মত্ত হাতির বল নিয়ে আমার অন্তরে জেগে উঠেছে।

নাজমার প্রবেশ।

নাজমা। কার সঙ্গে কথা বলছিলে সিরাজ?

সিরাজ। লোদী খাঁর সঙ্গে বেগমসাহেবা।

নাজমা। লোদী খাঁ! কে সে?

সিরাজ। হারেমের নতুন রক্ষি।

নাজমা। বিনা হুকুমে যাকে তাকে হারেমে স্থান দিয়েছ কেন? তার পরিচয় তুমি জান?

সিরাজ। জানি না বেগমসাহেবা, তবে লোকটা খুব সাহসী। সেই ত কৌশল করে জনার্দ্দন ঠাকুরের সাহায্যে রাজকুমারীকে ধরে এনেছে।

নাজমা। রাজকুমারী মদিরা? কোথায় সে বেশরমী?

সিরাজ। এখনি আপনার সম্মুখে হাজির হবে।

নাজমা। হবে নয়, এখনি তাকে নিয়ে এস।

সিরাজ। যাচ্ছি বেগমসাহেবা। [স্বগত] কালকূট পান করেছি, তাকে উদ্গিরণ করতে তীব্র বিষেরই প্রয়োজন।

[প্রস্থান।

নাজমা। বান্দা! বাঁদি!

আব্বাসের প্রবেশ।

আব্বাস। বান্দা হাজির হুজরাইন্।

নাজমা। নসিফা কোথায়?

আব্বাস। দুজনে গল্প করছিলাম, আপনি দেখতে পেয়েছেন বলে লজ্জায় পালিয়ে গেল।

নাজমা। তোর সঙ্গে বুঝি আশনাই আছে?

আব্বাস। আশনাই—মহাব্বৎ—পেয়ার সব।

নাজমা। তোদের মহাব্বৎ দেখে আমার হিংসা হয় বান্দা। মনে হয় আমার চেয়ে তোরা অনেক বেশী সুখী। বিলাসের বেহেস্তে এসে আমি যেন সব হারিয়ে ফেলেছি। আলো, হাসি, গল্প, গান, গন্ধ, বাহার, বাহানা, বাঁদী-বাঈজী, সুরা-সুরত সব আছে, তবু যেন কিসের অভাব।

আব্বাস। অমন হয় হুজরাইন্! প্রথম প্রথম আমারও হত।

নাজমা। তুই দূর হ। বাঈজীদের সরাপ্ আনতে বল।

আব্বাস। মনে হচ্ছে—হুজরাইনের মেজাজ সরিফ।

নাজমা। বহুৎ সরিফ—বহুৎ আচ্ছা। অন্তরায় আজ আমার মুষ্টিগত, আর আমি আনন্দ করব না? আজ আমি সুরা খাব—বেহুঁস হব। সে আমার সামনে টপ টপ করে চোখের জল ফেলবে আর আমি তাকে চাবুক মারব।

আব্বাস। সে যদি আপনার হাত থেকে চাবুক কেড়ে নিয়ে আপনাকেই মারে হুজরাইন্?

নাজমা। চুপ রহ বেতমিজ! যাও, সরাপ বোলাও! [চাবুক আস্ফালন] যাও।

আব্বাস। আজ্ঞে, যাচ্ছি। [স্বগত] তেজ দেখেছ?

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ। **গীত।**

দখিণ হাওয়ার ছোঁয়া লেগে মন-বাগিচায় ফুটল ফুল।
ভ্রমর বঁধুর আসতে হেথা হল কি আজ পথের ভুল॥

নাজমা। ক্ষামোস! [চাবুক মারিল] ইয়ে আক্‌সার গানা বাজনা ঔর নাচনা বন্দ্ কর। কই ন্যায়ে ছোড়। [নর্ত্তকীগণ পুনরায় নৃত্যগীত সুরু করিল] হাঁ, ইয়ে ঢং মাংতা।

কুমারীগণ। **গীত।**

নাও বিবি নাও গরীব বাঁদীর লাখো লাখো সেলাম।
আমরা শুধু দিতেই আছি, নাহি জানি কি পেলাম॥

তোমার সেবায় ঘুম না জানি,
চাবুক খেয়েও ধন্য মানি,
স্রোতের কুটি যাই ভেসে যাই জানতে না চাই কোথায় গেলাম ॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ।

নাজমা। কই হ্যায়, রাজকুমারী মদিরা—

মদিরার প্রবেশ।

মদিরা। মদিরা তোমার সম্মুখে। বল, কি করতে চাও?

নাজমা। বোরখা পরিয়ে সুলতানের পাশে বসাতে চাই। তার হিন্দুত্বের অহঙ্কার চূর্ণ করে সুলতানী নাজমার পদসেবিকা দাসী করতে চাই। সম্মতি থাকে ভাল, নইলে বল প্রয়োগ করতে হবে।

মদিরা। শয়তানি!

নাজমা। বিশেষণ থাক। আগে বল, তোমার চাবুকের ঘায়ে সুলতানের পিঠে যে ক্ষত আজও বিদ্যমান, তা প্রলেপ দিয়ে পূরণ করবে কি না? তোমাকে ভালবেসে সুলতানের বুকে যে আগুন জ্বলছে, মহাব্বতের শীতল স্পর্শে তা জুড়িয়ে দেবে কিনা?

মদিরা। সেবার ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে শয়তানের পিঠে চাবুক মেরেছিলাম, এবার দয়া করে মুখে গোটা কতক লাথি মারতে পারি।

নাজমা। মদিরা!

মদিরা। মদিরা সিংহিনী, তুর্কী নেড়ীকুত্তীর গর্জ্জনকে সে গ্রাহ্য করে না। অসতর্ক মুহূর্ত্তে তোমরা আমাদের প্রাসাদ অধিকার করেছ। আমার স্নেহময় পিতা আজ পথের ভিক্ষুক, তুমি তাঁর ধর্ম্ম কেড়ে নিয়েছ; আমাকে করেছ নিরাশ্রয়। সুযোগ যদি আসে, এতগুলো অপরাধের সমুচিত জবাব আমি দেব।

নাজমা। সে সুযোগ আর কোনদিনই পাবে না। তোমার ওই গগনস্পর্শী দম্ভকে আমি চুরমার করে দেব। তোমার ওই চোখঝলসানো রূপের রোশনি আমি কোন হিন্দুকে উপভোগ করতে দেব না। বাঙলার গুলবাগের বসরাই গোলাপ তুমি, রঙমহলের রঙদার ফুলদানীতে তোমায় আবদ্ধ করে রাখবো। তুমি হবে সোনার পালঙ্কের মসৃণ শয্যায় সুলতানের শয্যাসঙ্গিনী।

মদিরা। চুপ বিশ্বাসঘাতিনি! আর একবার ও কথা উচ্চারণ করলে তোর ওই মুখখানা লাথি মেরে আমি থেঁতো করে দেব। ভেবেছ, ছলনা করে আমাকে করায়ত্ত করেছ বলে আমি এতই অসহায়? না শয়তানি! আমি প্রসুপ্ত আগ্নেয়গিরি, মুহূর্তে বিস্ফুরিত হয়ে রাজ্যটা ধ্বংস করতে পারি। আমি জলপ্রপাত, প্রলয়ের ধ্বংসমুখী বন্যায় এই প্রাসাদটা সাগরের জলে টেনে নিয়ে যেতে পারি।

নাজমা। মুখ বন্ধ কর কুক্কুরি, নইলে—[চাবুক আস্ফালন]

মদিরা। সাবধান, আমার দিকে হাত বাড়িও না। আমি ইচ্ছা করলে—

নাজমা। তোমার সে ইচ্ছাশক্তিকে আমি চাবুকের ঘায়ে স্তব্ধ করে দেব।

মদিরা। আর আমি তোমাকে করবো হত্যা। হোসেন খাঁ কোনদিন বেইমান ছিল না, তুমিই তাকে বেইমান সাজিয়েছ। প্রভুভক্ত সে, পিতা তাকে দেবতার রূপ দিয়েছিল, তুমি তাকে নরকে নামিয়েছ। আমার হাতে হোসেন খাঁ বেঁচে গেলেও তোমার মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না।

নাজমা। আগে নিজে বাঁচ, তারপর দিও আমার মৃত্যু। বল, নবাবকে সাদী করবে কি না?

মদিরা। না।

নাজমা। ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করবে কিনা?

মদিরা। প্রাণ থাকতে নয়।

নাজমা। মদিরা!

মদিরা। মদিরা রাজকুমারী, তুমি তার দাসী। কেন আমার অন্তপুরে অনধিকার প্রবেশ করেছ? বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও।

নাজমা। এখনও বিষ দাঁত ভাঙ্গেনি? এখনও এত দর্প? তবে দেখে নাও রাজকুমারি, বাঁদী নাজমার চাবুকের ঘা কত ভীষণ। [চাবুক তুলিল এবং আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই হোসেন আসিয়া পিঠ পাতিয়া দিল।] একি, শাহান শা'!

হোসেন। হ্যাঁ। তোমার চাবুক যখন ওপরে ওঠে, তখন সে একজনকে না একজনকে আঘাত করে। রাজকুমারী মদিরা চির-দিন শুধু আঘাত করেই এসেছে, পায়নি কখনও। তাই আমি ছুটে এসেছি বেগম, তোমার চাবুকের ঘা পিঠ পেতে নিতে। কারণ— চাবুক খাওয়া আমার অভ্যাস আছে।

নাজমা। জাঁহাপনা!

হোসেন। আঘাত যদি করবে বেগম, আমাকে আঘাত কর। আমি সইবো তোমার সব আঘাত।

নাজমা। কেন নবাব? ভালবাসার ঢেউ কি আজ কূল ছাপিয়ে উঠলো? হঠাৎ নবাব সাহেব দরবার ছেড়ে হারেমে ছুটে এলেন কেন? মহব্বতের আশিককে দেখ্‌তে—না পয়গম্বর বান্‌তে?

হোসেন। বেগম!

নাজমা। কি—আওয়াজে যে আজ বড় বিনয়ের সুর! পিঠের ব্যথা কি বুকে এসে জমলো নবাব?

হোসেন। এ ব্যথা সেইদিনই জমে উঠেছে বেগম, যে দিন তোমার প্ররোচনায় পিতৃতুল্য প্রতিপালককে প্রতারিত করে বাঙলার মসনদ অধিকার করেছি।

নাজমা। বাঙলার মসনদে তোমার যদি লোভ নেই, তবে কেন জড়িয়ে আছ নবাবী খেতাবে? কেন পরে আছ বাদশাহী শিরোপা? দাসত্বের মনোবৃত্তিতে যে গঠিত, তার দাসত্ব করাই সাজে, নবাবী করা সাজে না।

হোসেন। নবাবী করতে হলে যে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে হয় একথা ত আগে বুঝিনি বেগম; বুঝলে জীবনভোর আমি দাসত্বই করতাম, তবু তোমাকে সাদী করে ঐশ্বর্য্যের তক্তে বসতাম না।

নাজমা। ভুল যখন একবার করেছ, তখন আর উপায় নেই। তুমি কোরাণশরিফ স্পর্শ করে শপথ করেছ আমার কাজে কখনও বাধা দেবে না। আশা করি সে কথা তোমার স্মরণ আছে।

হোসেন। বেগম!

নাজমা। না-না, কোন অনুরোধ শুনবো না। যদি পবিত্র কোরাণের মর্য্যাদা রক্ষা করতে চাও, যদি ধর্ম্মদ্রোহী কাফের হতে না চাও, তবে রাজকুমারী মদিরার হাত ধরে এই দণ্ডে মোল্লাখানায় চলে যাও; তাকে সাদী কর। কলমা পড়ে রাজকুমারী মদিরা হোক মণিজাবেগম।

মদিরা। সাবধান হোসেন খাঁ! শয়তানীর কথা শুনো না।

নাজমা। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন নবাব? যাও।

মদিরা। হোসেন খাঁ!

হোসেন। হোসেন খাঁ নয়—হোসেন খাঁ নয়। আভিজাত্যের বোঝা মন থেকে সরিয়ে ফেলে এ বেকুব বান্দাকে একবারও কি

ভাই বলে ডাকতে পার না বহিন্? তা যদি পারো, তাহলে দেখবে—একটা নাজমা ত তুচ্ছ, হাজার হাজার নাজমার সম্মিলিত শক্তিও ভায়ের বুক থেকে আদরের বহিনকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

নাজমা। নবাব!

হোসেন। নবাবী আমার কেড়ে নাও বেগম, ফিরিয়ে নাও এই বাদশাহী শিরোপা, বিনিময়ে শুধু ফিরিয়ে দাও আমার সেই হারানো সম্পদ—আমার সেই মানের পাহাড়, যা তোমার বেইমানির নির্ম্মম আঘাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

নাজমা। সাদী করবে না?

হোসেন। চক্রান্তের চক্রান্তজালে বান্দা থেকে আমায় বাদশা করেছ; কিন্তু বেগম, মানুষ থেকে আমায় পশু করতে পারবে না। রাজকুমারী মদিরা আমার ভগ্নী—আমি তার ভাইজান।

[প্রস্থান।

মদিরা। বেগমসাহেবা কি অসন্তুষ্ট হলেন?

নাজমা। চুপ! [প্রহার] নবাব তোমাকে অব্যাহতি দিলেও আমি তোমায় জাহান্নামে পাঠাবো। বান্দা!

আব্বাসের পুনঃ প্রবেশ।

আব্বাস। বান্দা হাজির হুজরাইন্!

নাজমা। একে নিয়ে যা, কারারক্ষীর হাতে অর্পণ করবি।

আব্বাস। আমার একটা কথা ছিল হুজরাইন্।

নাজমা। পহেলে কাম, পিছে বাত! যাও। [প্রহার]

মদিরা। চল ভাই, আমি নিজেই যাচ্ছি। শোন শয়তানী নাজমা, তোমারও কবরের ডাক আসছে।

[আব্বাস সহ প্রস্থান।

নাজমা। নাজমা বেগম কবরকে ভয় করে না। কিন্তু একি হলো? পাশা কি উল্টে গেল? একি সেই হোসেন খাঁ? সে ত এমন দুর্ব্বল নয়? কিসের প্রভাবে সে বদলে গেল?

ছদ্মবেশী আফজলের পুনঃ প্রবেশ।

আফজল। কেউ বদলায়নি বেগম, বদলে গেছ শুধু তুমি।

নাজমা। কে তুমি?

আফজল। চিনতে পারছো না! আমি সেই আফজল খাঁ। আসবো বলেছিলুম, তাই আবার এসেছি।

নাজমা। কেন এসেছ? বেরিয়ে যাও।

আফজল। আজ আর একা যাব না নাজমা, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

নাজমা। আফজল খাঁ!

আফজল। ধীরে বেগম সাহেবা, চিৎকার করো না। বল, এবার তোমার সর্ত্ত পূর্ণ করবে কি না?

নাজমা। তোমার সঙ্গে আমার কোন সর্ত্ত নেই।

আফজল। তুমি খোদার নামে শপথ করেছিলে—

নাজমা। তুমি ভুল করতে পার, বাঙলার রাজ্ঞী নাজমা বেগম ভুল করে না। তুমি বলদ, বইবার শক্তি তোমার আছে, তাই তোমাকে দিয়ে বহিয়েছি। তাই বলে মিষ্টান্নের স্বাদ তুমি পেতে পারো না।

আফজল। শেরিনা!

নাজমা। শেরিনা নয়, বল 'রাজ্ঞী', হুজরাইন্!

আফজল। আমার কথার জবাব দাও। বল, আমার সঙ্গে যাবে কি না?

নাজমা। না, যাব না। একটা কুৎসিত ডাকাতের সঙ্গে বাঙলার সুলতানী নাজমা বেগম এক পাও যাবে না।

আফজল। তাহলে জোর করেই নিয়ে যেতে হবে?

নাজমা। এত স্পর্দ্ধা। তবে রে শয়তান! [চাবুক মারিল] কে আছো। রক্ষি! প্রহরি! বান্দা! বাঁদী! শয়তানকে বন্দী কর।

আফজল। চুপ, চিৎকার করলে গলা টিপে মেরে ফেলব? [নাজমাকে ধরিতে অগ্রসর]

নাজমা। কে আছো? বান্দা! প্রহরি! শয়তান—

[আফজল নাজমার গলা টিপিয়া ধরিল। নেপথ্যে পিস্তল গর্জ্জন হইল। আফজল নাজমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। নাজমা অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেল।]

আসগার আলির প্রবেশ।

আসগার। কই, কোথায় শয়তান! একি, বেগমসাহেবা! মূর্চ্ছিতা না মৃত? বেগমসাহেবা! তাইত, কি করি! কে আছো, হেকিমকে সংবাদ দাও! বেগমসাহেবা! বেগমসাহেবা! [নাজমার মাথা তুলিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল।]

হোসেন ও সিরাজউদ্দিনের পুনঃ প্রবেশ।

হোসেন। উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেব তাহলে ভূরশুটে ছাউনি ফেলেছে?

সিরাজ। হ্যাঁ জাঁহাপনা!

হোসেন। কে, আসগার আলি? একি! [হাত দিয়া মুখ ঢাকিল]

সিরাজ। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ!

হোসেন। সিরাজউদ্দিন!

সিরাজ। আমি জানতুম জাঁহাপনা। আপনাকে বলিনি, কারণ, আসগার আলি আপনার বিশ্বাসী।

আসগার। [নাজমাকে ধীরে ধীরে শোয়াইয়া, অবনত মস্তকে দাঁড়াইল] জাঁহাপনা!

হোসেন। চুপ্ বিশ্বাসঘাতক শয়তান। আমি যে তোমায় আমার দক্ষিণ হস্তের চেয়েও বেশী বিশ্বাস করেছিলাম, তার কি এই প্রতিদান? তোমাদের মধ্যে আসনাই ছিল জানতাম, আমাদের সাদীর পরও যে তা বর্ত্তমান আছে, তা ত জানতাম না। সিরাজউদ্দিন, এই বেইমানকে বন্দী কর।

[সিরাজউদ্দিন আসগারকে বন্দী করিল।]

নাজমা। [নিজ পরিধেয় সামলাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল] কাকে বন্দী করছো জাঁহাপনা?

হোসেন। তোমার আসিক বেইমান আসগার আলিকে। শয়তানি! রাজ্ঞী হবার যদি এতই বাসনা ছিল, আমায় স্পষ্ট করে বলনি কেন? কেন বলনি যে সিংহাসনটা তোমার চাই? তাহলে সিংহাসনটা অধিকার করে ওই আসগার আলিকেই বসিয়ে দিতুম। আমার জীবনটাকে বিষময় করার কি প্রয়োজন ছিল?

নাজমা। কি বলছ নবাব? কে আমার আসিক? তুমি ছাড়া এ জগতে আর কে আছে আমার?

সিরাজ। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে পারবেন না বেগমসাহেবা! যা ঘটেছে, জাঁহাপনা স্বচক্ষেই দেখেছেন। আপনি বাঙলার রাজ্ঞী—

হোসেন। কে রাজ্ঞী? শয়তানী নাজমা? না। আজ থেকে বেগমের সমস্ত অধিকার আমি কেড়ে নিলুম।

আসগার। জাঁহাপনা! সব অপরাধ আমার, দণ্ড যদি দিতে হয় আমাকেই দিন, বেগমসাহেবার কোন দোষ নেই। [পদতলে পতন]

সিরাজ। রক্ষি! [রক্ষীর প্রবেশ] একে ঘাতকের কাছে নিয়ে যা।

হোসেন। ঘাতক নয়—ঘাতক নয়! যে মুখ দেখে নারীর মন গ'লে যায়, ওর সেই মুখখানা আগুনে ঝলসে দাও! বেঁচে থেকে অনুভব করুক—বিবাহিত নারীর সঙ্গে আসনাই করার ফল কি বিষময়।

আসগার। খোদা! জাঁহাপনার মঙ্গল কর খোদা। সিরাজউদ্দিন, ওস্তাদ খেলোয়াড় তুমি, যাবার সময় তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি একটা সেলাম।

[রক্ষিসহ প্রস্থান।

নাজমা। কোথায় যেন ভুল হয়ে গেল নবাব!

হোসেন। ভুলের সংশোধন হয়, কিন্তু এ ভুলের সংশোধন কি দিয়ে করবে বেগম? তোমার জন্যই আমি বেইমান সেজেছি, সারা দেশ অখ্যাতিতে ভরে গেছে, তাও আমি সহ্য করেছি। কিন্তু তুমি—ওঃ সিরাজউদ্দিন, আজ থেকে এই শয়তানীর স্থান ওই তরফাতয়ালির কাছে।

নাজমা। জাঁহাপনা! জাঁহাপনা! [পদতলে পতন]

হোসেন। হ্যাঁ, উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেব ভূরশুটে ছাউনি ফেলেছে। সে আমায় যুদ্ধে আহ্বান করেছে। করবেই ত! কোন হিন্দু

কি সইতে পারে হিন্দুর উপর এই অত্যাচার? রাজাকে ধর্ম্মচ্যুত করলে বেগম, আর ফল ভোগ করতে হবে আমায়।

সিরাজ। জাঁহাপনার আদেশ পেলে আমি উড়িষ্যারাজ মুকুন্দ-দেবকে উচিত শিক্ষা দিয়ে আসি।

হোসেন। না, তুমি প্রাসাদে থাকবে। যুদ্ধে যাব আমি। হ্যাঁ, সাকর মল্লিক সনাতন মিশ্রকে সংবাদ দিয়েছো?

সিরাজ। দিয়েছিলাম জনাব, তিনি পদত্যাগ করেছেন।

হোসেন। করবেই ত। কোন হিন্দু আর বেইমান হোসেন শা'র নোকরী করবে না। শোন সিরাজউদ্দিন! আমি যতদিন না ফিরে আসি, ততদিন রাজ্য পরিচালনা করবে তুমি! আর যুদ্ধে যদি আমার মৃত্যু হয়—[নাজমার দিকে তাকাইল] যাঁর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দিও!

[প্রস্থান।

সিরাজ। ওগো আমার পূর্ব্ব পুরুষের তেত্রিশকোটি দেবতা, এবার তোমাদের মুখে হাসি ফুটবে। আর একটু অপেক্ষা কর আরও দেখতে পাবে। এ পাশা উল্টে যাবে।

[প্রস্থান।

নাজমা। কিছুক্ষণ আগেও পৃথিবীটা আলোয় ভরা ছিল। কে নিভিয়ে দিলে সে আলো? ওকি! অন্ধকারের মধ্যে ও কে হাসছে? মহারাজ সুবুদ্ধি রায়? তুমি হাসছো? দাঁত বার করে হাসছো? হাসো হাসো! ওখানে কে—খাঁড়া তুলে বিকট মূর্ত্তিতে তেড়ে আসছে? তুমি কি সুবুদ্ধি রায়ের ঠাকুর গৌড়েশ্বরী? জল থেকে কি করে উঠলে মা? না—না, আমায় মেরো না—আমি মরতে পারবো না।

[দ্রুত প্রস্থান।

—:০:—

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। হায়—হায়, প্রাণটা বে-ঘোরে যাবে। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, এখন যাই কোথায়? কালি কৈবল্যদায়িনী মা! পথ বলে দে মা—পথ বলে দে।

অবনী রায়ের প্রবেশ।

অবনী। পালিয়ে কি পরিত্রাণ পাবে ঠাকুর? যম তোমায় স্মরণ করেছে।

জনার্দ্দন। কে, অবনী রায়?

অবনী। হ্যাঁ বিশ্বাসঘাতক!

জনার্দ্দন। আমি বিশ্বাসঘাতক?

অবনী। জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ঘরশত্রু বিভীষণ পেয়েছিল সিংহাসন, আর দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি কি পাবে ঠাকুর?

কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদম্বিনী। পাঠানী পাতুকা!

জনার্দ্দন। চুপ্, কালামুখি! ঢলাঢলি করেও সাধ মিটল না, আবার এসেছিস?

কাদম্বিনী। আসবো না? তুমি মলে মুখে আগুন দিতে হবে না? তাইত নুড়ো নিয়ে ছুটে এলুম।

জনার্দ্দন। মাথা ফাটিয়ে দেব হারামজাদি।

অবনী। এখন চল।

জনার্দ্দন। কোথায়?

কাদম্বিনী। সাতগাঁয়ে?

জনার্দ্দন। খুব যে আদিখ্যেতা দেখছি! আমি সাতগাঁয়ে যাব—আর সবাই মিলে কচুকাটা করবে, কেমন? আমি যাব না।

কাদম্বিনী। যাব না বল্লে ত আর হবে না, আমরা জোর করে নিয়ে যাব।

অবনী। জীবিত না যাও, মৃতদেহটাই সঙ্গে নিয়ে যাব।

জনার্দ্দন। তবে রে পুঁটকে ছোঁড়া। এত বাড় বেড়েছে?

অবনী। তোমার এত বাড় বেড়েছে কেন বল ত? রাজ-কুমারী তোমার বাড়া ভাতে কি ছাই দিয়েছে? কেন তাকে নবাবের বজরায় তুলে দিয়েছ?

জনার্দ্দন। সে আমাকে ঝাঁটা মারবে বলেছে।

অবনী। শুধুই বলেছে, মারাই উচিত ছিল।

জনার্দ্দন। কি? আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আমাকে মারবে ঝাঁটা? ভগবান ঠিক শাস্তি দিয়েছেন।

অবনী। ভগবানের ভুল হয়েছে, তোমাকে ব্রাহ্মণের ঘরে না পাঠিয়ে চামারের ঘরে পাঠানো উচিত ছিল।

জনার্দ্দন। কি, ব্রাহ্মণকে এত হেনস্তা! তবে দেখ্, হতভাগা,

ব্রাহ্মণের তেজ। মনে করেছিস কলিতে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব লোপ পেয়েছে? [উপবীত বাহির করিয়া] ওই দেখ, বট গাছটা কেমন দাউ দাউ করে জ্বলছে। [অবনী ফিরিয়া দেখিতে গেলে, তাহার কোমর হইতে তরবারি তুলিয়া লইল।] শয়তানের ঝাড়! [তরবারি অবনীর বক্ষে বিদ্ধ করিল।]

অবনী। আঃ—

কাদম্বিনী। কুমার।

অবনী। হলো না দিদি—বাঙলা শত্রুহীন হলো না। মাকে বলো, অবনী মরেছে। যদি কাঁদে, তুমি তার চোখ দুটো মুছিয়ে দিও। আর কথা বলতে পাচ্ছি না, চোখে অন্ধকার নেমে আসছে। ঠাকুরমশাই! তুমি দেশদ্রোহিতা করো না। আঃ—দাদা, আর বোধ হয় দেখা হলো না, তুমি বাঙলা মায়ের—[মৃত্যু]

কাদম্বিনী। কি করলে পিশাচ, সদ্য ফোটা গোলাপ অকালে ঝরিয়ে দিলে।

জনার্দ্দন। ঠিকই করেছি কাদম্বিনী! সাপ ছোট হলেও সে সাপ।

কাদম্বিনী। কেন নিষ্ঠুর, কেন? কি অপরাধ করেছিল ওই দুধের ছেলেটা? তুমি সমাজের ওপর অত্যাচার করে বেড়াবে, আর কেউ প্রতিবাদ করলে তাকে ধ্বংস করবে? এত আব্দার ত ভাল নয়।

জনার্দ্দন। সুখে যদি থাকতে চাও কাদম্বিনী, আমার সঙ্গে চলে এস!

কাদম্বিনী। আমি তোমার সঙ্গে যাব,—না তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

জনার্দ্দন। তার অর্থ?

কাদম্বিনী। অর্থ এই যে, আমার সঙ্গে যেতে আমি তোমাকে বাধ্য করব। ঘরশত্রু বিভীষণ হয়ে তুমি যে আর একটা মন্দোদরীর ঘাড়ে চেপে বসবে আমি তা হতে দেব না। [অবনীকে স্কন্ধে লইল] চল! [পিস্তল বাহির করিল]

জনার্দ্দন। বলেছি ত, যাব না। তবু সেই এক কথা। চুলোমুখীকে আমি—[অস্ত্র উত্তোলন] একি, তোমার হাতেও পিস্তল?

কাদম্বিনী। বুনো ওলকে জব্দ করতে বাঘা তেঁতুলই চাই।

জনার্দ্দন। তুমি আমাকে গুলি করবে কাদম্বিনী? আমি তোমার সিঁথির সিঁদুর, হাতের নোয়া, তুমি আমাকে গুলি করতে পারবে?

[এক পা এক করিয়া পিছাইতে লাগিল, কাদম্বিনীও অগ্রসর হইতে লাগিল।]

কাদম্বিনী। দেশের জন্য যদি স্বামীকে হত্যা করতে হয়—তাও করব।

জনার্দ্দন। হায়—হায়—হায়, বে-ঘোরে মরতে হ'লো? কালি কৈবল্যদায়িনী মা! জোড়া পাঁঠা দেব মা—জোড়া পাঁঠা দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

—:•:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদীতীর।

ভদ্রাবতীর প্রবেশ।

ভদ্রাবতী। অবনি! অবনি! ডেকে ডেকে গলা শুকিয়ে গেল। কোথায় গেল ছেলেটা? আঃ, মাথার উপর কাকটা কেবলই ডাকছে। টিকটিকিটা পায়ের ওপর পড়ল। আকাশে মেঘ ডাকছে, চারিদিকে অমঙ্গলের লক্ষণ! যা—যা, গঙ্গায় যা। অবনি! অবনি!

মেদিনী রায়ের প্রবেশ।

মেদিনী। মা! তুমি এখানে কেন মা?

ভদ্রাবতী। মেদিনী! অবনীকে দেখেছিস? ছেলেটা কথা শুনলে না, জনার্দ্দন ঠাকুরের পিছু পিছু ছুটে গেল।

মেদিনী। কেন মা, কি করেছে জনার্দ্দন ঠাকুর?

ভদ্রাবতী। মদিরাকে নবাবের বজরায় তুলে দিয়েছে।

মেদিনী। নবাবের বজরায় তুলে দিয়েছে! মদিরাকে? মা? কেউ কি ছিল না? কেউ তাকে বাধা দিতে পারলে না?

ভদ্রাবতী। কেউ জানতে পারেনি বাবা; যখন জানলে, তখন অবনী অস্ত্র নিয়ে জনার্দ্দন ঠাকুরকে হত্যা করতে ছুটে গেছে।

মেদিনী। পাষণ্ডকে হত্যা করাই উচিত। সে ভেবেছে কি? এমনি করে দেশের সর্ব্বনাশ করবে আর আমরা তাকে ফুল-চন্দন দিয়ে পূজো করব? না—না, তার অনেক অপরাধ আমরা ক্ষমা করেছি, এবারেই তার শেষ।

ভদ্রাবতী। ব্রহ্মহত্যা করো না বাবা।

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলানাথ। কে ব্রাহ্মণ মা? যে ব্রাহ্মণ তার বিত্তি ব্যাসাৎ বিসর্জ্জন দিয়ে প্রাতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, তাকে তোমরা ক্ষমা করলেও ভোলানাথ ক্ষমা করবে না। ব্রহ্মহত্যার পাপ যদি লাগে, নরকে যদি যেতে হয়, যাব; তবু অধর্ম্মচারীকে আমি ক্ষমা করব না।

ভদ্রাবতী। কথা শোন ভোলানাথ। আগে আমার অবনীকে ফিরিয়ে আন। মনটা কেবলি কু গাইছে—বুকটা উথাল পাতাল করছে। জানি না কি সর্ব্বনাশ হবে। ওরে অবনি, ফিরে আয়—ফিরে আয়—

গীতকণ্ঠে মাধবের প্রবেশ।

মাধব। **গীত**

চলে গেছে সে যে অস্তাচলে।
উঠিবে না আর সে সুখরবি, ডুবে গেছে অতল তলে।
মেদিনীর বুকে নেমেছে আঁধার,
ভোরের সে পাখী গাহিবে না আর,
অমানিশা আর হবে না প্রভাত, ভিজালে ধরণী আঁখিজলে।

মেদিনী। কি বলছ মাধব?

মাধব। **পূর্ব্বগীতাংশ**

বলিতে পারি না ভাষা নাহি সরে,
বুক ভেঙ্গে যায় শোকে হাহাকারে,
মরণের ঝড়ে ঝরালো যে হায় মোহন শতদলে।

ভদ্রাবতী। কি হয়েছে মাধব?

মাধব। আমি বলতে পারব না মা, ওই আসছে।

[প্রস্থান ।

জনার্দ্দন পিছু হাঁটিয়া আসিতেছিল, পশ্চাতে অবনীকে স্কন্ধে লইয়া পিস্তলহস্তে কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদম্বিনী। শয়তানকে হত্যা কর ভোলানাথ।

জনার্দ্দন। ওরে বাপ রে, গেছি রে!

ভদ্রাবতী। [মৃত অবনীকে দেখিয়া] কে এ সর্ব্বনাশ করলে? আমার দুধের ছেলেকে হত্যা করলে কে? [অবনীকে বক্ষে লইয়া বসিয়া পড়িল]

কাদম্বিনী। ব্রাহ্মণ বলে যার পায়ের ধুলো নিতেন—সেই পুরোহিত।

ভোলানাথ। [জনার্দ্দনকে ধরিয়া] বল জল্লাদ, কেন হত্যা করেছ? কোন অপরাধে তুমি ওকে হত্যা করলে? [ঝাঁকানি দিল]

ত্রিলোচনের প্রবেশ।

ত্রিলোচন। তুমি বামুন না চাঁড়াল? কচি ছেলের বুকে অস্ত্রাঘাত করতে তোমার হাত উঠল? ওরে বামুনরূপী শয়তান, আজ তোকে আছড়ে মেরে ফেলব।

ভোলানাথ। তুমি জাতির কলংক! তোমাকে বাঁচিয়ে রাখলে বাঙলার মাটি কলংকিত হবে। দেশের মঙ্গলের জন্য আমি তোমার মৃত্যু চাই।

জনার্দ্দন। ওরে বাবারে, ওগো, ও কাদম্বিনি।

কাদম্বিনী। পাপ করেছ, ফল ভোগ করবে না? দেশের মঙ্গলের

জন্য যদি হাতের নোয়া, সিঁথির সিঁদুর মুছতে হয়—মুছব। তবু দেশের মেয়েকে যারা বিদেশীর কামনানলে আহুতি দেয়,তাদের ক্ষমা করব না। রাজা যদি ছেড়ে দেয়, আমি ছাড়ব না। এই গুলিভরা পিস্তলের একটা গুলিতে তোমার ভবলীলা শেষ করে দেব।

জনার্দ্দন। কালী কৈবল্যদায়িনী মা!

ভোলানাথ। [illegible]। হুকুম দাও রাজা। ওর পশুজীবন এখানেই অবসান হোক।

মেদিনী। দাঁড়াও ব্রাহ্মণ! শৈশব হতে অখণ্ড বিশ্বাসে সম্মান দিয়েছি। তুমি আমার কুলপুরোহিত। তোমার অনেক কুকীর্ত্তি আমার নখদর্পণে; তবু এতদিন আমি তোমায় সহ্য করেছি। কিন্তু আর নয়। আজ তোমার বিচারের দিন এসেছে। দেশদ্রোহী বেইমান তুমি। দেশের মেয়েকে বিদেশীর হাতে তুলে দিতে সাহায্য করেছ, এর স্বপক্ষে তোমার কিছু বলবার আছে?

জনার্দ্দন। আমাকে বাঁচাও মেদিনি, আমি ভুল সংশোধন করব।

ভদ্রাবতী। ব্রাহ্মণ অনুতপ্ত, ওকে ক্ষমা কর মেদিনি!

মেদিনী। ক্ষমা? মা, তোমার প্রাণটা কি পাথর দিয়ে গড়া? এর পরও বলছ, ওই ব্রাহ্মণকে ক্ষমা করতে? না মা, আমি ক্ষমা করতে পারব না। জীবনে এই প্রথম তোমার অবাধ্য হব। দেশদ্রোহী পাষণ্ডের জন্য কারো অনুরোধ আমি শুনব না। ভোলানাথ!

ভদ্রাবতী। ওরে, আমি যে মা, তোরা দুজনে আমার বুকের পাঁজর। আজ একটি তার ভেঙ্গে গেল। তবু আমি এই ভাঙ্গা বুক নিয়ে বলছি, ব্রাহ্মণকে মেরো না।

মেদিনী। উত্তম! ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদ করো না ভোলানাথ, যে হাতে ও আমার ভাইকে হত্যা করেছে, ওর সেই হাত দুটো কেটে

নাও। বেঁচে থেকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করুক যে, দেশদ্রোহিতার শাস্তি কি ভীষণ।

কাদম্বিনী। উঃ—ভগবান!

ভদ্রাবতী। মেদিনি, ওরে একি করলি?

ভোলানাথ। চলে আয় পাষণ্ড। [জনার্দ্দনকে আকর্ষণ]

জনার্দ্দন। বাঁচাও মহারাজ, বাঁচাও। কালি কৈবল্যদায়িনী মা!

[ভোলানাথ সহ প্রস্থান।

কাদম্বিনী। সিঁথির সিঁদুর, হাতের নোয়া অক্ষুণ্ণ রেখে আপনি আমাকে শাস্তি দিলেন মহারাজ। ওর জন্য আমাকেই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে। ওযে আমার পতিদেবতা। [প্রস্থান।

মেদিনী। যাও ত্রিলোচন, মৃতদেহ সৎকারের আয়োজন কর।

ভদ্রাবতী। এখানে নয়। যে মাটিতে ও জন্মেছে, যেখানে ওর পূর্ব্বপুরুষেরা ঘুমিয়ে আছে, সেইখানে নিয়ে যাও। এখানে একা কার কাছে থাকবে রে পাগল? প্রাণাধিক, মা হয়ে হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছি তাই কি অভিমানে চলে গেলি? যাবার সময় হয়ত মা মা বলে কত ডেকেছে। হয়ত সাড়া পায়নি, তাই কি শেষবার মা ডাক শুনতে পেলুম না? চল যাদু, শোবে চল।

[মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া প্রস্থান।

মেদিনী। যাও ত্রিলোচন, মাকে বজরায় তুলে দিয়ে এস।

[ত্রিলোচনের প্রস্থান।] যাও বীর, যাও শহীদ! চোখের জল ফেলে তোমার যাত্রাপথ পিচ্ছিল করব না। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় প্রাণ দিয়েছো, তোমার অক্ষয় স্বর্গবাস হোক। তোমার এই আত্মত্যাগ বিফল হবে না। দেশ একদিন স্বাধীন হবে। সেদিন তুমি স্বর্গদ্বার থেকে পুষ্পবৃষ্টি করো। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

মদিরার প্রবেশ।

[নেপথ্যে—মা-মণি—মা-মণি।]

মদিরা। কে ডাকলে? মা-মণি—মা-মণি বলে কে ডাকলে? আমি ছাড়া আর ত কেউ নেই? কে ডাকলে তবে?

ঘনশ্যামের প্রবেশ।

ঘনশ্যাম। আমি গো মা-মণি।

মদিরা। কে, ঘনশ্যাম? ওরে, কি করে এলি তুই?

ঘনশ্যাম। যে বজরায় ওরা তোমাকে এনেছে, সেই বজরার কাঁছি ধরে ভাসতে ভাসতে এসেছি। ক্ষিধে পেয়েছে, নদীর জল খেয়েছি, ঘুম পেয়েছে, চোখে আঙ্গুল গুঁজে দিয়েছি। গৌড়ে যদিই বা এলুম, প্রাসাদে প্রবেশ করবার পথ পাইনি। যেদিকে যাই, সে দিকেই প্রহরীরা তাড়া করে।

মদিরা। এখানে প্রবেশ করলে কি করে?

ঘনশ্যাম। পথ না পেয়ে—ক্লান্ত হয়ে নদীর ধারে বসে আছি, ঘুম আর ক্ষিধেতে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে, এমন সময় দেখলুম কতকগুলো মানুষের পায়ের দাগ। সেই পায়ের দাগ ধরে চলতে সুরু করলুম। কিছুদূর যেতেই দেখলুম একটা বিরাট সুড়ঙ্গ।

মদিরা। সুড়ঙ্গ! কোথায়?

ঘনশ্যাম। নদীর ধার থেকে ওই বাগানটায় এসে শেষ হয়েছে। মা-মণি, চল ওই সুড়ঙ্গ পথেই আমরা পালিয়ে যাব।

মদিরা। হ্যাঁ রে ঘনশ্যাম, রাজা কি শুনেছে এরা আমায় চুরি করে এনেছে ?

ঘনশ্যাম। তা ত জানি না।

মদিরা। বোধ হয় শোনেনি। আর শুনলেই বা সে ছুটে আসবে কেন ? মদিরা তার কে ? দুদিনের জানাশোনা বই ত নয়।

ঘনশ্যাম। আর যাকে যাই বল মা-মণি, আমাদের রাজার সম্বন্ধে ও কথা বলো না। নিজের জন্যে তিনি কখনও ভাবেন নি, পরের জন্যই তার চিন্তা। এবার চল, আর দেরী করো না। কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, এখনি হয়ত কেউ এসে পড়বে।

মদিরা। চল।

ঘনশ্যাম। এই ছুরিটা সঙ্গে রাখ। বিপদে আপদে অনেক সাহায্য করবে।

মদিরা। কোথায় পেলে এই ছুরি ?

ঘনশ্যাম। সুড়ঙ্গ পথে পড়েছিল, কুড়িয়ে এনেছি। চলে এস।

নেপথ্যে। রাজকুমারি !

মদিরা। আর যাওয়া হল না ঘনশ্যাম, কে এসে পড়েছে। তুই এখানে লুকিয়ে পড়।

ঘনশ্যাম। কোথায় লুকোব ? কোথাও ত লুকোবার স্থান নেই।

মদিরা। দরজার পাশে লুকিয়ে পড়। পরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাবি। [ঘনশ্যামের তথাকরণ] "~~যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্~~"।

সিরাজউদ্দিনের প্রবেশ।

সিরাজ। রাজকুমারি!

মদিরা। "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্ ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

সিরাজ। কে এসেছিল রাজকুমারি? কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

মদিরা। কেউ ত আসেনি? আমি গীতাপাঠ কচ্ছি। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

সিরাজ। জবাব দাও। বল, কে এসেছিল?

মদিরা। জানি না।

সিরাজ। সব জান, বলবে না। কাদা শুদ্ধ পায়ের দাগ কার? বল, কে এসেছে? কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছ?

মদিরা। বলব না।

সিরাজ। মদিরা!

ঘনশ্যামকে লইয়া রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। হুজুর, এই ছেলেটা ছুটে পালাচ্ছিল।

ঘনশ্যাম। হাত ছেড়ে দিয়ে কথা বল। ভেঙ্গে গেলে দাম দিতে হবে।

সিরাজ। অস্ত্রটা কেড়ে নে রক্ষি! [রক্ষীর তথাকরণ] কে তুই?

ঘনশ্যাম। মানুষ।

সিরাজ। তা ত দেখতেই পাচ্ছি। কার ছেলে তুই?

ঘনশ্যাম। বাপ মায়ের।

সিরাজ। এখানে এসেছিস কেন?

ঘনশ্যাম। তোমাদের দেখতে। শুনলুম, যমরাজ নাকি তোমাদের জন্যে একটা নূতন নরক করেছেন, তাই দেখতে এলুম লোকগুলো কেমন।

সিরাজ। তুই মেদিনী রায়ের গুপ্তচর?

ঘনশ্যাম। কি করে বুঝলে? তুমি বুঝি জ্যোতিষী জান? আমার হাতটা একবার দেখ ত জ্যোতিষ,—আমার হাতে কটা শত্রুর মাথা যাবে?

সিরাজ। যা রক্ষি, ওকে কারাগারে নিয়ে যা। তিনদিন পরে শিরশ্ছেদ হবে।

ঘনশ্যাম। আহা, কি দয়া তোমার জল্লাদের পো! বাপ বুঝি পাঁঠা-কাটা কসাই ছিল?

সিরাজ। নিয়ে যা রক্ষি!

মদিরা। ঘনশ্যাম!

ঘনশ্যাম। ভয় নেই মা-মণি! ভগবানকে ডাক; যার কেউ নেই, তার সহায় ভগবান।

[রক্ষিসহ প্রস্থান।

মদিরা। কেউ কি নেই এই অভাগাকে রক্ষা করে?

সিরাজ। রাজকুমারী মদিরা! তুমি বাঁচতে চাও। না মরতে চাও? বাঁচতে চাইলে আমাকে সাদী কর। আমি তোমার সব অপরাধ মার্জ্জনা করব।

মদিরা। কি বল্লি শয়তান?

সিরাজ। মিথ্যা সংবাদ দিয়ে নবাব হোসেন শাকে দূরে পাঠিয়েছি,

সেখানেই হবে তার মৃত্যু। মৃত্যু সংবাদ পেলেই আমি বাংলার নবাব বলে ঘোষণা করে দেব। আমি তোমাকে বঙ্গেশ্বরী করব—যদি তুমি আমার হাত ধরে পাশে এসে দাঁড়াও।

মদিরা। চুপ কর—চুপ কর! পৃথিবী শুনতে পেলে এখনি চৌচির হয়ে তোমাকে রসাতলে পাঠাবে।

সিরাজ। তোমাকে নিয়েই আমি রসাতলে যাব। সে দিন আমাকে চড় মেরেছিলে, সে স্পর্শ আজও ভুলিনি। তাই আজ খুব নিকট করে সে পরশ পেতে চাই। এস, ধরা দাও মদিরা! [সিরাজউদ্দিন যতখানি অগ্রসর হইতেছিল, মদিরা ততখানি পশ্চাতে যাইতেছিল।] মদিরা!

মদিরা। [ছুরি বাহির করিয়া] মর্ তবে পাষণ্ড। [ছুরিকাঘাতের উদ্যোগ]

সিরাজ। [ছুরি কাড়িয়া নিয়া] এ হাতে ছুরি মানায় না। এ হাত থাকবে আমার বক্ষে। [বক্ষে হাত স্থাপন করিল]

নাজমার প্রবেশ।

নাজমা। সিরাজউদ্দিন!

সিরাজ। [ছাড়িয়া দিয়া] আঃ! তুমি আবার এ সময়ে কেন এলে বেগম? যাও—যাও, নবাব সাহেবের জন্যে কেমন কবর খোঁড়া হয়েছে দেখে এস।

নাজমা। সে কবরে কে যাবে? নবাব হোসেন শা'—না মনসবদার সিরাজউদ্দিন খাঁ?

মদিরা। সিরাজউদ্দিন খাঁ!

নাজমা। শয়তান! কৌশলে আমাকে আয়ত্ত করেছ, আমার

মিথ্যা সংবাদ দিয়ে নবাবকে দূর দেশে পাঠিয়েছ, তাকে হত্যা করবার জন্য। কিন্তু খোদা ত অন্ধ নন, তাঁর মেহেরবানি যদি সত্য হয়, সেই গুপ্ত ছুরি ঘুরে এসে তোমার বুকেই বিদ্ধ হবে।

মদিরা। খোদা সত্য, ভগবানও মিথ্যা নয়। আমি কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনাই কচ্ছি।

সিরাজ। শোন বেগম, সংবাদটা আগে প্রাসাদে এসে পৌছক, তারপর দেখ্‌বো তুমি কত অভিশাপ দিতে পার। তোমার শাস্তিও তোলা রইল। দুদিন পরে তোমাকেও পাঠাব আমার সৈন্যদের উপভোগ করতে।

নাজমা। সিরাজউদ্দিন! মৃত্যু তোমায় ডাক দিয়েছে।

সিরাজ। তরফাওয়ালী বেগম, তরফার মহড়া দাও গে যাও! আজ সন্ধ্যায় জলসাঘরে রইল তোমার নিমন্ত্রণ।

নাজমা। ওরে বেইমান, ওরে নেমকহারাম! আজ আমার বেগমের ক্ষমতা নেই ব'লে তোর এত বাড় বেড়েছে? তুই কি ভেবেছিস আমি এতই অসহায়? না মূর্খ। এখনও প্রহরীরা আমায় সেলাম দেয়, এখনও দ্বারীরা দ্বার ছেড়ে দাঁড়ায়। এখনও আমি সেই তুর্কী নাজমা বেগম। আমার একটা ইঙ্গিতে তোর ওই উদ্ধত মাথাটা স্কন্ধচ্যুত হয়ে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে। কই হ্যায়? [রক্ষীর প্রবেশ] পরাও শৃঙ্খল! [রক্ষী সিরাজউদ্দিনের দিকে তাকাইয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রইল] ওকি, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? পরা শৃঙ্খল—নিয়ে যা শয়তানকে।

সিরাজ। [হাস্য] হাঃ হাঃ-হাঃ!

নাজমা। রক্ষি!

সিরাজ। বৃথা চীৎকার করে লাভ হবে না নাজমা বেগম।

রক্ষি! রাজকুমারীকে নিয়ে যা, বিদ্রোহীদের জন্য যে কারাগার তৈরী করেছি ওকে সেই কারাগারে নিয়ে যা। তিন দিন পরে প্রকাশ্য সভায় ওকে মৃত্যুদণ্ড দেব। যাও রাজকুমারি, আমার প্রস্তাব যখন প্রত্যাখ্যান করেছ,—তখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

মদিরা। আজ আবার নূতন করে কি মৃত্যু দেবে শয়তান? আমার মৃত্যু সেইদিনই হয়ে গেছে, যেদিন প্রতারণা করে আমার পিতাকে বন্দী করেছিলে, আমাকে করেছিলে বিতাড়িত। আমি এখনও মরিনি পিশাচ। আমি মরবো সেইদিন, যেদিন তোমাদের মাথাগুলো দেহচ্যুত হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি যাবে।

নাজমা। রাজকুমারি,—

মদিরা। নাজমা, তোমার এই অবস্থা দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে যতখানি, খুসিতে মনটা ভরে উঠছে ততখানি। আজ যদি মরি এই আশ্বাস নিয়ে মরব যে, একজনের শাস্তিটা অন্ততঃ চোখে দেখে গেলুম।

[রক্ষিসহ প্রস্থান।

নাজমা। মনসবদার! আমি নিজের জন্যে কখনও অনুরোধ করিনি, রাজকুমারীর জন্য আজ আমার চোখের জল বাধা মানছে না। তুমি ওকে মুক্তি দাও সিরাজউদ্দিন!

সিরাজ। অসম্ভব!

নাজমা। আমি বাংলার রাজ্ঞী। আর কেউ সে মর্য্যাদা না দিলেও তুমিও কি দেবে না সিরাজ? একদিনের জন্যও ত আমার আদেশ নত মস্তকে পালন করেছ। তোমার চক্রান্তেই আজ আমি বেগমের ক্ষমতা হারিয়েছি। কিন্তু তুমি ত জান, আমার সততার পরিচয়।

সিরাজ। এ রাজনীতি বেগমসাহেবা। এ নীতির মধ্যে তুমি পা দিও না। তোমার স্থান শুধু হারেমের মধ্যে, কুটিল রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে নয়।

[প্রস্থান।

নাজমা। নাজমা বেগম কি মরে গেছে, না বেঁচে আছে? একটা পা-চাটা কুকুরের চক্রান্তে সে কি এতই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে? জেগে ওঠো—জেগে ওঠো তুর্কী রমণি! প্রতিহিংসা তোমার মূল মন্ত্র—সে কথা ভুললে চলবে না। মদিরাকে বাঁচাতেই হবে। নিজের আসিকের জন্যে তুমি যেমন প্রাণ দিতে পারো, তেমনি পরের আসিককে বাঁচানো তোমার কর্ত্তব্য। ভয় নেই রাজকুমারি, আমি বেঁচে থাকতে তোমার গায়ে কেউ কাঁটার আঁচড় দিতে পারবে না।

[প্রস্থান।

—:•:—

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

গীতকণ্ঠে কৃষকের প্রবেশ।

কৃষক। গীত।

আকাশ গাঙে কে ভাসালে জমাট মেঘের ভেলা রে।
অন্ধকারের ওড়না ঢাকা মেঘলা দিনের বেলা রে।
গুড়্ গুড়্ গুড়্ ডাকছে যে মেঘ নাইকো ফোঁটা পানি
আমার ঘরের দাওয়ায় বসে ভাবছে আমার জানি,
উতলা তার মনে বুঝি ভালবাসার জ্বালা রে।

আসগার আলির প্রবেশ।

আসগার। আর কত দূর? ভূরশুট আর কত দূর? কৃষক, তুমি কি বলতে পার ভূরশুট আর কত দূর?

কৃষক। কে-য়ে-য়ে-য়ে,—ভূ-উ-উ-উ-ত।

[সভয়ে প্রস্থান।

আসগার। আঃ, খোদা! একি করলে খোদা? যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই ভয়ে পালিয়ে যায়। কোথায়—কোথায় তুমি নবাব হোসেন শা'? হুঁশিয়ার! গুপ্তঘাতক তোমার পেছু নিয়েছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এখনই ঝড় উঠবে, প্রবল বেগে বর্ষণ সুরু হবে। না, আর পাচ্ছি না, এখানে একটু বিশ্রাম করি। খোদা, দোয়া কর দোয়া কর। [উপবেশন]

ছদ্মবেশে আফজল খাঁর প্রবেশ।

আফজল। এতখানি পথ অনুসন্ধান করে এলুম, কোথাও দেখতে পেলুম না। তবে কি সে সংবাদ পেয়েছে যে, গুপ্তঘাতক তার পেছু নিয়েছে? তাই কি গা ঢাকা দিলে? ওই ত পদাতিক সৈন্যরা আসছে। নিশ্চয়ই ওদের পেছনে আছে। নবাব হোসেন শা'! দুনিয়ার দেনা-পাওনা আজ তোমার শেষ। [প্রস্থানোদ্যোগ]

আসগার। [পথ আগলাইয়া] দাঁড়াও! আগে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া কর, তারপর নবাবের দিকে হাত বাড়িও।

আফজল। কে তুমি?

আসগার। তোমার দুশমন।

আফজল। তামাম দুনিয়ায় মেরে দুশমন কৈ হ্যায়? সব কৈ কো দুশমন ম্যায় হুঁ। রাস্তা ছোড়। জলদি ছোড়।

আসগার। না।

আফজল। সিপাহশালার আসগার আলি? এখনও বেঁচে আছ তুমি?

আসগার। তোমার মৃত্যুটা না দেখেই কি মরব?

আফজল। তোমার সঙ্গে আমার কথা ছিল—আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্যই যখন এক, তখন পথও এক হওয়া উচিত।

আসগার। তার অর্থ?

আফজল। তুমি নাজমাকে চাও, আর—

আসগার। কে বললে?

আফজল। বলবে আবার কে? আমি সব জানি। আর আমার উদ্দেশ্যও তাই। বলছিলুম—

আসগার। তুমিই হাবসী দস্যু আফজল খাঁ?

আফজল। চিনতে যখন পেরেছ, তখন আর গোপন করে লাভ নেই, খুলেই বলি।

আসগার। আর বলতে হবে না দস্যু। অস্ত্র নাও। [তরবারি নিষ্কাশন]

আফজল। কি হল? আরে কথাটাই শোন! সিরাজউদ্দিন—

আসগার। কোন কথা নয়। অস্ত্র নাও নির্ব্বোধ! তোমাকে বন্দী করে আমি নবাবের কাছে পাঠিয়ে দেব। তোমার বিষ দাঁত আর কখনও যেন মানুষের বুকে বিঁধতে না পারে।

আফজল। ওঃ—একটু খেলতে চাও? বেশ, তবে এস। [উভয়ের যুদ্ধ, পরে আসগার আলি পড়িয়া গেল] কি হল? আর সামলাতে পারলে না? ~~পারবে কি করে? মনে এতবড় ঘা নিয়ে কি যুদ্ধ করা যায়?~~ তোমাকে মারব না। তুমি ত এমনিতেই আধমরা হয়ে আছ। বাকি রইল হোসেন খাঁ। ওটাকে সরাতে পারলেই কাজ হাল্কা হয়ে যাবে। আচ্ছা, সেলাম আসগার আলি।

[প্রস্থান।

আসগার। ওঃ, খোদা! নিষ্পাপ নবাবকে বাঁচাতে শক্তি দাও খোদা!

গীতকণ্ঠে হরিদাসের প্রবেশ।

হরিদাস। **গীত**

নাও চেয়ে নাও যত তোমার হয়গো প্রয়োজন।
দেবার তরেই দিবারাত্রি তাঁর যে আয়োজন॥

চাওয়ার মত চাইলে পরে,
সব কিছু সে দেয় যে ধরে,
তার মত আর নেইক কোন উদারচেতা মহাজন॥

হরিদাস। দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ, তাই খোদার কাছে শক্তি চাইছ। তা একটু ভাল করে চাও। তিনি ত দেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছেন।

আসগার। কি ভাবে চাইতে হয়, তা ত জানি না।

হরিদাস। এখনও চাইতে শেখনি? তা আমার কাছ থেকে নেবে?

আসগার। তুমি আমাকে শক্তি দেবে ঠাকুর?

হরিদাস। দেব। আমায় স্পর্শ কর।

আসগার। [স্পর্শ করিয়া] আঃ! [মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল]

হরিদাস। হরি, আমায় রক্ষা কর—হরি, আমায় রক্ষা কর।

[কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান।

হোসেন শার প্রবেশ।

হোসেন। বিপদসঙ্কুল পথে মিথ্যা সংবাদ দিয়ে যুদ্ধের নামে দূরে পাঠানোর উদ্দেশ্য কি? তবে কি সিরাজউদ্দিনের মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে? তাহলে ত যে কোন মুহূর্ত্তে সর্ব্বনাশ ঘটতে পারে। দ্রুত চল সৈন্যগণ। দ্রুত চল।

আফজল খাঁর পুনঃ প্রবেশ।

আফজল। যেতে হবে না নবাব—[ছুরিকাঘাতে উদ্যোগ, আসগার উঠিয়া পেছন হইতে আফজলকে বাঁধিয়া ফেলিল]

হোসেন। [পিস্তল তুলিয়া] একি, কে তোমরা?

আসগার। সিরাজউদ্দিনের প্রেরিত গুপ্তচর। আপনাকে হত্যা করতে এসেছে।

হোসেন। সিরাজউদ্দিন আমায় গুপ্তহত্যা করতে চায়! আর তুমি! তুমি কে? কণ্ঠস্বর পরিচিত, মুখ বিদগ্ধ, তবে তুমিই কি আসগার আলি? তুমি ছুটে এসেছ আমার জীবন রক্ষা করতে? তবে কার দোষ? খোদা! একি লীলা তোমার? যার বুকে বাজ হেনেছি, সে আজ নিজের জীবন বিপন্ন করে ছুটে এসেছে আমায় বাঁচাতে। আর যাকে সম্মানের উচ্চ শিখরে স্থান দিয়েছি, সে চায় আমায় হত্যা করতে।

আসগার। জনাব!

হোসেন। আসগার আলি, তুমি আমায় অক্ষয় কবচের মত ঘিরে রাখতে চেয়েছিলে, ষড়যন্ত্রকারীর ছলনায় ভুলে আমি তোমার বুকে আঘাত করেছি। আমি মহাপাপী, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর বন্ধু!

আসগার। আমায় অপরাধী করবেন না জনাব! আপনি খোদার প্রতিভূ; আপনাকে আমি খোদাই মনে করি। আমাকে যে শাস্তি দিয়েছেন—তার জন্য আমি এতটুকু বিচলিত নই। কিন্তু আপনি আমায় অবিশ্বাস করেছেন, এতে আমার বুকটা ভেঙ্গে গেছে জনাব। আজ যদি মরি, এই আশ্বাস নিয়েই মরব জাঁহাপনা, যে আমার হারানো বিশ্বাস আবার ফিরে পেয়েছি।

হোসেন। আমি তোমায় মরতে দেব না আসগার। চারিদিকে চেয়ে আমি একজন আত্মীয়ের মুখ দেখতে পাই না। একজন বন্ধুও আমার নেই। তুমিই আমার আত্মীয়, তুমিই আমার বন্ধু। হে

সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ, হে কর্ম্মবীর, আমি তোমাকে মরতে দেব—না। আমার যদি কোন সুকৃতি থাকে, তার বিনিময়ে তুমি নিরাময় হয়ে ওঠ। যার জন্য তোমার আজ এই অবস্থা, তার চরম শাস্তি দেখবার জন্য খোদা তোমায় বাঁচিয়ে রাখুন। চল আসগার, প্রাসাদে ফিরে চল।

আসগার। প্রাসাদে নয় জনাব। আর আমায় রাজনীতির কঠিন বাঁধনে বাঁধবেন না। আজ আমি মুক্তি পথের যাত্রি। এ পথে অন্ধকার নেই জাঁহাপনা, আছে শুধু আলো। তাই ত আজ বিদায় চাইছি জনাব, আমায় বিদায় দিন, বিনিময়ে নিন গরীব বান্দার লাখ লাখ সেলাম।

[প্রস্থান।

হোসেন। বল ঘাতক, শয়তান সিরাজউদ্দিন তোমার হাতে তুলে দিয়েছে এই গুপ্ত ছুরি?

আফজল। সিরাজউদ্দিনের আদেশে হাবসী আফজল খাঁ মাথা নোয়ায় না হোসেন খাঁ। ইচ্ছা ছিল তোমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব। তুমি আমার সে সাধে বাদ সেধেছ, আমার আশার রূপ-মহল ভেঙ্গে চুরমার করেছ, আমার শেরিনাকে তুমি প্রলোভন দেখিয়ে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ। ইচ্ছা ছিল, চরম প্রতিশোধ নেব। কিন্তু খোদা বিরূপ।

হোসেন। তুমিই হাবসী দস্যু আফজল খাঁ? তোমারই নামে বাঙলার ঘরে ঘরে আতংক? তুমিই বাঙলার পথে-প্রান্তরে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছ? যাকে গ্রেপ্তার করতে বাঙলার রাজশক্তি লক্ষ মুদ্রা ঘোষণা করেছে, সেই তুমি? কে আছ? [সৈনিকের প্রবেশ] যাও, নিয়ে যাও শয়তানকে।

আফজল। মরার বেশী আর ত কিছু হবে না হোসেন খাঁ।

[সৈনিকসহ প্রস্থান।

হোসেন। সিপাহশালার হোসেন খাঁ, কেন তুমি নবাব হলে? কি অভাব ছিল তোমার? দেশজোড়া মানের কেল্লা, অখ্যাতির আঘাতে ভেঙ্গে চূরমার হয়ে গেছে। সার্ব্বজনীন ভালবাসা নিপীড়িত মানুষের নিঃশ্বাসে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বাকি আছে শুধু দেহটা। এও থাকবে না। এখনও সাবধান হও হোসেন খাঁ—এখনও সাবধান হও!

সুবুদ্ধি রায়ের প্রবেশ।

সুবুদ্ধি। কোথায় হোসেন খাঁ? কোথায় সে নরাধম? আমাকে সে ধর্ম্মচ্যুত করেছে। মেয়েটা ধর্ম্ম রক্ষার জন্য নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছিল; সেখান থেকেও তাকে চুরি করে এনেছে। কোথায় সেই পাষণ্ড? আমি তাকে হত্যা করব।

হোসেন। অপরাধী আপনার সম্মুখে, তাকে শাস্তি দিন মহারাজ। অস্ত্র যদি না থাকে, এই নিন অস্ত্র। সাতটা গুলি ভরা আছে, এক আওয়াজেই তার ভবলীলা শেষ করে দিন। [পিস্তল দিল]

সুবুদ্ধি। কে হোসেন খাঁ? কোন হোসেন খাঁ তুমি? আমি যাকে চিনি, তার ত এ মূর্ত্তি নয়। চক্ষু কোটরগত, মুখে বিষাদের ছায়া; এ কোন হোসেন খাঁ? তোমাকে আমি হত্যা করব কেন? না না, সে আমি পারব না। আত্মহত্যা করতে হয় নিজের বুকে নিজে গুলি কর! না হয় নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়। আমাকে পাপের ভাগী করতে চাও কেন? না—না, সে আমি পারব না।

হোসেন। মহারাজ, আমিই সেই হোসেন খাঁ। আপনার স্নেহ-সাম্রাজ্যের যে ছিল অধিপতি, সেই হোসেন খাঁ আপনার সম্মুখে।

আমিই আপনার সাজান বাগান ধূলিস্মাৎ করেছি; আমিই আপনার শান্তির প্রাসাদ ভেঙ্গে চূরমার করেছি।

সুবুদ্ধি। কেন করলে নির্ব্বোধ! সিংহাসনটা ত আমি তোমার জন্যই রেখেছিলাম, একবার চাইলেই ত পেতে। জোর করে ছিনিয়ে নেবার কি প্রয়োজন ছিল? না না, আমি তোমাকে ক্ষমা করব না। পুত্রাধিক স্নেহে পালন করেছিলাম, পর তুমি, তোমাকে আপন করেছিলাম। সেই সুযোগে তুমি আমার সর্ব্বনাশ করেছ। বল বেইমান, কি শাস্তি চাও তুমি?

হোসেন। মৃত্যু।

সুবুদ্ধি। উত্তম, আমি তোমাকে প্রাণদণ্ড দিলুম। মরবার জন্য প্রস্তুত হও হোসেন খাঁ। [পিস্তল বাগাইয়া ধরিল]

দ্রুত আব্বাসের প্রবেশ।

আব্বাস। ক্ষান্ত হন—ক্ষান্ত হন মহারাজ! [হোসেনকে আগলাইয়া দাঁড়াইল]

সুবুদ্ধি। কে তুমি?

আব্বাস। মহারাজ, জাঁহাপনার প্রাণদণ্ডের আগে রাজকুমারীকে রক্ষা করুন।

হোসেন। কেন? কি হয়েছে রাজকুমারীর?

আব্বাস। বেইমান সিরাজউদ্দিন তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছে। কাল প্রত্যুষেই হবে তার শিরশ্ছেদ।

সুবুদ্ধি। কোথায় মদিরা?

আব্বাস। কারাগারে।

হোসেন। আমি যাকে হারেমে রাজকীয় সম্মানে রেখেছিলুম, বেইমান তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে? মহারাজ, আপনার

দণ্ডাদেশ মাথায় রইল। আগে রাজকুমারী মদিরাকে রক্ষা করি, তারপর ফিরে এসে আপনার দণ্ড নেব।

সুবুদ্ধি। আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম হোসেন খাঁ, তুমি মদিরাকে রক্ষা কর।

হোসেন। চল আব্বাস!

আব্বাস। কিন্তু প্রাসাদে প্রবেশ করবেন কি করে জনাব?

হোসেন। কেন?

আব্বাস। হাজার হাজার সৈন্য দিয়ে সে প্রাসাদ ঘিরে রেখেছে। এমন কি আপনিও যদি ফিরে আসেন জনাব, আপনাকেও প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেবে না।

হোসেন। দখল দরওয়াজা, লুকোচুরি ফটক, কোতয়ালি দরওয়াজা সব প্রহরিবেষ্টিত! পথ নেই আব্বাস—কোনদিকে পথ নেই?

আব্বাস। না জনাব।

ঘনশ্যামের প্রবেশ।

ঘনশ্যাম। প্রাসাদের গুপ্তপথ আমার জানা আছে জাঁহাপনা।

সুবুদ্ধি। কে তুমি?

ঘনশ্যাম। আমি ঘনশ্যাম। রাজা মেদিনী রায়ের চাকর। সিরাজ-উদ্দিন আমাকেও কয়েদ করেছিল। বেগমসাহেবা আমাকে গোপনে মুক্তি দিয়েছে। রাতের অন্ধকারে আমি সুড়ঙ্গ-পথে পালিয়ে এসেছি।

হোসেন। সুড়ঙ্গ? কোথায় সুড়ঙ্গ?

ঘনশ্যাম। প্রাসাদের পেছনে জঙ্গলের মধ্যে।

হোসেন। সুড়ঙ্গ-পথে প্রাসাদে প্রবেশ করা যাবে?

ঘনশ্যাম। যাবে জনাব। সেখান দিয়েই আমি প্রবেশ করেছি আর ৎখান দিয়েই পালিয়ে এসেছি। মহারাজ মেদিনী রায়কেও সংবাদ

দিয়েছি। সৈন্যসামন্ত নিয়ে তিনি প্রাসাদের দিকে ছুটে আসছেন। আর দেরী করবেন না। মেদিনী রায় পৌঁছবার আগেই আপনাদের সেখানে উপস্থিত হতে হবে। নইলে রাজকুমারীকে রক্ষা করতে পারবেন না।

হোসেন। ঝড়ের বেগে চল আব্বাস—ঝড়ের বেগে চল।

[আব্বাস সহ প্রস্থান।

সুবুদ্ধি। বালক, আমরা সেখানে পৌঁছান পর্য্যন্ত মদিরা বেঁচে থাকবে ত? আমি তার মুখে পিতৃসম্বোধন শুনতে পাব ত? চল বালক, ছুটে চল।

ঘনশ্যাম। আপনারা যান মহারাজ। আমার যাওয়ার শক্তি নেই। রাতের অন্ধকারে আসার সময় পায়ে কিসে একটা ছোবল দিয়েছে। কাপড় ছিঁড়ে পা বেঁধে এতখানি পথ এসেছি, আর চলার শক্তি নেই মহারাজ। শরীর অবশ হয়ে আসছে।

সুবুদ্ধি। বালক!

ঘনশ্যাম। মা-মণিকে আমার প্রণাম জানাবেন। আর বিলম্ব করবেন না, যান—আমার মা-মণিকে রক্ষা করুন—তাঁকে বাঁচান।

সুবুদ্ধি। ভগবান, যারা নির্য্যাতিতকে রক্ষা করে, তাদের তুমি দেখো! [প্রস্থান।

ঘনশ্যাম। মা-মণি, আর তোমার সঙ্গে দেখা হল না। দিদি, তুই কোথায়? আমার হাত ধর্ দিদি! আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে—হাত ধর্ দিদি—হাত ধর্। গা ঝিম্ ঝিম্ করছে, মাথায় বিশ মণ বোঝা কে চাপিয়ে দিলে? কে আছ, একটু জল—একটু জল দাও।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য।

গৌড়ের প্রাসাদ।

সিরাজউদ্দিন ও নাজমার প্রবেশ।

সিরাজ। না—না, হবে না। তোমাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আজ আমি জল্লাদ সেজেছি। মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়েছি। হিন্দুরা করেছে পদাঘাত, মুসলমানরা আপনজন বলে আশ্রয় দিয়েছে। কারো ওপর মমতা নেই। আমাকে অনুরোধ করা বৃথা।

নাজমা। অনুরোধ নয়—আদেশ! পদলেহী কুকুর তুমি, তোমার কাছে অনুরোধ করবে নাজমা বেগম? ভাগ্যদোষে আমার ক্ষমতা তুমি কেড়ে নিয়েছ, তা বলে তুমি আমায় অসহায় মনে করো না সিরাজউদ্দিন। আমি তুর্কী রমণী, প্রতিহিংসাই আমার পঞ্জরাস্থি। একফোঁটা খুনের বদলে আমরা দশফোঁটা খুন না নিয়ে ছাড়ি না। আমি এখনও মরি নি দস্যু! আমি বেঁচে থাকতে তুমি রাজ-কুমারীর সর্ব্বনাশ করতে পারবে না।

সিরাজ। বেগম!

নাজমা। চুপ কমবক্ত! আমাকে বেগম বলে সম্বোধন করবার অধিকার একমাত্র নবাবের, নবাবের পা চাটা গোলামের নয়।

সিরাজ। তোমার নবাব সাহেব এতক্ষণে কবরের পথে। দাসী বাঁদী হয়ে তুমি যদি বেঁচে থাকতে চাও ত ভাল, নইলে তোমার

নসীবে অশেষ দুঃখ আছে। এখন যাও, আমায় বিরক্ত করো না। আগে রাজকুমারীর ব্যবস্থা করি, তারপর করব তোমার।

নাজমা। তোমারও দিন ঘনিয়ে আসছে সিরাজউদ্দিন! এত পাপ পৃথিবী সহ্য করবে না। খোদার কাছে আমার এই আরজ, কাল প্রভাতের সূর্য্য যেন তোমায় না দেখে। আমি মরে যাব, নবাবকেও হয়ত গুপ্তহত্যা করবে। তবুও তোমার নিস্তার নেই। সিরাজউদ্দিন তোমার দর্প চূর্ণ করতে স্বয়ং খোদা এগিয়ে আসছেন। আমরা বিদেশী, আমাদের হাতে বাঙলা আর কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; তুমি বাঙালী হয়ে বাঙলার সর্ব্বনাশ করেছ, বাঙালীরা তোমায় ক্ষমা করবে না।

সিরাজ। সে বোঝা-পড়া আমি করব; তুমি বিদেশী, তার জন্য তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। আমার দেশের লোকেরা আমাকে আঘাত করলেও আবার তারাই আমার চোখ মুছিয়ে দেবে। মারতে হয় তারাই আমার গলা টিপে মারুক; তবু তোমার যূপকাষ্ঠে আমি মাথা গলিয়ে দেব না। সমাজের নিষ্ঠুরতার সুযোগ নিয়ে তোমরা আমায় আঘাত করেছ। হিন্দু আমি, আমাকে মুসলমান বানিয়েছ। আমি এর চরম প্রতিশোধ নেব।

নাজমা। নিতে হয় আমাদের ওপর নাও, কিন্তু রাজকুমারীকে মুক্তি দাও সিরাজ।

সিরাজ। অসম্ভব! আমার পৈশাচিক অত্যাচারে বাংলার মানুষগুলোই শুধু জেগেছে। এখনও গাছপালা ভেঙ্গে আমার মাথায় পড়ছে না, পাথরগুলো ছিটকে এসে আমার বুকে আঘাত করছে না। রাজকুমারীকে হত্যা করে আমি তাদের জাগিয়ে দেব। তাদের

সচেতন করে দেব, যাতে তোমাদের মত বিদেশীরা আর বাঙলার মাটিতে স্থান না পায়।

নাজমা। কিন্তু এ নিষ্ঠুরতার কি প্রয়োজন?

সিরাজ। নিদ্রামগ্ন বাঙালীকে জাগিয়ে তুলব। এ পৈশাচিকতার উদ্দেশ্য হিন্দু তার দুর্ব্বল স্থানগুলো আবার সবল করে তুলবে।

নাজমা। কিন্তু এর জন্য তোমাকেও মরতে হবে মূর্খ।

সিরাজ। আমার মৃত্যু সেইদিনই হয়ে গেছে বেগম, যেদিন ব্রাহ্মণ শিবচরণ শর্ম্মা হয়েছে সিরাজউদ্দিন। সমাজ আমায় ত্যাগ করেছে, স্ত্রী-পুত্র চোখের ওপর না খেয়ে মরেছে, ধর্ম্ম যাকে ধরে রাখতে পারলে না—তার বাঁচার কোন প্রয়োজন নেই। সে মরবে। আর মরবার জন্যই এই প্রস্তুতি।

নাজমা। সিরাজউদ্দিন!

সিরাজ। সিরাজউদ্দিন বাঙলার ছেলে, বাঙলা তার জন্মভূমি, বাঙালী তার ভাই।

[প্রস্থান।

নাজমা। তুমি যতই আদর্শবাদী হও সিরাজউদ্দিন! চাকা ঘুরিয়ে দিয়ে তুমি যে বাহবা নেবে, আমি তা হতে দেব না। বাঙলার বুকে আমি তোমায় বিভীষিকার মত জাগিয়ে রাখব। কোন পথিক তোমার কবরের পাশ দিয়ে যেতে সাহস করবে না। কেউ তোমার কবরে লোবান জ্বালাতে আসবে না।

বেগমরূপী মদিরার প্রবেশ।

মদিরা। আমি এসেছি নাজমা! এই নাও আমার পরিচ্ছদ। সেজে গুজে ত আসতে বলে, এখন কি করবে কর? ওকি, মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে কি দেখছো?

নাজমা। দেখছি রমজানের চাঁদ। স্নান করে নিচ্ছি তার বিকশিত জ্যোৎস্না ধারায়। আঘাত হানছি নিজের মনে নিজে। ভাবছি এই চাঁদকে আমি রাহু হয়ে গ্রাস করতে চেয়েছিলাম।

মদিরা। ভাববে পরে। এখন চল—আমরা পালিয়ে যাই।

নাজমা। আমি যাব না, তুমি যাও। অন্দরের ফটকে বাঁদী নসীফা অপেক্ষা কচ্ছে, তার সঙ্গে মিলিত হলেই সে তোমাকে নিরাপদে পৌঁছে দেবে।

মদিরা। তুমি যাবে না?

নাজমা। না।

মদিরা। মরবে?

নাজমা। না বাঁচবো।

মদিরা। কি করে বাঁচবে?

নাজমা। এই যে, [মদিরার দেওয়া পোষাক দেখাইল] এই ত আমার বাঁচন কাঠি। ভয় নেই রাজকুমারী, হাজার সিরাজউদ্দিনের সাধ্য নেই যে আমাকে হত্যা করে। তুমি নির্ভয়ে যাও। মিছে কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করো না। এ সুযোগ হারালে আর কোন উপায় থাকবে না।

মদিরা। নাজমা, তুমি এত মহৎ?

নাজমা। মহৎ আমি নই রাজকুমারি। আগুনে পুড়ে সোনা খাঁটি হয়ে গেছে। আঘাত না পেলে পরিবর্ত্তন আসে না রাজকুমারি। আজ আমি মেঘমুক্ত আকাশ—ভারমুক্ত পৃথিবী। শয়তানী নাজমা বেগম মরে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে, বাঁদী নাজমা, জানাচ্ছে তোমায় বহুত বহুত সেলাম।

মদিরা। তোমার সেলাম নিতে আমি বেঁচে থাকবো নাজমা।

আমি কথা দিচ্ছি। তোমার মসজিদের পাশেই গড়ে উঠবে মন্দির, সেই মন্দিরে বসে আমি ডাকবো আমার ভগবানকে, আর তোমার মসজিদে বসে তুমি ডাকবে তোমার খোদাকে। খোদা আর ভগবানের মিলিত শক্তিতে বাঙ্‌লায় আবার শান্তি ফিরে আসবে। মাটির বাঙ্‌লা আবার সোনার বাঙ্‌লা হবে।

নাজমা। আর আমি যদি মরি?

মন্দিরা। তাহলে তোমার কবরের পাশেই হবে আমার শ্মশান-শয্যা।

[প্রস্থান।

নাজমা। সুন্দর! কবরের পাশে জ্বলে উঠবে শ্মশানের চিতা, তার ওপর মাথা তুলে দাঁড়াবে মন্দির আর মসজিদ। সেই মন্দিরে আর মসজিদে একই সঙ্গে হবে পূজো আর নামাজ। মুসলমানের আজান ধ্বনির সঙ্গে বেজে উঠবে হিন্দুর মাঙ্গলিক শঙ্খ, সেই ধ্বনি আকাশ বাতাস ধ্বনিত করে প্রচার করবে এক মহামন্ত্র—হিন্দু-মুসলমান ভাই—ভাই। সে দিন কি আসবে খোদা? কবে আসবে সে শুভদিন?

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে কামান গর্জ্জন]

অনুচর সহ সিরাজউদ্দিনের প্রবেশ।

অনুচর। পালিয়ে চলুন হুজুর—পালিয়ে চলুন! সাতগাঁয়ের রাজা মেদিনী রায় দখল দরওয়াজা অধিকার করেছে। এখনই হয়তো প্রাসাদে প্রবেশ করবে।

সিরাজ। করুক অধিকার। পালিয়ে যাব কেন? আমি ত

মরতেই চাই। কিন্তু তার আগে আমার দেশের মাটিকে জাগিয়ে যাব। গাছগুলো কি শুধুই দাঁড়িয়ে থাকবে, তারা নড়ে উঠবে না? পাথরগুলো কি প্রাচীরের গায়েই আবদ্ধ থাকবে? তারা উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছুটবে না? তাহলে এতদিন করলুম কি? তুমিও যাও—রাজকুমারী মদিরার ছিন্নশির নিয়ে এস। [অনুচরের প্রস্থান; নেপথ্যে পুনঃ পুনঃ কামান গর্জ্জন] ওই ত পাথরগুলো ছুটছে। ওই ত গাছপালাগুলো নড়ে উঠেছে। ওই ত মাটি থর থর করে কেঁপে উঠেছে। জাগো—জাগো আমার দেশের মাটি! জাগো বাঙলার গাছ পাথর। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

হোসেনের প্রবেশ।

হোসেন। মনসবদার সিরাজউদ্দিন খাঁ!

সিরাজ। কে, পাঠান হোসেন শা'? বাঙলার মসনদ নেবে না? বাঙলাকে পদানত করবে না? শয়তান—[পিস্তল বাহির করিয়া গুলি করিতে উদ্যত; সেই মুহূর্ত্তে নেপথ্য হইতে আর একটি গুলি আসিয়া তাহার পিস্তলধৃত হস্তে বিদ্ধ হইল। সিরাজউদ্দিন আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল।]

সুবুদ্ধি রায় ও আব্বাসের প্রবেশ।

সুবুদ্ধি। বন্দী কর! [আব্বাস সিরাজউদ্দিনকে বন্দী করিল। সুবুদ্ধি রায় পতিত পিস্তলটি তুলিয়া লইল।] বল শয়তান! কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস আমার মদিরাকে?

সিরাজ। দেখবে মহারাজ? অপেক্ষা কর। এখনই তাকে দেখতে পাবে।

হোসেন। জীবিত না মৃত ?

সিরাজ। মৃত।

সুবুদ্ধি। বিশ্বাসঘাতক ! তুমি তাকে হত্যা করেছ ? কেন—কেন ? কি করেছিল সে ? রাজ্য কেড়ে নিয়েছ, পথের ভিক্ষুক করে ছেড়েছ, তবু প্রাণটা নিয়ে বেঁচে ছিল—তাও সহ্য হল না। পাষণ্ড ! আজ এখুনি এই মুহূর্ত্তে তোমার শয়তানী জীবনের অবসান হোক।
[গুলি করিতে উদ্যত হইল]

মদিরার পুনঃ প্রবেশ।

মদিরা। বাবা ! বাবা ! আমি ফিরে এসেছি।

হোসেন। মদিরা ? মদিরা ?

সুবুদ্ধি। বেঁচে আছিস মা ? তবে যে পাষণ্ড বল্লে তোকে হত্যা করেছে ?

মদিরা। শয়তান আমায় হত্যা করবার আদেশ দিয়েছিল বাবা, কিন্তু ঘাতক আমার সন্ধান পায়নি। নাজমা তার পোষাক পরিয়ে আমাকে প্রাসাদের বাইরে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছিল, আমি অন্দরের বাইরে চলে গিয়েছিলাম ; নাজমার কথা ভেবে আবার ফিরে এলুম !

হোসেন। কেন বহিন ?

মদিরা। আমায় পালিয়ে যাবার সুযোগ দিয়েছিল বলে পশু যদি তাকে নির্য্যাতন করে ? যদি মদিরা মনে করে শিরশ্ছেদ করে ?

সুবুদ্ধি। শিরশ্ছেদ করবে ?

মদিরা। আমাকে বেগম সাজিয়ে সে নিজে আমার পোষাক পরে কারাগারে রয়েছে।

আব্বাস। সর্ব্বনাশ!

সুবুদ্ধি। যাও—যাও, আব্বাস! যেমন করে পার নাজমাকে বাঁচাও! [আব্বাসের প্রস্থান] ভুল মানুষেই করে। তাবলে কি ভুল সংশোধন করবার অবকাশ পাবে না? যদি না পায়, তাহলে যে ভুলই রয়ে যাবে।

রক্ষীসহ বন্দী আফজল খাঁর প্রবেশ।

আফজল। না—না, ওকে মেরো না। ওর কোন দোষ নেই।

সিরাজ। লোদী খাঁ! তুমিও বন্দী?

আফজল। আমি লোদী খাঁ নই সিরাজউদ্দিন, আমি হাবসী আফজল খাঁ।

সুবুদ্ধি। তুমিই হাবসী দস্যু আফজল খাঁ? তুমিই আমার সোনার বাঙ্‌লাকে শ্মশান করেছ? তোমারই অত্যাচারে বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠেছে?

মেদিনী রায়ের প্রবেশ।

মেদিনী। [illegible] আফজল খাঁ? তুমি? তবে রাজকুমারী মদিরা যার শিরশ্ছেদ করেছে—সে কে?

আফজল। সে আমার ভাই ওসমান খাঁ। মেদিনী রায়, তোমার বরাত ভাল। ইচ্ছা ছিল—নাজমার সঙ্গে বোঝা-পড়া করে তোমার সঙ্গে হিসেব-নিকেশ করব। খোদা তা হতে দিলে না। যদি বাঁচি, খুনকা বদল খুন আমি নেব।

হোসেন। সে সুযোগ আর এ জীবনে পাবে না শয়তান! মহারাজ, শয়তানের বিচার করে দণ্ড দিন।

সুবুদ্ধি। না—না, তা হবে না। আমার হাত থেকে বিচার-দণ্ড

কেড়ে নিয়েছ। ধর্ম্মের ফতেয়া জাহির করবার জন্য তোমরা সবাই মিলে আমার ধর্ম্ম কেড়ে নিয়েছ, আমি দেখব তোমার বিচারে তোমার ধর্ম্মের গায়ে কতটুকু আঘাত লাগে। কর বিচার। আমি দেখব—মুসলমান তুমি—তোমার হাতে মুসলমানের কি শাস্তি হয়।

মেদিনী। বাঙলার সিংহাসনে অনধিকার প্রবেশকারী জল্লাদ তুমি। তোমারই নিষ্ঠুরতার নিষ্কলংক মহাপুরুষ মহারাজ সুবুদ্ধি রায় আজ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে। মহারাজ তোমাকে এইটুকু শাস্তি দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছে, আমি তোমাকে জ্যান্ত কবর দিতুম।

হোসেন। আক্ষেপ থাকবে না রায়, হোসেন যদি মরে, বাংলার মাটিতেই মরবে। হাবসী আফজল খাঁ। বাঙ্গালীরা তোমার মৃত্যু-দণ্ড দিয়েই রেখেছে। আমি আর নতুন করে দণ্ড দিতে চাই না। বল, মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার কোন প্রার্থনা আছে?

আফজল। প্রার্থনা একটা আছে হোসেন শা, আমি যা করেছি নাজমার জন্যই করেছি। তাকে না পাওয়ার আক্ষেপ নিয়ে আমি মরছি হোসেন খাঁ, তুমি বেঁচে থাক শতবর্ষ পরমায়ু নিয়ে। কবরে যাবার আগে শুধু এই অনুরোধ, নাজমা যদি ফিরে আসে, তাকে বুকে তুলে নিও। সে পবিত্র গোলাপ, চক্রান্ত করে আমিই তার মুখে মিথ্যা অপবাদের কালি মাখিয়ে দিয়েছি, তুমিও তাকে ভুল বুঝো না হোসেন খাঁ।

হোসেন। আফজল খাঁ?

আফজল। আমি মলে ওই নদীর ধারে আমায় কবর দিও—সেখানে আমার ভাই ওসমান খাঁ ঘুমিয়ে আছে।

হোসেন। রক্ষী! নিয়ে যা দস্যুকে। রাজপথে আকণ্ঠ প্রোথিত করে বিষাক্ত সর্প দিয়ে দংশন করাবি। বিষের জ্বালা বুকে নিয়ে

অনুভব করুক—অকারণ মানুষের রক্তপাত করলে তার শাস্তি কি ভীষণ।

আফজল। তোমার জয় হোক হোসেন খাঁ—খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

[সশিষ্যসহ প্রস্থান।

হোসেন। সিরাজউদ্দিন! আমি তোমায় মৃত্যুদণ্ড দেব না। বাঙালী হয়ে তুমি বাঙ্‌লার চরম সর্ব্বনাশ করেছ, এর শাস্তি মৃত্যু নয়।

মদিরা। তবে কি?

হোসেন। মুক্তি।

মেদিনী। এত বড় অপরাধের শাস্তি মুক্তি? অপরাধীকে আপনি মুক্তি দেবেন জাঁহাপনা!

হোসেন। বেঁচে থাকাই ত বড় শাস্তি বন্ধু! সর্পদংশনে আর কতটুকু জ্বালা, তার চেয়ে বেশী জ্বালা স্মৃতির দংশনে। যাও সিরাজ-উদ্দিন, তুমি মুক্ত। [বন্ধন মোচন]

সিরাজ। আমাকে মৃত্যু দিন জাঁহাপনা! আমাকে মৃত্যু দিন। ওই দেখুন, স্ত্রীপুত্রেরা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আর আমি বাঁচতে চাই না জাঁহাপনা। নতজানু হয়ে আপনার কাছে মৃত্যুদণ্ড প্রার্থনা করছি, আপনি আমায় মৃত্যু দিন জনাব।

হোসেন। হবে না। যে অপরাধ তুমি করেছ, বেঁচে থেকে তার প্রায়শ্চিত্ত কর। তোমার জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় স্বরূপ আমি তোমায় নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করলাম। আজ থেকে তুমি চাঁদকাজী নামে পরিচিত হবে।

মেদিনী। বাঃ, চমৎকার দণ্ড!

সিরাজ। জাঁহাপনা!

হোসেন। বহু পণ্ডিতের আবাস-ভূমি নবদ্বীপ, সাধনার পবিত্র গুলবাগ নবদ্বীপ। এখানে বসে তোমার ধর্ম্মে ফিরে যাবার সাধনা কর। হিন্দুর ভগবান সেখানে বিরাজ করছেন। যাও সিরাজউদ্দিন, তোমার পথ মুক্ত।

সিরাজ। ওঃ ভগবান! না—না, ভগবান নিষ্ঠুর! খোদা, না খোদা নিরাকার। তবে কাকে ডাকব আমি? ওগো পৃথিবীর মানুষ তোমরা আমাকে ক্ষমা কর! তোমরা আমাকে ক্ষমা কর!

[প্রস্থান।

সুবুদ্ধি। উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছ হোসেন খাঁ! সুন্দর তোমার বিচার। আমার সিংহাসন কেড়ে নিয়ে তুমি ভালই করেছ। বৃদ্ধ হয়ে দেহ মনের শক্তি কমে গেছে, এ হাতে আর রাজদণ্ড ধারণ করতে পারব না। ~~এ মস্তিষ্কে আর সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি জোগাবে না।~~ বাঙলার সিংহাসনে আরোহন করবার উপযুক্ত ব্যক্তি তুমি। আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি হোসেন, "নৃপতিতিলক" হয়ে বাঙলাকে তুমি শাসন কর। নাজমাকে ডাক। তোমরা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়াও, আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করব।

ছিন্নমুণ্ড হস্তে আব্বাসের পুনঃ প্রবেশ।

আব্বাস। আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতে দেহটা আর এল না, মাথাটাই এসেছে, আশীর্ব্বাদ করুন মহারাজ।

সকলে। এ কার ছিন্নশির?

আব্বাস। বেগমসাহেবার।

সুবুদ্ধি। বেগমসাহেবার! চলে গেলি মা? চলে গেলি তুই? যা—যা! বড় সাধ ছিল রাজ্ঞী হবার, খোদা তোর সে সাধ মিটতে দিলে না। আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, যেখানে তুই গেছিস, সেই অচীন দেশের রাজ্ঞী হয়ে সুখে থাক মা, সুখে থাক।

হোসেন। চলে গেলে নাজমা? আমাকে একা রেখে চলে গেলে তুমি? ভুল সংশোধন করার অবকাশ দিলে না? [illegible] হেথা থেকে পেয়ার কি বেরিনা, দরাজ দিল মেরে পেয়ারে বসরাই—তুমি চলে গেলে? তোমার মুখে হাসি, চোখে জল কেন প্রিয়তমে? এ মৃত্যু তোমার আনন্দের না অভিমানের?

আব্বাস। আর কেউ আমায় চাবুক মারবে না। দিনে দশবার বরখাস্তের পরোয়ানা জারি করে উঠতে বসতে কেউ আর কোতল করবে না। আমি মুক্ত, বেগমসাহেবা আমায় মুক্তি দিয়েছেন। সেলাম হুজুর, সেলাম।

[প্রস্থান।

সুবুদ্ধি। হোসেন!

হোসেন। মহারাজ, আমি প্রস্তুত, এবার আমায় মৃত্যুদণ্ড দিন।

সুবুদ্ধি। কাকে মৃত্যু দেব পাগল, যাকে দণ্ড দেব, সে হোসেন খাঁর মৃত্যু হয়েছে।

হোসেন। দণ্ড দিন মহারাজ, আমাকে দণ্ড দিন। আমি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছি, তার উপযুক্ত শাস্তি দিন।

সুবুদ্ধি। শাস্তি ত দিয়েছি হোসেন খাঁ। আমার হাত থেকে তুমি রাজদণ্ড কেড়ে নিয়েছ, আজীবন সে ভার বহন কর।

হোসেন। যার জন্য রাজ্যপাট, সেই যখন চলে গেল, তখন কি হবে এই রাজৈশ্বর্য্যে? আপনি আমায় মৃত্যু দিন মহারাজ।

সুবুদ্ধি। না হোসেন। জোর করে যা অধিকার করেছ, তা বহন করতেই হবে, এই তোমার শাস্তি।

হোসেন। ওঃ! খোদা! দুটি নাম এক সূত্রে গেঁথেছিলে নাজমা-হোসেন। একটি ত ঝরে গেল, আর একটিকে কি প্রয়োজন হবে না খোদা?

[প্রস্থান।

সুবুদ্ধি। এবার আমি যাই। তোমরা আমায় বিদায় দাও!

মদিরা। কোথায় যাবেন পিতা?

সুবুদ্ধি। আগে যাব বেনাপোলে ঠাকুর হরিদাসের কাছে। যদি মুক্তি পাই, যাব শ্রীবৃন্দাবন।

মদিরা। আমায় কার কাছে রে:খ যাবেন পিতা, কার কাছে রেখে যাবেন?

সুবুদ্ধি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাও ত বটে। রাজা মেদিনী রায়। আমার অদৃষ্ট আমায় বিধর্ম্মী করেছে। সমাজ-পতিত কুলকলংক বিধর্ম্মীর একটা দান নেবে রাজা?

মেদিনী। অনুরোধ কেন মহারাজ, আদেশ করুন। আমি মহা-মূর্খ। আপনি আমায় সৈন্যাধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন, আমি ভুল করে প্রত্যাখ্যান করেছি।

সুবুদ্ধি। আমার বড় অহংকার ছিল মেদিনী রায়, ভগবান আমার সে অহংকার চূর্ণ করেছে। আমি এক হতভাগিনী কন্যার পিতা। যোগ্য পাত্রে কন্যাকে অর্পণ করা পিতার কর্ত্তব্য। জীবন বিপন্ন করে যাকে তুমি রক্ষা করেছ, সেই সর্ব্বহারা সুবুদ্ধি রায়ের কন্যাকে তুমি গ্রহণ কর বীর! [মদিরাকে মেদিনীর হাতে অর্পণ করিল]

মেদিনী। আপনার এ দান আমি গ্রহণ করলাম মহারাজ।

সুবুদ্ধি। কাজ শেষ, এবার আমি যাই।

মদিরা। বাবা!

সুবুদ্ধি। পিছু ডাকিস নি মা—পিছু ডাকিস নি। সুবুদ্ধি রায় চলেছে ভাগ্যান্বেষণে, আনন্দ কর মা। আশীব হর-গৌরীর মত তোরা সুখে থাক। তোদের দাম্পত্য জী হোক।

মদিরা। [নাজমার ছিন্নমুণ্ড তুলিয়া লইয়া] নাজমা, আমি কাছে প্রতিশ্রুত ছিলাম, তোমার কবরের পাশে হবে আমার শয্যা। তুমি কবরে শুয়ে মাটি হয়ে যাবে, আমি হব ছাই। দু মাটির সম্মিলিত প্রার্থনায় খোদা আর ভগবান নেমে আস মাটির পৃথিবীতে, আজান আর প্রার্থনার মিলিত সুর ঘোষ বাঙলার শান্তি; মাটির বাঙলা আবার সোনার বাঙলা হবে আগেই চলে যাচ্ছ নাজমা? চল, তোমার কবরে আমিই মাটি দেব।

মেদিনী। মদিরা!

মদিরা। আসবে না? এস না গো! তুমি যে আম আমার বোনের কবরে এ[illegible] মাটিও কি তুমি দেবে

মেদিনী। দেব মদিরা। আমার ভুল ভেঙেছে। বাধা আর আমি মানব না। ভগবান! কোন রাজ্যের লোকে তুমি আমায় নিয়ে এলে? মুসলমানের শবযাত্রায় হি তার কবরে মাটি দিতে।

[সকলের

যবনিকা—